NARSINGHA

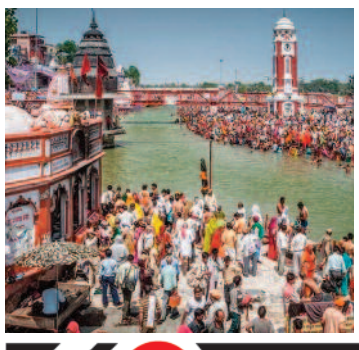

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ সাংস্কৃতিক, জাতীয় এবং ধর্মীয় পরিচয়ের মেলবন্ধন'ই আমরা ভারতীয়

বালির দামে আগুন, সমস্যায় বাংলা আবাসের উপভোক্তারা ৫

কলকাতা ৯ জানুয়ারি ২০২৫ ২৪ পৌষ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২০৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 09.01.2025, Vol.18, Issue No. 209 8 Pages, Price 3.00

দুলাল খুনে মূল চক্রী তৃণমূলের সদর সভাপতি ও তাঁর শাগরেদই

দেওয়া হয়েছিল ৫০ লক্ষ টাকার সুপারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল নেতা দুলাল সরকার খুনে মূল চক্রী তৃণমূলের মালদহ শহরের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ স্বপন শর্মা। ইংরেজবাজারের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলরকে খুনের জন্য ৫০ লক্ষ টাকার সুপারি দেওয়া হয়েছিল। বুধবার এমনই জানালেন এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার।

পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে, নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দুলালের গন্ডগোলের কথা। খুনের নেপথ্যে আর্থিক লেনদেনের বিষয় উঠে এসেছে। যদিও কোন বিষয়ে ওই টাকার লেনদেন হয়, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বুধবার নরেন্দ্রনাথ এবং স্বপনকে আদালতে হাজির করানো হলে তিন দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। আদালতে পুলিশ জানিয়েছে, টাকার লেনদেন, ফোনের কল রেকর্ডিং ইত্যাদি দেখে ওই দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তের প্রয়োজনে দু'জনকে হেপাজতে নেওয়া প্রয়োজন। আদালতে সরকারি আইনজীবী দেবজ্যোতি পাল বলেন, 'এটা

রাজনৈতিক খুন।' তৃণমূল নেতা নরেন্দ্রনাথ এবং স্বপনের আইনজীবীরা আদালতে জানান, তাঁদের মক্কেলরা শারীরিক ভাবে অসুস্থ। তাই তাদের জামিন মঞ্জুর করা হোক। যদিও আবেদন খারিজ করে দেন বিচারক। সরকারি আইনজীবী জানান, দুলাল সরকার খুনের ঘটনায় আরও তথ্য সংগ্রহ করতে ওই দু'জনকে হেপাজতে নেওয়া প্রয়োজন ছিল। আদালত সেই আবেদন মেনেছে। তৃণমূল নেতা খুনে এ পর্যন্ত সাত জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম জানান, পাঁচ ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের পর নরেন্দ্রনাথকে থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছিল। তাঁকে এবং স্বপনকে মঙ্গলবার রাতভর জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। সকালে দু'জনকেই গ্রেপ্তার করা হয়। সুপ্রতিম বলেন, 'স্বপন এলাকার কুখ্যাত দুষ্কৃতী। বোমাবাজি, খুন, দাঙ্গাহাঙ্গামায় তাঁর নামে অজস্র অভিযোগ রয়েছে। তিনি এবং নরেন্দ্রনাথ এই ঘটনার মূল চক্রী ছিলেন। কিন্তু কী কারণে তাঁরা টাকা দিয়েছিলেন, এখনও জানা যায়নি। এই খুনের জন্য ৫০ লক্ষ টাকার বরাত দেওয়া হয়েছিল। মোট চার দুষ্কৃতীকে ওই টাকা দেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাকি দু'জন এখনও পলাতক।'

পুলিশ জানিয়েছে, তৃণমূল নেতাকে খুনের জন্য আর এক তৃণমূল নেতা কেন চক্রান্ত করেছিলেন, তা স্পষ্ট নয়। সুপ্রতিম বলেন, 'এই মামলার দ্রুত চার্জশিট দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। বাকি অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। আর ৫০ লক্ষ টাকার ডিল হলেও ওই টাকার পুরোটা দেওয়া হয়েছে কি না, সেটাও দেখা হচ্ছে।' দুলালের খুনের বিষয়ে ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী জানান, তৃণমূলের মালদহ (শহর) সভাপতি নরেন্দ্রনাথ মূল অভিযুক্ত। তিনি এ-ও জানান, অনেক আগেই নরেন্দ্রনাথ দুলালকে প্রাণে মেরে ফেলার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। এলাকার দখল নিয়ে দুই নেতার বিরোধ ছিল বলে দাবি করেন তিনি। আবার আদালতে ঢোকার সময়ে কৃষ্ণেন্দুনারায়ণকেই মূল চক্রী বলেন ধৃত নরেন্দ্রনাথ। তিনি দাবি করেন, তাঁকে ফাসানো হচ্ছে। দুলালের খুনের নেপথ্যে রয়েছেন বড় মাথারা।

'কন্যাশ্রী' প্রকল্পে এক কোটির মাইলফলক ছুঁতে চান মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৮ বছরের আগে মেয়েদের বিয়ে রুখতে এবং তাদের পড়াশোনার আঙিনায় রাখতে 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প শুরু করেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। ইতিমধ্যেই সেই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে ৮৯ লক্ষ ছাত্রী। ছাত্র সপ্তাহ পালনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা জানিয়ে দিলেন, তিনি 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পে এক কোটির মাইলফলক ছুঁতে চান। এ ছাড়াও শিক্ষা সংক্রান্ত কোন প্রকল্পে উপভোক্তার সংখ্যা কত, সেই পরিসংখ্যানও দেন মুখ্যমন্ত্রী।

মমতা জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই সবুজসাথী প্রকল্পে সাইকেল পেয়েছে এক কোটি ২৭ লক্ষ স্কুলপড়ুয়া। ঐক্যশ্রীর উপভোক্তা সংখ্যা চার কোটি ১৫ লক্ষ পেরিয়ে গিয়েছে। শিক্ষাশ্রীর সুবিধা পেয়েছে এক কোটি ৩৯ লক্ষ ছাত্রছাত্রী। মেধাশ্রী প্রকল্পে সরকারি অনুদান প্রাপকের সংখ্যা ৬ লক্ষ ৬৮ হাজার। স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ পেয়েছে ৩২ লক্ষ ৬০ হাজার ছেলেমেয়ে। স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডে উচ্চশিক্ষার জন্য ঋণ পেয়েছেন ৮১ হাজার পড়ুয়া।

মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া পরিসংখ্যান

বলছে, শুধু শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্পেই রাজ্যে সুবিধা পেয়েছে প্রায় সাত কোটি পড়ুয়া। যা উল্লেখযোগ্য বলে অভিমত সরকারের। তবে বিরোধীদের প্রশ্ন, এত কিছু করেও কেন প্রাথমিক স্কুলগুলি রুগ্নদশা কাটানো যাচ্ছে না? কেন কম ছাত্রছাত্রী থাকা একাধিক স্কুলের সংযুক্তিকরণের কথা ভাবতে হচ্ছে সরকারকে? মুখ্যমন্ত্রীর এই পরিসংখ্যান প্রসঙ্গে বিজেপি মুখপাত্র রাজর্ষি লাহিড়ী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর পরিসংখ্যানের শাক দিয়ে দুর্নীতির মাছ ঢাকা যাবে না। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন, তার উদাহরণ পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এগুলো সবাই জানে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'শিক্ষা ব্যবস্থাকে তৃণমূল ধ্বংস করছে। তিল তিল করে শেষ হয়ে যাচ্ছে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা। গত ১০ বছরে সরকারি এবং সরকারপোষিত স্কুলে পড়ুয়াসংখ্যা কত কমেছে, সেই পরিসংখ্যান দিন মুখ্যমন্ত্রী।'

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে মমতার নিঃশর্ত সমর্থন পেয়ে ধন্যবাদ জানালেন কেজরি

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি: দিল্লির আসন্ন বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের নিঃশর্ত সমর্থন পেয়েছেন বলে দাবি করলেন আম আদমি পার্টি (আপ)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বুধবার তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টও করেছেন তিনি। ওই পোস্টে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেজরি লিখেছেন, 'দিল্লির নির্বাচনে আপকে সমর্থন করেছে তৃণমূল। আমি ব্যক্তিগত ভাবে মমতাদিদির কাছে কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ দিদি। আপনি সবসময় আমাদের ভাল ও খারাপ সময়ে সমর্থন এবং আশীর্বাদ করেছেন।' দিল্লির কয়েকটি বিধানসভা আসনে বাঙালি ভোটারদের সংখ্যা 'নির্ণায়ক'।

সে ক্ষেত্রে তৃণমূলের এই সমর্থন কেজরির ক্ষেত্রে লাভজনক হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে এক দফায় বিধানসভার ৭০টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। ৮ ফেব্রুয়ারি হবে গণনা। তৃণমূলের পাশাপাশি 'ইন্ডিয়া'র আর এক সহযোগী সমাজবাদী পার্টিরও সমর্থন পেয়েছে কেজরির আপ। যদিও বিজেপি-বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র বৃহত্তম শরিক কংগ্রেস আলাদা ভাবে দিল্লির ৭০টি আসনেই লড়ছে। ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে দিল্লিতে প্রার্থী দিয়েছিল তৃণমূল। তার পর থেকে ধারাবাহিক ভাবে কেজরির দলকেই সেখানে সমর্থন জানিয়েছেন মমতা।

ধৃত সিভিকের পক্ষে সওয়াল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় অভিযুক্তর বেকসুর খালাস চাইলেন তাঁর আইনজীবীরা। শিয়ালদহ আদালতে এই মামলার বিচারপ্রক্রিয়া চলছে। আদালতে রুদ্ধদ্বার কক্ষে সেই বিচারপ্রক্রিয়া চলছে। পরে ধৃতের আইনজীবী সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, তাঁরা অভিযুক্তের মুক্তি চেয়েছেন। আরজি কর-কাণ্ডে ধৃত সিভিককেই একমাত্র অভিযুক্ত হিসাবে চার্জশিটে উল্লেখ করেছে তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। ধৃতের আইনজীবীদের বক্তব্য, এই যুক্তির পক্ষে সিবিআই যে প্রমাণ দিচ্ছে, তা পর্যাপ্ত নয়। বরং অভিযুক্ত আদৌ এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নন। নির্যাতিতার শরীরে ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি বলে দাবি করেছেন অভিযুক্তের আইনজীবীরা। তাঁদের মতে, গোটা ঘটনাটি সাজানো হতে পারে। ধৃতকে ফাঁসানো হয়েছে বলেই মত তাঁদের।

তিরুপতিতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত ৪

■ তিরুপতির বিষ্ণু নিবাসামে পদপিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু চার জনের। বৈকুণ্ঠ দ্বার সর্ব দর্শনের টোকেন বিতরণের সময় হুড়োহুড়ির মধ্যে পড়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে খবর। দুর্ঘটনা ঘটার খবর পেয়েই মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় ত্রাণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন।

প্রয়াত প্রীতিশ নন্দী

■ প্রয়াত বিখ্যাত সাংবাদিক প্রীতিশ নন্দী। বুধবার ৭৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করেন অনুপম খের। জানা গিয়েছে, মুম্বইয়ে নিজের বাসভবনেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন বিখ্যাত সাংবাদিক তথা লেখক প্রীতিশ। সাহিত্যের অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৭৭ সালে তিনি পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন।

যৌন হেনস্থার সমান

■ মেয়েদের শারীরিক গঠন নিয়ে মন্তব্য করা যৌন হেনস্থার সমান। একটি মামলায় এমনটাই মন্তব্য করল কেরল হাইকোর্ট। আদালত জানিয়েছে, কোনও মহিলার শারীরিক গঠন নিয়ে মন্তব্য আসলে যৌনগন্ধী। তা যৌন হেনস্থার মামলার আওতায় পড়তে পারে এবং শাস্তিও হতে পারে।

পথ দুর্ঘটনায় দেড় লক্ষ

■ পথ দুর্ঘটনায় আহতদের দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার খরচ দেবে কেন্দ্র। সম্প্রতি এমনই ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় পরিবহণমন্ত্রী নীতীন গড়কড়ি। তিনি বলেন, গত বছর মার্চে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হলেও চলতি বছরে মার্চ থেকে দেশজুড়ে চালু হবে।

'আমার বয়স পাঁচ বছর বাড়ানো হয়েছে'

মমতা সবেমাত্র ছুলেন বয়সের 'ঊর্ধ্বসীমা'

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি নথিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন ৫ জানুয়ারি। গত রবিবার সেই তারিখ মেনেই মমতাকে সমাজমাধ্যমে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। জেলায় জেলায় তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরাও দিদির জন্মদিন উদযাপনে কেক কেটেছিলেন। ৭২ ঘণ্টা কাটার আগেই জন্মদিন নিয়ে তাঁর পুরনো বক্তব্য আবার জানিয়ে দিলেন মমতা। পাশাপাশিই জানিয়ে দিলেন, সরকারি শংসাপত্রে তাঁর বয়স পাঁচ বছর বাড়িয়ে দেখানো রয়েছে।

নথি অনুযায়ী মমতার জন্ম ১৯৫৫ সালে। সেই অনুযায়ী তিনি ৭০ পার করেছেন। কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাক্ষী রেখে বয়সের গন্ডগোলের পুরনো বক্তব্য জানিয়েছেন। মমতার বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁর বয়স এখন ৬৫ বছর। উল্লেখ্য, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, সব পেশার মতো রাজনীতিতেও অবসরের বয়স থাকা উচিত। সেই বয়স কখনওই ৬৫-র বেশি হওয়া উচিত নয়। মমতার দাবি অনুযায়ী, অভিষেক বর্ণিত বয়সের 'ঊর্ধ্বসীমা' সবে ছুঁয়েছেন তিনি। যদিও অভিষেক এ-ও উল্লেখ করেছিলেন, সব কিছুতেই 'ব্যতিক্রম' থাকে। তেমনই রাজনীতিতে বয়সের ঊর্দ্ধসীমার ক্ষেত্রেও রয়েছে। মমতাকে তিনি সেই ব্যতিক্রমের তালিকাতেই রেখেছিলেন। যেমন রেখেছিলেন নরেন্দ্র মোদি এবং মহেন্দ্র সিং ধোনিকে।

রাজ্য সরকারের শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে গত ১ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছিল 'ছাত্র সপ্তাহ' পালনের অনুষ্ঠান। বুধবার তার সমাপ্তি অনুষ্ঠান ছিল 'ধনধান্য' সভাগৃহে। সেখানেই মমতা তাঁর বয়স এবং জন্মদিনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আসল বয়সটা লুকিয়ে থাকে। নকল বয়সটা, সার্টিফিকেটের বয়সটা মানুষ জেনে যায়। আমরা যারা বাড়িতে জন্মেছি, হোম ডেলিভারি, তাদের এটা সমস্যা। আজকে দাদা সামনে আছে। তাই ওকে সাক্ষী রেখে কথাগুলো বললাম।' মমতা এ-ও বলেন, 'আমার বয়স পাঁচ বছর বাড়ানো আছে! 'একান্তে' বইতে আমি লিখে দিয়েছি। অনেক দিন আগে।'

ওই অনুষ্ঠানে সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা ফুটবল দলের সদস্যেরা উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চে ছিলেন মমতার দাদা তথা আইএফএ সভাপতি অজিত। বক্তৃতার প্রায় গোড়াতেই দাদাকে উঠে দাঁড়াতে বলেন মমতা। পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, ''জন্মদিনের দিনটা আমার মোটেই পছন্দকর নয়। ওটা সার্টিফিকেটের বয়স। ওটা বাবা-মা করে দিয়ে গিয়েছে। আমি জানতামও না। যখন কলেজে পড়ি, তখন দাদা আমাকে একদিন বলল, তুই কি জানিস বাবা তোর বয়স কী করে দিয়েছে? সার্টিফিকেটে তোর আর আমার বয়সে ছ'মাসের ডিফারেন্স (ফারাক)। আমি শুনে বললাম দারুণ!'

ধর্ম, পদবি, নাম; কোনও কিছুতেই যে তাঁর হাত ছিল না, বক্তৃতায় সে কথাও উল্লেখ করেন মমতা। পাশাপাশি বলেন, 'এই নামটাও আমার পছন্দ নয়।' সরকারি শংসাপত্রে তাঁর জন্মতারিখ যে 'ভ্রান্ত', এ কথা মমতা আগেও বলেছেন। কয়েক বছর আগে এ-ও জানিয়েছিলেন যে, তাঁর মা তাঁকে বলেছিলেন, দুর্গাপুজোর অষ্টমী তিথিতে তাঁর জন্ম। তবে তাঁর বয়স যে পাঁচ বছর বাড়ানো রয়েছে, তা সম্ভবত প্রকাশ্য মঞ্চে এই প্রথম জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।

উত্তরপ্রদেশে ঠান্ডায় মৃত্যু ৪ জনের, ৯ টি রাজ্যে জারি শৈত্যপ্রবাহ

লখনউ, ৮ জানুয়ারি: জম্মু-কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশে তুষারপাতের জেরে উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে হু-হু করে তাপমাত্রা নামছে। কোথাও কোথাও শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি, বেশ কয়েকটি রাজ্যে ঘন কুয়াশার সতর্কতাবার্তাও দিয়েছে মৌসম ভবন। বুধবার মৌসম ভবন জানিয়েছে, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান-সহ ন'রাজ্যে শৈত্যপ্রবাহ চলবে। উত্তরপ্রদেশে গত কয়েক দিন ধরেই শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। স্থানীয় সূত্র এবং কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তরপ্রদেশে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। রাজ্যের ১৬ জেলায় শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, আগামী ৭২ ঘণ্টা হাড়কাঁপানো ঠান্ডা থাকবে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অংশে। শুধু তা-ই নয়, ১১-১২ ডিসেম্বর আবার পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মউ, চন্দৌলি, গাজিপুর এবং ভদোহীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯-১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের ৩৫টি শহরে তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নেমে গিয়েছে। রাজস্থানের নগৌরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ভূমিকম্পে মৃত্যুপুরী তিব্বত, চলছে প্রাণের খোঁজ

লাসা, ৮ জানুয়ারি: নতুন বছরের শুরুতেই ভয়াল ভূমিকম্পে মৃত্যুপুরী তিব্বত। রিখটার স্কেলে ৭.১ মাত্রায় কেঁপে উঠেছে নেপাল-তিব্বত সীমান্ত। ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১২৬। আহত ১৮৮। চিনা সংবাদমাধ্যমের দাবি, কেবল তিব্বতেই ৯৫ জনের মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে। গুঁড়িয়ে গিয়েছে ৩ হাজার ৬০৯টি বাড়ি। প্রসঙ্গত, ন্যাশনাল সেন্টার ফর সেসমিলজি সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকাল ৬টা ৩৫ মিনিটে প্রথম ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। কম্পনের উৎসস্থল নেপাল-তিব্বত সীমান্তের কাছে শিজ্যাং। মাটি থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে কম্পন হয় রিখটার স্কেলে ৭.১ মাত্রায়। চিনের পরিমাপে তা ৬.৮। এই কম্পনের প্রভাব পড়ে দিল্লি, বিহার-সহ উত্তর ভারতের বিরাট অংশে। একদিন পেরিয়ে গিয়েছে। চলছে উদ্ধারকাজ। কিন্তু নেপালের সীমান্তের ওই অঞ্চলে তাপমাত্রা রয়েছে হিমাঙ্কেরও নিচে। এর মধ্যেই চিনা সেনা

ধ্বংসস্তূপে আড়ালে থাকা প্রাণের খোঁজ চলছে। দিনের বেলাতেও তাপমাত্রা মাইনাস আট ডিগ্রিতে থাকছে। রাতে আরও নামছে তাপমাত্রা। ফলে এই প্রবল শৈত্য উদ্ধারকাজে প্রতিকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাঁচশোর বেশি কর্মী সেখানে উপস্থিত রয়েছে। হাজির ১০৬টি অ্যাম্বুল্যান্স। তাঁবু, খাবার, জেনারেটর পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়। সারানো হচ্ছে ভেঙে যাওয়া রাস্তা। এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল তিব্বতের টিংরি কাউন্টি। এখান থেকে মোটামুটি ৮০ কিমি দূরেই বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট। এই গোটা অঞ্চলটাই ভূমিকম্পপ্রবণ। তাই এখানে ভূমিকম্পের আশঙ্কা বেশি থাকে সব সময়ই। গত শতাব্দী থেকে ধরলে বহু ভয়াবহ ভূমিকম্পের সাক্ষী এই অঞ্চল। আসলে ভারতীয় ও ইউরেশিয়ান টেকটনিক প্লেটের মধ্যে চলতে থাকা সংঘর্ষের জন্যই এমন পরিস্থিতি।

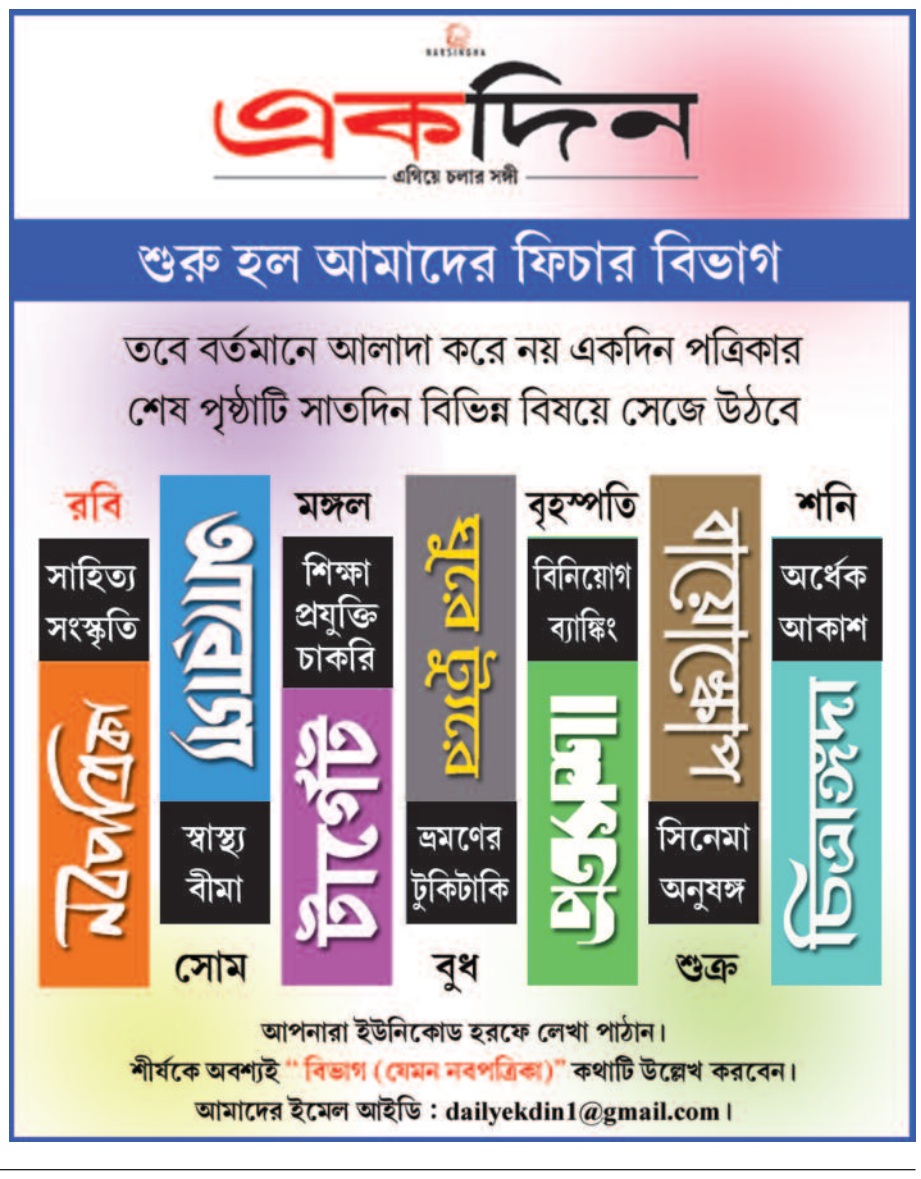

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৭/০১/২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭০ নং এফিডেভিট বলে আমি Nityananda Karmakar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bimal Chandra Karmakar ও B. Karmakar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৭/০১/২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৬৯ নং এফিডেভিট বলে Jamaluddin Piyada S/o. Abdul Samad Piyada ও Jamaluddin Piada S/o. S. Piada সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৫২১ নং এফিডেভিট বলে Barma Kumar Singh S/o. Karan Singh ও Barma Kr. Singh S/o. K. K. Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০১/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর, দঃ ২৪ পরগনা, কোর্টে ১২১৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Partha Sarathi Biswas, Partho Sarathi Biswas & Partha Sarathi ও আমার পিতা Upendra Nath Biswas, Upendranath Biswas, Upendra Nath & U. N. Biswas Late সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

04-01-25 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা নারানচন্দ্র দাস ও নারান দাস উভয়ে একই ব্যক্তি হইল। পুত্র গোপাল দাস।

নাম-পদবী

গত ০৬/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে Krishnendu Ray S/o. Chitta Ranjan Ray ও Krishnendu Roy S/o. C. R. Roy, Chittaranjan Ray সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি মৌসুমী মুখার্জী গত ইংরাজী ৮ই জুলাই, ২০২৪ তারিখে চন্দননগরস্থ ফার্স্ট ক্লাস, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে ৩৪৫৪ নং হলফনামা করিয়া মৌসুমী ঘোষ, মৌসুমী মুখার্জী ও মৌসুমী মুখার্জী (ঘোষ) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে ঘোষনা করিলাম।

নাম-পদবী

আমি সুশান্ত বিশ্বাস ০৩-০৩-২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভটে Sushanta Biswas ও Susanta Biswas উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম Susanta Biswas.

নাম-পদবী

24-12-24 এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভটে Sirajul Sardar S/o. Lt. Mochha Karim Sardar ও Sirajul Sekh S/o. M. Sekh উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম -পদবী

আমার প্রকৃত নাম **কাশেম মন্ডল**, পিতা- লুফামান মন্ডল, গ্রাম ও পোস্ট - টিকটিকি পাড়া শিবনগর, থানা - সাগরপাড়া জেলা- মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। আমার স্ত্রী আম্বিয়া বিবি এর কিছু নথি পত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত ইংরাজি 02-01.2025 তারিখে ডোমকল S.D.E.M কোর্টে 9 নং এফিডেভিট বলে আমার স্ত্রী **আম্বিয়া বিবি স্বামী-কাশেম শেখ, আম্বিয়া বিবি স্বামী- কাশেম মন্ডল ও আম্বিয়া বিবি স্বামী- কাশেম** একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিতি হইল।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ ই জানুয়ারি। বৃহস্পতি বার। দশমী তিথি, জন্মে মেষ রাশি, অষ্টোত্তরী ও, বিংশোত্তরী শুক্রর মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : অন্যের সহযোগিতা করা মহাপুণ্য। কিন্তু পুরো সময়টাই অন্যের প্রয়োজনে ব্যায় হলে-নিজের কাজ করবেন কি করে? অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৈবাহীক জীবনে শুভ। গৃহবধূদের পারিবারিক শুভ। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

বৃষ রাশি : আপনার সহজ সরলতা সমাজে প্রসংশিত হবে, এক মহালক্ষী যোগে আজ কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ। বাণিজ্যে শুভ। অর্থ বৃদ্ধির যোগ থাকলেও মঙ্গলের বিচ্ছেদ যোগে হয়তো, হ্রাস হতে পারে। দাম্পত্যে শুভ। মন্ত্রঃ শিব মন্ত্র। ত্রিপত্র বেলপাতা শুভ।

মিথুন রাশি : রোমান্টিক ভাব স্বজন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কিছু প্রাপ্তি। শুভ ব্যাক্তিকে নিয়ে জাগরিত করবেন, তবে কর্মে আলস্য থাকলে, জীবনে তা পিছিয়ে পড়বেন। কর্ম-ই প্রধান। দাম্পত্যে শুভ। প্রতিবেশীর সহযোগিতায় লাভ প্রাপ্তি। বান্ধব যোগে অতীব শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কর্কট রাশি : সতর্কতা। পরিবারের কোনও স্বজন দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। কাহার বিষয়কে কেন্দ্র করে যোগাযোগ। নারীর সাথে আলোচনা ও সুন্দর ব্যবহারে কিছু প্রাপ্তি। রান্না বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদ। শ্যালক দ্বারা উপকৃত। বান্ধব দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা কর্মে যোগাযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

সিংহ রাশি : দাম্পত্য বিবাহীত জীবনে শান্তি লাভ প্রাপ্তি- ব্যাবসায়ীদের বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা শনিদেব। সতর্ক থাকা শুভ। মুখগহ্বরের পীড়া কষ্ট বৃদ্ধি করবে। ডিভোর্স সংক্রান্ত বিষয়ে-স্বজনদের মতামত গুরুত্ব দেওয়া শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : বাণিজ্যে শুভ। উচ্চবিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে লাভ প্রাপ্তি।। বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে মঙ্গলের বাধা চলছে। বান্ধব দ্বারা অসহযোগিতায় মানষিক কষ্ট বৃদ্ধি। শ্যালক দ্বারা চতুরতা-তে কর্মে ক্ষতি। বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্যে আত্মত্যাগ প্রয়োজন। মন্ত্রঃ কালী মন্ত্রঃ।

তুলা রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যাবসায়িদের অর্থ প্রাপ্তি। আজ শুভ দিন। তবে লটারীতে অর্থ নষ্টের ইঙ্গিত। সতর্কতা। পরিবারে বিবাদ-বিতর্ক। নতুন কর্মপ্রার্থীদের ধৈয্য ধরলে শুভ। বান্ধব দ্বারা সন্ধ্যার পর হঠাৎ সমস্যা তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্রঃ।

বৃশ্চিক রাশি : ইন্সুরেন্সের কোন কাগজ পত্রাদি, দলিল হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতা। নিজ নামে নয় এমন সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ডিভোর্সের ভাবনা-দুঃশ্চিন্তা দেবে। মঙ্গলের প্রবল বাধা। আইনি বিড়ম্বনা। মন্ত্রঃ দেবী বগলা মা।

ধনু রাশি : গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। ফ্ল্যাটটা কিনেছেন- বাস্তু তো অস্থিরতা-চঞ্চলতা বৃদ্ধি করছে। বান্ধব দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। ছলনাময়ী নারী দ্বারা অর্থ কষ্টের ইঙ্গিত। বিদ্যার্থীদের অমনোযোগে-বিদ্যা নষ্টর ইঙ্গিত। মন্ত্রঃ মহাকালী, গণেশ মন্ত্রঃ।

মকর রাশি : নৈরাশ্য হতাশা কিছুটা দুশ্চিন্তার জায়গায় থাকবে পরিবার-পরিজন এবং স্বজন বান্ধবদের সঙ্গে সতর্ক থাকুন। একা ভাবছেন কেন? আপনার পরিবারের সকলেই তো আছেন। যে বান্ধব নিজ উদ্যোগে আপনার পাশে-দাঁড়িয়েছেন তাকে তো সম্মান দিতেই হবে। মন্ত্রঃ মহাকালী।

কুম্ভ রাশি : আইনি বিষয়ে জটিলতা থাকবে আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া শুভ। ডিভোর্স বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। নতুন সম্পর্কে ও জটিলতা বৃদ্ধি। বৈবাহীক জীবনে শান্তি আজ বিঘ্নিত। আপনার অন্যকে সম্মান দেওয়া ব্যবহারটি ঈশ্বর কৃপাতে শুভ হবে। কর্মে নৈরাস্য-হতাশা।

মীন রাশি : আজকের দিনটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে চলতে হবে। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে শান্তি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। কর্মে নতুন যোগাযোগ। সন্ধ্যার পর সমস্যা বৃদ্ধি-হলেও সমাধান হবে। মন্ত্রঃ- শিবমন্ত্রঃ

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

CHANGE OF NAME

I, **Chinmoya Deb** S/o Nirmal Chandra Deb residing at 43/8B, Jheel Road, Newland, P.S. : Garfa, Kolkata-700031, W.B. India have changed my name and shall henceforth be known as Chinmoy Deb as declared before the notary public at Alipore Court, Kolkata vide Affidavit No. 1/25 Dated 04/01/2025 **Chinmoya Deb** and **Chinmoy Deb** both are same and identical person.

LOST & FOUND

I Krishnendu Kishore Biswas, residing at BD/188, Street No. 117, Premises No. 22-117, New Town, Action Area - I, Kolkata - 700156 that I have lost the following two share certificates of SBI registered in my name: Certificate No. 28310 (500 share, from 7379708781 to 7379710280) and Certificate No. 28311 (30 share, from 7379710281 to 7379710310). If any body found the said document please contact on my phone number: 9748102225/9748347589

E-Tender

E- Tenders are invited by The Prodhan, Hanspukuria Gram Panchayat (Under Tehatta – II Panchayat Samity). **NIET NO. 08/2024-25.** Last date of submission **11.01.2025 up to 10a.m.** For Details Please Contact to the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Hanspukuria Gram Panchayat, Hanspukuria, Nadia.**

Tender

Sealed tender are invited by the Prodhan, Raghunathpur Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill+P.O.- Raghunathpur, Nadia. **NIT No. 10, Memo No. RGP/03, Dated- 07.01.2025** Last date of application **15.01.2025 up to 4p.m.** For details please contact the Office.

**Sd/- Prodhan,
Raghunathpur Gram Panchayat.**

E-Tender

E- tender are invited by the Prodhan, Raghunathpur Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill + P.O.- Raghunathpur, Nadia. **NIET No. 11/15 th CFC (Tied) 2024- 2025, And NIT No. 12/15 th CFC (UnTied)2024- 2025,** Last date of submission **17.01.2025 upto 6 p.m.** For details please contact the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Raghunathpur Gram Panchayat.**

E-Tender

E- Tenders are invited by the Prodhan, Madhugari Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Kachharipara, Nadia. **NIET NO. 03/15TH CFC/ Madhugari/ 2024-25,** Last date of submission **14.01.2025 up to 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Madhugari Gram Panchayat.**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমতী শিল্পা ঘোষ পাল, স্বামী শ্রী অমিতাভ ঘোষ, সাং - চাকদহ, পোঃ - মোড়া, থানা- তারকেশ্বর, জেলা- হুগলী নিবাসিনী গত ইংরাজী ১৫/০৯/২০২৩ তারিখে এ. ডি. এস.আর. হরিপাল রেজিষ্ট্রী অফিসের ৪২৭৯ নং দলিল মূলে জেলা - হুগলী, থানা - হরিপাল, সহদেব গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাধীন মৌজা গবাটী, জে.এল. নং ৬৪, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১৫৬ ভুক্ত, মোট নয়টি খতিয়ানে মোট ১৫.৭৫ শতক জমি জমা যাহা (১) সেখ ফরহাজ জমাদার, (২) সেখ আব্দুল হাফিজ জমাদার, (৩) সেখ আব্দুল রহমান জমাদার, (৪) সেখ নুর ইসলাম জমাদার, সকলের পিতা মৃত সুলতান জমাদার গণের নিযুক্ত আমমোক্তার তাহাদের ভ্রাতা সেখ মেহেবুব জমাদার, এ.ডি.এস.আর. হরিপাল অফিসের No. 3994/2022 dt. 16.08.2022 পাওয়ার দলিল মূলে ৮.৪০ শতক জমি জমা এবং স্বয়ং সেখ সেখ মেহেবুব জমাদার, সেখ আমিরুল জমাদার জাহানারা বেগম আনোয়ারা বেগম সকলের পিতা মৃত সুলতান জমাদার, আবু তাহের মোল্লা, পিতা মৃত আব্দুল সামাদ মোল্লা গণের নিকট হইতে ৭.৩৫ শতক জমি একুনে মোট ১৫.৭৫ শতক খরিদ করেন, যাহা মিউটেশান না করিয়া আমার মক্কেল সাং খেজুরিয়া, পোঃ ও থানা - হরিপাল, জেলা- হুগলী নিবাসী (১) সেখ আলামিন, (২) সেখ মোস্তাকিন, (৩) সেখ হালিমউদ্দিন, (৪) সেখ ত্বহাসিন, সকলের পিতা সেখ ইয়াসিন গণের নিকট ১০/০৯/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. হরিপাল রেজিষ্ট্রী অফিসের ৩৬৬৮/২০২৪ নং দলিল মূলে বিক্রয় করেন এবং উক্ত সম্পত্তি মিউটেশানের এর উদ্দেশ্যে যদি কার ও কোন আপত্তি থাকে তাহালে সত্বর হরিপাল ব্লকের B.L. & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

সেখ আবু জাফর (এ্যাডভোকেট)
হাই কোর্ট কলকাতা

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

**জেলা হুগলী ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত চুঁচুড়া,
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ২৯/২৩**

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা- হুগলী, পোস্ট ও থানা- বলাগড়ের অধীন মন্দিরতলা নিবাসী অধুনামৃত **সমর মুখার্জ্জী**, পিতা- ৺অমূল্য মুখার্জ্জী, গত ইংরেজীর- ০৬/০২/২০২৩ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। উক্ত অধুনামৃত সমর মুখার্জ্জী জীবিত কালে তিনি কিছু এস্টেট রাখিয়া গিয়াছেন যাহা নিম্নক্ত তপশীলে বিষদভাবে বর্ণিত করে হইল। ঐ এস্টেট সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য অধুনামৃত সমর মুখার্জ্জীর মেয়ে **দোলন মুখার্জ্জী**, সাকিম- মন্দিরতলা, পোস্ট ও থানা - বলাগড়, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৫০১ নিবাসী ভারতীয় সাকসেশন এ্যাক্টের ৩৭২ ধারা মতে অত্র মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

এক্ষণে উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে কাহারও কোনো আপত্তি থাকলে তিনি স্বয়ং বা নিযুক্তীয় উকিল বাবু মারফত আদালতে ৩০ দিনের মধ্যে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় উক্ত সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার মোকর্দ্দমা একতরফা শুনানি হইয়া উপযুক্ত আদেশ প্রচার হইবে।

॥ তপশীল ॥

অধুনামৃত **সমর মুখার্জ্জী**, পিতা- অমূল্য মুখার্জ্জী, সাকিম- গ্রাম- মন্দিরতলা, পোস্ট ও থানা- বলাগড়, জেলা-হুগলী, নিবাসীর নামাঙ্কিত গ্র্যাচুয়িটি যাহার মূল্য ১৩৭৯৯০.২৫ টাকা এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড যার মূল্য ৪৫৮৩১৩ টাকা যাহা এল.আই.সি. লিমিটেড পি এস পি ডি ইউনিট, ত্রিবেনী P.O.- তে রহিয়াছে।

শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলী ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত চুঁচুড়া

NOTICE

In the Second Court of Ld. Civil Judge (Sr. Division), Hooghly at Chinsurah
Title Suit No.: 378 of 2022
Shri Nilmoni Hom and another ......plaintiffs
Vs
Smt. Pinki Dey Sharma @ Pinki Sharma Dey and others ......Defendants

Notice is hereby given to **Smt. Pinki Dey Sharma @ Pinki Sharma Dey**, wife of Shri Dipak Dey, residing at Mahamaya Colony, P.O. Chinsurah RS, P.S.: Chinsurah, District: Hooghly, Pin: 712102 that the plaintiffs namely **(1) Shri Nilmoni Hom** son of late Anil Chandra Hom **(2) Smt. Pinky Hom**, wife of Shri Nilmoni Hom both are resident of Doctor's Lane, P.O. & P.S. Chinsurah, District: Hooghly, Pin: 712 101 has filed a Suit for declaration, cancellation of deed, permanent injunction and recovery of possession on 05.12.2022 before the Ld. Court and you are avoiding the summons in your above address. If you have any objection/claim in this regard, you may appear within 30 days from the date of publication personally or through your advocate otherwise the suit will proceed as per law.

SCHEDULE-'A'

District: Hooghly, ADSR, Sadar, Hooghly, Mouza: Purushottambati, J.L. no.70, appertaining R.S. and L.R. Plot no. 542, L.R. Khatian no. 113/2 (Nilmoni Hom) and 131/5 (Pinki Hom) having an area of 0.06 acre of land with classification of land Bastu (after conversion) with factory shed, machineries and structures standing thereon and the said property is situated within the ambit of Sugandha Gram Panchayet.

Prepared by me
**Sandip Kumar Dutta
(Advocate)**
Charan Singh (Sheristadar)
Civil Judge, (Sr. Divn.)
2nd Court Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী মহামান্য সিভিল জজ, জুনিয়ার ডিভিশন, অতিরিক্ত আদালত, চুঁচুড়া
রেফা :- মিস কেস নং- ৫৭/২২,
উদ্ভুত দেওয়ানী জারী মোকর্দ্দমা নং - ৮/১৯৮৫, উদ্ভুত দেওয়ানী মোকর্দ্দমা - ১৫১/১৯৮১)
দরখাস্তকারী :-শ্রীশ্রী ঈশ্বর অন্নপূর্ণা মাতা, দীং
বনাম

অপরপক্ষ :- কুমার প্রসন্ন মুখার্জ্জী, দীং, (২) কামাক্ষা প্রসাদ মুখার্জী, পিতা- প্রয়াত বিভূতি মুখার্জী, সাকিম - টাটা দেবী (স্টোর কিপার),খড়্গপুর, পো:- খড়্গপুর, জেলা- মেদিনীপুর, পিন – ৭২১৩০১, **(৩) শ্রীমতী আশা চ্যাটার্জ্জী**, পিতা শ্রী সুশীল চ্যাটার্জ্জী, সাকিম - পি- ৫, ডালমিয়া তালা লেন, পোঃ - বিডন স্ট্রীট, কলকাতা – ৭০০০০৬, **(৬) শ্রীমতী সুলতা ব্যানার্জ্জী**, স্বামী- শ্রী মনোরঞ্জন ব্যানার্জ্জী, সাকিম - শ্যামনগর বাবুঘাট, পোষ্ট – শ্যামনগর, জেলা - ২৪ পরগনা, পিন – ৭৪৩১২৭, **(৭) শ্রীমতী ছায়া চ্যাটার্জ্জী**,স্বামী- শ্রী গোপাল চ্যাটার্জ্জী, সাকিম -বাবুগঞ্জ, থানা-চুঁচুড়া, পোস্ট ও জেলা – হুগলী, পিন – ৭১২১০৩, **(৮) শ্রীমতী মঞ্জু চ্যাটার্জ্জী** , স্বামী- শ্রী অরুন চ্যাটার্জ্জী, সাকিম - ৫৯৬/৩ আর. বি. সি. রোড, পোঃ-গরিফা, থানা-নৈহাটী, জেলা – উঃ ২৪ পরগনা, পিন – ৭৪৩১৬৬।

এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা মাতা, শ্রীশ্রী ঈশ্বর শিব শঙ্কর জীউ, শ্রীশ্রী ঈশ্বর গোবিন্দ দেব জীউ, শ্রীশ্রী ঈশ্বর রাধারানী ঠাকুরানী, শ্রীশ্রী ঈশ্বর অনন্ত দেব জীউ এর তরফ সেবায়েত **শ্রী অরুন কুমার নন্দী**, সাকিম - মোগলপুরা লেন, পোঃ ও জেলা - হুগলী, পিন ৭১২১০৩, উক্ত অপরাপর ব্যাক্তির সহিত ১৯৮১ সালের ১৫১ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমার ডিক্রী মোতাবেক - দেওয়ানী ১৯৮৫ সালের ৮নং জারী মোকর্দ্দমায় দরখাস্তকারীর স্টেপস না লইবার কারনে খারিজ হইবার পরে উপরোক্ত মিস কেস মোকর্দ্দমা জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া ৭নং জে.এল. মৌজা কেওটা সি.এস. খতিয়ান নং ১৪২৯, ৫৩৫৬ নং দাগে অন্নপূর্ণা সিনেমা হাউসের পশ্চিমে ৬নং আর.টি. শেড প্রেমিসেস সম্পত্তি লইয়া আপনাদের বিরুদ্ধে রজু হইয়াছে। উক্ত নং মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনাদের কোনরূপ বক্তব্য থাকিলে আপনি স্বয়ং বা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা অত্র আদালতে আসিয়া দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন - মোতাবেক দরখাস্তকারীর অনুকূলে মোকর্দ্দমা মঞ্জুর হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
শীর্ষেন্দু বন্দোপাধ্যায়
(এ্যাডভোকেট)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সৌমিত্র চক্রবর্ত্তী (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলী মহামান্য সিভিল জজ,
জুনিয়ার ডিভিশন, অতিরিক্ত আদালত, চুঁচুড়া

NOTICE

This is to notified to all that my Client SUNANDA DAB PAL W/o. Sri Manoj Pal of Subhaspally, P.O. & P.S. & Dist.- Jhargram, W.B. purchased 4.27 Decimals of Land in Mouza- Bamda, J.L. No.- 364, L.R. Khatian No.- 324, L.R. Plot No.-331 from Animesh Satpathi (Attorney of Haridas Singha) vide P.O. A. No.- 2336/2020 Dt.- 10/11/2020 of A.D.S.R.O, Jhargram by dint of a Regd. Sale Deed being No.- 4700/23 Dt.- 28/12/2023 of D.S.R.O. Jhargram. My said Client has filed application for mutation for her purchased area before B.L. & L.R.O., Jhargram, if anyone has/have any Objection for mutation of the said area please raise objection within 15 (fifteen) days after publication of this notice.

**Mr.Tarun Kar
Advocate
Jhargram Court
Reg: F 1683/14
M- 9800386003**

NOTICE

This is to notified to all that my Client SANATAN DAB S/o. Sri Amal Dab of Bachurdoba, P.O. & P.S. & Dist.- Jhargram, W.B. purchased 4.34 Decimals of Land in Mouza-Bamda, J.L. No.-364, L.R. Khatian No.- 324, L.R. Plot No.-331 from Animesh Satpathi (Attorney of Haridas Singha) vide P.O. A. No.- 2336/2020 Dt.- 10/11/2020 of A.D.S.R.O, Jhargram by dint of a Regd. Sale Deed being No.- 1935/23 Dt.- 17/10/2023 of A.D.S.R.O. Jhargram. My said Client has filed application for mutation for his purchased area before B.L. & L.R.O., Jhargram, if anyone has/have any Objection for mutation of the said area please raise objection within 15 (fifteen) days after publication of this notice.

**Mr.Tarun Kar
Advocate
Jhargram Court
Reg: F 1683/14
M- 9800386003**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

'বাংলা শস্য বিমা' প্রকল্পের অধীনস্থ কৃষকদের অর্থ দেওয়ার কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'বাংলা শস্য বিমা' প্রকল্পের আওতায় ৯ লক্ষ কৃষককে অর্থ সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মতো কাজ শুরু করল নবান্ন। সম্প্রতি কৃষকদের আর্থিক সাহায্যের এই বার্তা নিজেই তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, গত বছর রাজ্য একাধিক বার প্রতিকূল আবহাওয়ার কবলে পড়েছিল। দক্ষিণবঙ্গের হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যার জলে প্লাবিত হয়। বিঘার পর বিঘা চাষের জমি বন্যার জলে ডুবে থাকে দীর্ঘ সময়। ধান-সহ অন্যান্য মরশুমি ফসল মাঠেই নষ্ট হয়েছিল। পুজোর আগে এই বন্যায় মাথায় হাত পড়েছিল কৃষকদের। প্রচুর আর্থিক ক্ষতির সামনে পড়েছিলেন বাংলার কৃষকরা। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও কৃষকদের একই সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী নিজে কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছিলেন। বছরের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে টুইট করলেন। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, 'অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, 'বাংলা শস্য বিমা' প্রকল্পের আওতায় আমরা বাংলার ৯ লক্ষ কৃষককে সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ৩৫০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান শুরু করলাম। চলতি খরিফ মরসুমে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে যে সকল কৃষকের চাষের ক্ষতি হয়েছিল, তাঁদের এই সহায়তা করা হচ্ছে। ফসলের বিমার জন্য কৃষকদের কোনও টাকাও দিতে হচ্ছে না। কারণ, আলু, আখ সহ সব ফসলের প্রিমিয়ামের পুরো টাকাই রাজ্য সরকার দেয়।' মুখ্যমন্ত্রী আরও লেখেন, 'এটা আমাদের গর্ব যে, ২০১৯ সালে চালু হবার পর থেকে কেবলমাত্র 'বাংলা শস্য বিমা' প্রকল্পেই আমাদের সরকার ১ কোটি ১২ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে মোট ৩ হাজার ৫৬২ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করেছে। আমরা বরাবর বাংলার কৃষকদের পাশে ছিলাম, পাশে আছি, পাশে থাকব।'

আজ দক্ষিণ কলকাতায় শুভেন্দুর পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি আলিপুর চিড়িয়াখানার পাশে বিগ বাজার করার জন্য জমি তুলে দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মন্ত্রীসভার বৈঠক থেকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আলিপুর চিড়িয়াখানার জমিকে বাণিজ্যিক স্বার্থে বিক্রি করার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার রবীন্দ্র সদন থেকে ন্যাশনাল লাইব্রেরি পর্যন্ত মিছিল করার ডাক দিয়েছে বিজেপি দক্ষিণ কলকাতার সাংগঠনিক জেলার সদস্যরা। এই পদযাত্রায় সামিল থাকবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।

শিশুদের সঙ্গে নতুন বছর উদযাপনে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবছর ৬ জানুয়ারি শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সঙ্গে নতুন বছর উদযাপন করে। প্রতি বছর নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স শিশুদের নিয়ে আনন্দ ও উল্লাসের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানটি করে থাকে। এবছরও এই হেরিটেজ জুয়েলারি হাউস গুরুকুল শিশু নিবাসের শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোর মাধ্যমে ইংরাজি নববর্ষ উদযাপন করে।

এই দিন শৈশবের আনন্দ মেখে শিশুরা নিজের মতো করে গান ও নাচ করে। তাদের সুপ্ত প্রতিভা তুলে ধরার জন্য এমনই একটি মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়েছিল। এরসঙ্গে শিশুরা যাতে অনেক আনন্দ উপভোগ করতে পারে তাই তাদের জন্য ছিল অনেক রকমের খেলা। এর উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের এমন সুযোগ করে দেওয়া যাতে তারা মন থেকে আনন্দের সঙ্গে দিনটি কাটাতে পারে। শিশুদের জন্য নানা উপহারও রাখা হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল পড়াশোনার সামগ্রী, খেলাধুলার সামগ্রী, তাদের পছন্দের ও পুষ্টির জোগান দেবে এমন কিছু খাবার, কেক এবং চকলেট।

এদিন বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন স্বামী গিরিজানন্দজি মহারাজ। সাথে ছিলেন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর অর্পিতা ও রূপক সাহা। স্বামী গিরিজানন্দজি মহারাজ শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের এই বিশেষ উদ্যোগের জন্য আশীর্বাদ করেন এবং ভবিষ্যতে সমাজের ভালোর জন্য যে সব প্রকল্পের ভাবনা প্রতিষ্ঠানের রয়েছে তার জন্যও মঙ্গল কামনা করেন। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর কর্ণধার রূপক সাহা বলেন, 'আমরা এমন এক প্রতিষ্ঠান যারা জুয়েলারি শোরুমের চার দেওয়ালের বাইরে সবসময় কিছু করার প্রয়াস করি। সমাজের যে কোনও প্রয়োজনে সবসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি।' শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের আরেক কর্ণধার অর্পিতা সাহা বলেন, 'আমরা সর্বদা অসহায়, পরিত্যক্ত, আশ্রয়হীন নারী ও শিশুদের উদ্ধারে সহায়তামূলক উদ্যোগের পাশে থাকার চেষ্টা করি। আনন্দে মন ভরে থাকা শিশুদের মুখে হাসিই বলে দিচ্ছে এই বছর আমাদের নতুন বছর উদযাপন তারা কতটা উপভোগ করেছে। ওদের দেখে আমরাও খুশি।' শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের নববর্ষ উদযাপণের শেষ পর্বে ছিল রাতে পথবাসীদের জন্য কম্বল ও শুকনো খাবার বিতরণ।

রাস্তা সারানোর দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া সাঁকরাইল স্টেশন থেকে মানিকপুর প্রায় ৬ কিলোমিটার রাস্তা গত তিন বছর ধরে ভাঙাচোরা জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ভাঙাচোরা রাস্তায় পথ চলতি এলাকার মানুষ কখনও মুখ থুবড়ে পড়ছে, ভাঙছে হাত-পা এবং অসুস্থ রোগী থেকে প্রসূতিকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পরিবারের লোকেরা খাচ্ছে হিমশিম। সাঁকরাইলের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ এই রাস্তা দিয়েই প্রতিদিন যাতায়াত করেন হাওড়া বা কলকাতার উদ্দেশ্যে। বারবার বিডিও থেকে এলাকার এম এল এ প্রিয়া পাল কে জানিয়েও কোনরকম ফল হয়নি। অবশেষে মরিয়া হয়ে এলাকার মানুষ আজ সাঁকরাইলে তিন কপাটি পোলের কাছে রাস্তায় অবরোধ শুরু করেন। তাদের, একটাই দাবি এলাকার এই রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হোক। প্রায় ঘণ্টাখানেক অবরোধের পরে সাকরাইল থানার পুলিশ এসে সরিয়ে দেন অবরোধকারীদের। কিন্তু কোনরকম এই রাস্তা কবে সারানো হবে তার কোনো রকম প্রতিশ্রুতি দিতে পারিনি প্রশাসন। প্রাথমিকভাবে ১৫ দিন সময় চেয়েছেন এই রাস্তা সারিয়ে দেওয়ার যদি না সারানো হয় তবে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে জানিয়েছেন এলাকার মানুষ।

টিকিয়াপাড়া বিরিয়ানির দোকানে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া থানা অন্তর্গত টিকিয়াপাড়া এলাকায় ১০০ নম্বর বৈরাগী লেনে একটি বিরিয়ানির দোকানে আগুন লাগে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার আনুমানিক রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হাওড়া থানার পুলিশ এবং দমকল আধিকারিকরা। গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন লাগে বলে প্রাথমিক অনুমান।

২০ লক্ষ টাকার জাল নোট-সহ এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে ২০ লক্ষ টাকার জাল নোট-সহ এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কুম্ভীরা এলাকায় অভিযান চালায় সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ। ওই এলাকার একটি বাড়ি থেকেই বিপুল পরিমাণ জাল নোট-সহ ওই পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ১৯ লক্ষ টাকার ৫০০ টাকার জালনোট এবং ১ লক্ষ টাকা ২০০ টাকার জালনোট। এই জালনোটগুলি সীমান্তের ওপার থেকে সংগ্রহ করে থাকতে পারে অভিযুক্ত পাচারকারী বলেও ধারণা পুলিশের। বুধবার ধৃতকে পুলিশি হেপাজতে নেওয়ার জন্য মালদা আদালতে পেশ করে তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম রুবেল শেখ। তার বাড়ি কুম্ভীরা এলাকায়। ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বৈষ্ণবনগরে থানার বাখরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের সুকদেবপুরে বর্ডার গার্ড অফ বাংলাদেশ বিজিবি এবং বিএসএফের মধ্যে ফেন্সিং নিয়ে যে গোলমাল বেঁধেছিল, তার ঠিক পাঁচ কিলোমিটার দূরেই রয়েছে এই কুম্ভীরা গ্রামটি। ওই গ্রামের বাড়ি থেকেই রুবেল শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত পাচারকারী তার বাড়িতেই ২০ লক্ষ টাকার জাল নোট মজুত করে রেখেছিল। সেগুলি হয়তো ভিন রাজ্যে পাচার করার পরিকল্পনা ছিল ধৃত রুবেল শেখের। কিন্তু গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়েই বাড়ি থেকে জাল নোট সহ হাতেনাতে ওই পাচারকারীকে ধরে ফেলে।

পুলিশ জানিয়েছে, বিগত কয়েক বছরের মধ্যে এত বিপুল পরিমাণ জালনোট বৈষ্ণবনগরের উদ্ধার হয়নি। ৫০০ এবং ২০০ টাকার জালনোটগুলি অত্যন্ত উন্নতমানের বলেও জানিয়েছে পুলিশ।

হাওড়ায় বিপুল জাল নথি উদ্ধার, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল হাওড়ার টিকিয়াপাড়া থানা এলাকার নূর মোহাম্মদ মুন্সি লেনের একটি বহুতলের শীর্ষ তলায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ জাল নথি উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের ফাঁকা জন্ম শংসাপত্র। মৃত্যুর শংসাপত্র, ফাঁকা মার্কসিট, ফাঁকা ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, আন্তর্জাতিক ড্রাইভিং লাইসেন্স, ফাঁকা এডমিট কার্ড, ফাঁকা প্রগ্রেস রিপোর্ট কার্ড, স্ট্যাম্প পেপার, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, নাম্বারিং স্ট্যাম্প, মাইক্রোচিপ সম্মিলিত ফাঁকা কার্ড, বিভিন্ন প্রকারে রবার স্ট্যাম্প উদ্ধার করেন হাওড়া গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ কর্তারা। একইসঙ্গে বিশ্বজিৎ দে এবং মোহাম্মদ ফারুক আনসারি নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি ২০২৫, ২৩ পৌষ, বৃহস্পতিবার

গাড়ি বাতিল মেয়াদ বৃদ্ধির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলুদ ট্যাক্সির মালিকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: হলুদ ট্যাক্সিকে বাঁচাতে এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হলেন ট্যাক্সি মালিকেরা। দাবি, গাড়ি বাতিলের মেয়াদ ১৫ বছরের থেকে বাড়িয়ে ২০ করার। একইসঙ্গে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর সঙ্গে বৈঠক করেন এআইটিইউসি অনুমোদিত ট্যাক্সি সংগঠনের প্রতিনিধিরাও। এই বৈঠকে পরিবহণমন্ত্রী তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বলেই জানিয়েছেন ট্যাক্সি মালিকেরা। তাঁরা জানান, আদালতের যে রায়, তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার তাদের পাশে থাকবে।

এদিকে আদালতের নিয়ম মেনে হলুদ ট্যাক্সিই এখন বন্ধের পথে। পনেরো বছরের অনেক বেশিই বয়স হয়ে গিয়েছে অধিকাংশ গাড়িরই। ফলে ক্রমেই একের পর এক বসে যাচ্ছে অ্যাম্বাসডর। আর ওই কোম্পানিও নতুন করে গাড়ি তৈরি করছে না। ফলে ক্রমশই বিলুপ্তির পথে হলুদ ট্যাক্সি। কমতে কমতে এখ ন আড়াই হাজার গাড়ি রাস্তায় নামে। সেগুলোও যাতে উঠে না যায়, তাই হলুদ ট্যাক্সিকে বাঁচাতে রাজ্যের মুখ ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন ট্যাক্সি চালকরা।

পনেরো বছরের নিয়ম মেনে এই ট্যাক্সি বসে গেলেও তাঁদের দাবি, ওই পারমিটে নতুন গাড়ি নামাতে দেওয়া হোক। তার রংও হোক হলুদ। চারজন যাত্রী বসতে পারবে এমন গাড়ি নামানোরই ছাড়পত্র দেওয়া হোক। এআইটিইউসি অনুমোদিত ট্যাক্সি সংগঠনের তরফে এই চিঠি দেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। সংগঠনের আহ্বায়ক নওয়ালকিশোর শ্রীবাস্তব জানান, 'হলুদ ট্যাক্সি হল শহরের হেরিটেজ যান। এরসঙ্গে কলকাতার নস্টালজিয়া জড়িয়ে রয়েছে। ফলে এটাকে উঠিয়ে দেওয়া ঠিক না। তাই হলুদ ট্যাক্সি বাঁচাতে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছি।'

সন্দেশখালির নির্যাতিতাকে পুলিশি নিরাপত্তার নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিতে এক মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হলেও এখনও অধরা অভিযুক্তরা। এই মর্মে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নির্যাতিতা। আদালতে তিনি জানান, প্রাণহানির আশঙ্কা করছেন তিনি। বুধবার ছিল এই মামলার শুনানি। আর এই ঘটনায় এখনই নির্যাতিতার বাড়িতে ২৪ ঘণ্টার পুলিশি নিরাপত্তা দিতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের। আদালত সূত্রে খবর, আগামী সোমবার পরবর্তী শুনানি। এইদিন তদন্তে অগ্রগতির রিপোর্ট দিতে হবে পুলিশকে। এ দিন, রাজ্যের তরফে দাবি করা হয়েছে, তদন্ত এগিয়েছে। চার্জশিট দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, ওই নির্যাতিতা মঙ্গলবার অভিযোগ করেছিলেন স্থানীয় ব্লক তৃণমূল নেতা ও তাঁর দলবল অত্যাচার চালিয়েছে তাঁর উপর। এরপর সন্দেশখালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। তবে এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। উল্টে এফআইআর তুলে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। ভয়ে হাইকোর্টে দ্বারস্থ হন নির্যাতিতা। এই প্রসঙ্গে নির্যাতিতা এও জানান, 'আমি সন্দেশখালি পুলিশ স্টেশনে অভিযোগ দায়ের করেছি ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। নানাভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। আমায় থ্রেট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুলিশ কোনও ভূমিকা গ্রহণ করেনি। তাই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি। আমি চাই দোষীরা উপযুক্ত সাজা পাক। উনি অসামাজিক। এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

মমতা সরকারের হাল ইউনূস সরকারের মতোই, কটাক্ষ অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরানো একটি মামলায় বুধবার প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিংকে তলব করেছিল ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ। অপরদিকে একই দিনে পুরানো একটি মামলায় প্রাক্তন সাংসদের ছেলে তথা ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং-কে তলব করেছিল সিআইডি। যদিও এদিন দুজনেই হাজিরা এড়ালেন। সময় চেয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তাঁরা ইমেল মারফত চিঠি পাঠিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বুধবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, শারীরিক অসুস্থতার পাশাপাশি ওই মামলা কলকাতা হাইকোর্টে 'মুলতবি' আছে। তাই তিনি হাজিরা দিতে গেলেন না। তাঁর ছেলে পবনের এদিন অন্য একটি মামলায় সাক্ষ্য রয়েছে। তাঁর দাবি, প্রতিহিংসা মূলক কাজ করছে মমতার সরকার। যেহেতু তাঁরা বিরোধী দলে আছেন। সেহেতু তাঁদের হেনস্থা করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, বাংলার মানুষ বিজেপির সঙ্গে আছে।

তাছাড়া মোদীজীর আশীর্বাদ রয়েছে। এই লড়াইতে তাঁরা নিশ্চিতভাবে জয়লাভ করবেন। তাঁর কটাক্ষ, 'মমতা সরকারের হাল হয়ে গেছে ইউনূস সরকারের মতোই।' প্রসঙ্গত, পবনের তলবের সময় ঘিরে বিতর্কের দানা বেঁধেছে। নোটিশে বেলা সাড়ে বারোটার পরিবর্তে রাত সাড়ে বারোটার উল্লেখ রয়েছে। এপ্রসঙ্গে গেরুয়া শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিংয়ের কটাক্ষ, পুলিশ দলদাস হয়ে কাজ করতে করতে এএম এবং পিএম বুঝতে পারছে না। তাছাড়া চটি চাটতে গেলে তো আর আইন বোঝার দরকারও নেই। অর্জুনের হুঁশিয়ারি, যেদিন সময় পাল্টাবে, সেদিন আজকের 'দলদাস পুলিশ' অবসর নিলেও, তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তলব নিয়ে ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, অন্য একটি মামলায় এদিন তাঁর ব্যাঙ্কশাল কোর্টে সাক্ষ্য রয়েছে। তাই তিনি হাজিরা দিতে যাবেন না। পরবর্তী সময় চেয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

পুলিশের নজরে পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্রের আধিকারিকদের একাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার পুলিশের নজরে পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্রের ভেরিফাইং এবং গ্র্যান্টিং অফিসারের একাংশ। আর সেই কারণেই এলাকার পাসপোর্ট অফিসে চিঠি গেল লালবাজারের তরফ থেকে। এদিকে বাংলাদেশ অশান্ত হওয়ার পরই বেড়েছে অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা। এমনই এক প্রেক্ষিতে সামনে এসেছে পাসপোর্ট জালিয়াতি চক্রের রমরমা। একজনকে গ্রেপ্তার করতেই হদিশ মিলেছে একাধিক অভিযুক্তের। তবে এবার পুরো জাল পাসপোর্ট তৈরির চক্রের হদিশ পেতে মরিয়া রাজ্য পুলিশ। তদন্তকারীদের ধারণা, এই জালিয়াতির নেপথ্যে থাকতে পারেন পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্রের ভেরিফাইং এবং গ্র্যান্টিং অফিসারদের একাংশ। সেই কারণেই, চিঠি দিয়ে রাজ্যের পাঁচ পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্রের

ভেরিফাইং অফিসার ও গ্র্যান্টিং অফিসারদের নামের তালিকা চেয়েছে লালবাজার। তদন্তের স্বার্থে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে খবর। জানা গিয়েছে, অনলাইনে আবেদনের সময় ১৫০০ টাকা দিতে হয় আবেদনকারীদের, যে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা এসেছে তার নম্বর-সহ বিস্তারিত তথ্যও চাওয়া হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফে।

উল্লেখ্য, আপাতত পাঁচটি পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র রয়েছে। যে পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্রে আবেদনকারীর নথি জমা পড়ার পর সেখানে তা ভেরিফাই করেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। রি-ভেরিফিকেশনের পর পোর্টালে আপলোড করা হয় নথি। পরে তা রিজিওনাল পাসপোর্ট অফিসে চেক করার পর পুলিশ ভেরিফিকেশনে পাঠানো হয়।

এইচএমপি ভাইরাসে আক্রান্ত বিধায়কের শিশু কন্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মানিকতলার তৃণমূল বিধায়ক সুপ্তি পান্ডের নাতনিও আক্রান্ত হয়েছে এইচএমপি ভাইরাসে। সুপ্তির মেয়ে শ্রেয়া পান্ডে নিজে ভিডিয়ো বার্তাতেই এমনটা জানিয়েছেন। সঙ্গে এও জানান, বাড়িতে রেখেই চিকিৎসকের পরামর্শে ছ'বছরের মেয়েকে চিকিৎসা করান শ্রেয়া। বর্তমানে সুস্থ তাঁর মেয়ে। একইসঙ্গে তিনি এদিন এ বার্তাও দেন, অকারণে আতঙ্কিত না হওয়ার। সঙ্গে এরপরই পরীক্ষা হয়। একইসঙ্গে হয় 'বায়োফায়ার রেসপিরেটরি প্যানেল ২.১' পরীক্ষাও। এই পরীক্ষায় সব রকমই ভাইরাস ধরা পড়ে। তখনই জানতে পারেন তাঁর মেয়ে এইচএমপি আক্রান্ত।

মেয়ের এই অসুস্থতা প্রসঙ্গে শ্রেয়া এও জানান, 'প্রথমে আমিও ভয় পেয়েছিলাম। বাড়িতে রেখে ওকে ভিটামিন সি খাওয়াই। গলা খ াবার খাওয়াই। সঙ্গে সেদ্ধ খাচ্ছিল। ওষুধের জন্য ঝিমিয়ে পড়ছিল। তবে

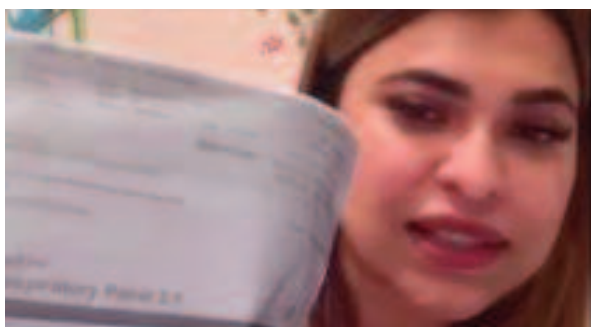

এও জানান, এর জন্য কোয়ারেন্টিন থাকারও কোনও প্রয়োজন নেই। এরই পাশাপাশি ওই ভিডিয়ো বার্তায় শ্রেয়া এও জানান, ১৫ই ডিসেম্বর থেকেই তাঁর সন্তানের শরীর ভাল ছিল না। বুকে কফ জমেছিল। খাবার খেতে চাইছিল না। তখনই সন্দেহ করেন শ্রেয়া। তাঁর মনে হয়েছিল সাধারণ সর্দি কাশির থেকে বিষয়টি একটু হয়ত আলাদা। ও পড়াশোনা করেছে। খেলাধুলো করেছে। আমি বলছি, যেহেতু এটি নতুন ভাইরাস তাই মানুষ ভয় পাচ্ছে। তবে এটা নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। অযথা আতঙ্কিত হবেন না।' এদিকে সোমবার কলকাতায় আরও এক শিশুর এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসে। বর্তমানে সে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছে।

শহরে শিশু পাচার চক্রের হদিশ, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহর ও শহরতলিজুড়ে বিরাট শিশুপাচার চক্রের হদিশ পেল পুলিশ। মাস দুয়েক আগে শালিমার স্টেশন থেকে শিশুকন্যা-সহ দম্পতিকে গ্রেপ্তারের পর সোমবার নাগেরবাজার এলাকা থেকে একই অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় আরও এক দম্পতিকে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা পাচারকারীদের কাছ থেকে দু'মাসের শিশুকন্যাকে কিনেছেন। এরপরই তাঁদের থেকে শিশুকন্যাটি উদ্ধার হয়। এরপর শিশুকন্যাটিকে প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। এদিকে দম্পতিকে জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

এদিকে সিআইডি সূত্রে খবর, ধৃত দম্পতির নাম বিজয় ও নেহা সাঁওতালিয়া। তাঁরা নাগেরবাজার থানা এলাকার যশোর রোডের ধারে এক আবাসনের বাসিন্দা। বিজয় একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। তাঁদের সাত বছরের এক পুত্র সন্তান রয়েছে। কিছুদিন আগে নেহা গর্ভবতী হন। তবে শারীরিক সমস্যার কারণে তাঁর গর্ভপাত হয়। চিকিৎসকরা জানান, তিনি আর সন্তান জন্ম দিতে পারবেন না। কিন্তু দম্পতির কন্যা সন্তানের অভিভাবক হওয়ার ইচ্ছা ছিল। এরপরই শিশুপাচার চক্রের সদস্য জ্যোৎস্না নামের এক মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ করেন দম্পতি। এদের মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করেন বিশাল নামের এক যুবক। এই জ্যোৎস্না গ্রেপ্তার করেন গোয়েন্দারা। তবে বিশাল ও তার এক সঙ্গী জুলির খোঁজ করছে সিআইডি।

এদিকে সিআইডি সূত্রে এ খ বরও মিলছে, গত নভেম্বর মাসে সাঁতরাগাছি স্টেশনে এক শিশুকন্যা-সহ মানিক ও মুকুল হালদার নামে এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই প্রথমে শিশুপাচার চক্রের হদিশ পান গোয়েন্দারা। শিশুটিকে পাটনা থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল। বিক্রি করার ছক ছিল। ধৃত মানিক শিশু পাচারের জন্য ফেসবুকে একটি গ্রুপও খোলে বলে জানিয়েছে সিআইডি। দুজনকে জেরা করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জ্যোৎস্নাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে জেরা করেই নাগেরবাজারের এই দম্পতির খোঁজ পাওয়া যায়। এবং উঠে আসে আরও এক পাচারকারীর নাম।

সিআইডির দাবি, ধৃত জ্যোৎস্না এও জানিয়েছে নাগেরবাজারে দম্পতিকে শিশু বিক্রি করায় তাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করে বিশাল। ৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে শিশুটিকে বিক্রি করা হয়। সিআইডির দাবি, বিশাল ও জুলিকে গ্রেপ্তারের পরই জানা যাবে এই চক্র কতদূর ছড়িয়ে। এর আগে বিশাল অনেক শিশুকে বিক্রি করেছে বলে দাবি রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের।

সমবায় ব্যাঙ্কে সন্দাহজনক অ্যাকাউন্টের তালিকা চাইল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘদিন টাকা আদান-প্রদান হয়নি এমন কত অ্যাকাউন্ট ব্যাঙ্কে রয়েছে বা কতগুলো অ্যাকাউন্ট থেকে বড় অঙ্কের টাকা লেনদেন হয়েছে, এইসমস্ত যাবতীয় তথ্য রাজ্যের সমস্ত সমবায় ব্যাঙ্কগুলোর থেকে চেয়ে পাঠানো হল রাজ্যের তরফ থেকে। আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে সমস্ত তথ্য এই বিষয়ে জমা দিতে হবে বলে জানানো হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, এবিষয়ে একটি বৈঠক করেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, সমস্ত সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে সন্দেহজনক অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে পঞ্চায়েতমন্ত্রী জানান, 'সমস্ত ব্যাঙ্ককে বলা হয়েছে, ১৫ জানুয়ারির মধ্যে অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য জমা দেওয়ার জন্য। আমরা দেখব, সেখানে কতগুলো অ্যাকাউন্টে গত কয়েকমাসে সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে, কোন অ্যাকাউন্টে দীর্ঘদিন কোনও লেনদেন হয়নি ইত্যাদি বিষয়গুলো।

তাঁর কথায়, রাজ্যের নিজস্ব যে প্রকল্পগুলো রয়েছে, সেগুলোতে সমবায় ব্যাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পর 'কালো টাকা' উদ্ধারে কোমর বেঁধে নেমেছে নবান্ন। গত বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে অনেক ভুয়ো অ্যাকাউন্টে হিসেব বহির্ভূত টাকা রয়েছে। তদন্ত করে সেই টাকা উদ্ধারের নির্দেশ দেন তিনি। সেই মতো রাজ্যের ছোট-বড় প্রতিটি সমবায় ব্যাঙ্কে গত ২২ মাসে একলপ্তে বড়সড় অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের যাবতীয় তথ্য চেয়ে নির্দেশিকা জারি হয়েছে। এদিকে বর্তমানে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের কেওয়াইসি বাধ্যতামূলক। সমবায় ব্যাঙ্কগুলির গ্রাহকদের মধ্যে কত জনের কেওয়াইসি নেই, তাও জানাতে হবে এই ১৫ জানুয়ারির মধ্যে। যাঁদের কেওয়াইসি নেই, আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাদের আধার যাচাই সহ কেওয়াইসি সংক্রান্ত কাজ শেষ করে ফেলতে হবে বলে জানানো হয়েছে।

গোষ্ঠী কাজিয়ায় টিটাগড় পুরসভায়, ভন্ডুল বোর্ড মিটিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোষ্ঠী কাজিয়ার জেরে তৃণমূল পরিচালিত টিটাগড় পুরসভার বোর্ড মিটিং ভেস্তে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সূত্র বলছে, মঙ্গলবার বোর্ড মিটিং চলাকালীন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হন অধিকাংশ কাউন্সিলর। ক্ষোভে বোর্ড মিটিং ছেড়ে বেরিয়ে যান পুরপ্রধান কমলেশ সাউ। যদিও বিজেপি নেতা বিশাল জয়সওয়াল সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, নিজেদের কলহের জেরে বোর্ড মিটিংয়ে টিটাগড় পুরসভার সংশোধিত বাজেট পেশ আটকে গিয়েছে। এই বিষয়ে ব্যারাকপুরের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী বলেন, বাজেট পেশের কোনও বিষয় ছিল না। বোর্ড মিটিংয়ে ছোট একটা পয়েন্ট নিয়ে মতবিরোধ হয়েছে। আলোচনা করে সেটা ঠিক করে নেওয়া হবে। তাঁর দাবি, বিজেপির কাজ শুধু অপপ্রচার করা। বিধায়কের আক্ষেপ, নিজেদের দলের অনেকেই বিজেপিকে সমর্থন করেন। তাঁরা বিজেপির পাল্লা ভারী করার চেষ্টা করেন। তাছাড়া বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসা লোকজন দলকে ছোট করার চেষ্টা করছে।

আবাসের বরাদ্দ নিয়ে রাজনীতি নয় তৃণমূলের, প্রচারে জোর শাসকদলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলায় হেরে গিয়ে টাকা দেয় না কেন্দ্র। অন্যদিকে রাজনৈতিক দল না দেখেই পরিষেবা দেয় রাজ্য। এবার গ্রামাঞ্চলে নেতাদের এই ইস্যুতে ব্যাপক প্রচার করতে নির্দেশ গেল রাজ্যের শাসক দলের তরফ থেকে। কারণ, জেলা থেকেই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছেও রিপোর্ট এসেছে, রাজ্য সরকারের আবাস প্রকল্পের টাকা পাচ্ছেন বিজেপির মতো বিরোধী দলের নেতা কর্মীরাও। প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনে প্রচার মঞ্চ থেকেই বলা হয়েছিল, আবাসের টাকা রাজ্য নিজেই দেবে। সময় মেপে ডিসেম্বর মাস থেকে শুরু হয়েছে সেই অর্থ দেওয়ার কাজ। আবাসের টাকা রাজ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ। তাই বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য হলেও তাদের পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা নেই। সরকারি সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে তৃণমূল কংগ্রেস নিরপেক্ষ, সমাজমাধ্যমে প্রচারে সেই বিষয়টির উপরেই জোর দিতে বলা হয়েছে। আর এই প্রচার চালানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে পিছিয়ে থাকা ব্লকে।

এদিকে রাজনৈতিক মহলের ধারণা, আবাস নিয়ে ঢালাও প্রচার চালাচ্ছে শাসক দল। আবাসের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না, এই বিষয়ে দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলন পর্যন্ত করেছেন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সংসদদের সাথে নিয়ে গিয়ে দেখা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ও। তবে তাতে কাজের কাজ কিছু হয়নি। এরপরেও কেন্দ্রের তরফে মেলেনি টাকা। আর এই

আবাসের অর্থ না দেওয়াকে ইস্যু করে পঞ্চায়েত ভোটে গ্রামাঞ্চলের মানুষের মন জিতে নেয় তৃণমূল কংগ্রেস। এমনকি সেই ইস্যুকে আরও সুর চড়িয়ে লোকসভার প্রচারে নিয়ে আসে তৃণমূল কংগ্রেস।

এই প্রসঙ্গে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানান, ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে হেরে গিয়ে দিল্লির সরকার আমাদের রাজ্যকে টাকা দেয় না। কিন্তু বাংলার সরকারের সঙ্গে বঞ্চনা করলেও, বাংলার সরকার তাদের অর্থ সকলকে সমানভাবে পরিষেবায় দিচ্ছে। কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। রাজ্য নিজে থেকে টাকা দিচ্ছে। বিরোধীদের সমানভাবে দেওয়া হচ্ছে। আর সেই কারণেই একের পর এক নির্বাচনে ভোট বাড়ছে তৃণমূলের।

এটাই আমাদের রসায়ন। এটা দলমত নির্বিশেষে হচ্ছে। সবাই তো আর তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের নয়। কিন্তু পরিষেবা প্রদানে দল দেখ া হয় না। যদিও শাসক দলের এই অবস্থানকে কটাক্ষ করে, ফের দুর্নীতির অভিযোগ তুলছে বিজেপি।

গঙ্গাসাগর মেলার জন্য ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ পূর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গঙ্গাসাগর মেলার জন্য বাগবাজার থেকে প্রিন্সেপ ঘাট স্টেশন পর্যন্ত ৮ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হবে, এমনটাই জানানো হয়েছে পূর্ব রেলের তরফ থেকে। ১৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার গতিবেগে ট্রেন চালানো হবে বলে জানা যাচ্ছে রেল। বাবুঘাটে প্রচুর সাধু-সন্ন্যাসী এবং ভক্তদের ভিড় থাকবে, সে কারণে গঙ্গাস্নান অনেকেই করতে আসবেন এবং লাইনে হাঁটাচলা করবেন। সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং বারবার হর্ন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চালকরা যাতে বারবার হর্ন দেন সে বিষয়েও সতর্ক করা হচ্ছে।

একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, অন্যদিকে কাশিনগর হল্ট স্টেশনে ১০ জানুয়ারি থেকে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত কোনও ট্রেন থামবে না। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাসকের তরফে ব্যাপারে রেল কে জানানো হয়েছিল। রেলে তরফে সে ব্যাপারে সম্মতি দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তবে বাংলাদেশের

সঙ্কটজনক পরিস্থিতি, জঙ্গি কার্যকলাপ বৃদ্ধি সহ একাধিক কারণে শিয়ালদহ স্টেশন, কাকদ্বীপ স্টেশন, নামখানা স্টেশন, কলকাতা স্টেশন সহ গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন গুলিতে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে।

এছাড়াও পূর্ব রেলের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন সহ একাধিক স্টেশনের দায়িত্বে থাকবেন মোট ২৫ জন দক্ষ এবং শীর্ষ আরপিএফ অফিসার। রাখা হচ্ছে স্নিফার ডগ, এসকর্টেড গাড়ি, সাধারণ পোশাকে আরপিএফ জওয়ানরা মিশে থাকবেন যাত্রীদের মধ্যে, এমনকি যারা টিটি রয়েছেন, তাদেরকেও যাত্রী নিরাপত্তার অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশনের তরফে স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয় জলের পর্যাপ্ত পরিষেবা রাখা হবে বলেও রেলের তরফে জানানো হয়েছে।

সম্পাদকীয়

সিবিআই-এর কাছে এর প্রমাণ না থাকলে কিসের ভিত্তিতে গ্রেফতার করেছিল তারা?

প্রথম থেকেই সিবিআই বলে আসছিল যে, তদন্ত ঠিক পথেই চলছে এবং তারা যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করে চলেছে। সুপ্রিম কোর্টও প্রতিটি শুনানিতে বলেছিল, তদন্ত সঠিক পথেই চলছে। সিবিআই-এর এই কর্মপদ্ধতি অভয়ার ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করা লক্ষ লক্ষ মানুষের আবেগ এবং প্রত্যাশাকে গভীর ভাবে আঘাত করেছে। জামিনের সংবাদ প্রচার হতেই আর জি করের আন্দোলনরত চিকিৎসক, ছাত্র এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করছেন, সাংবাদিক সম্মেলন করে তাঁদের তীব্র ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। পরের দিন সিবিআই দফতরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বিভিন্ন চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠন। তদন্তের দায়িত্ব নেওয়ার পরে সিবিআই নিজেই তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ জানিয়েছিল এবং প্রথমে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হলেও পরে তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগে সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডলকে গ্রেফতার করে তারা। সিবিআই-এর কাছে এর প্রমাণ না থাকলে কিসের ভিত্তিতে গ্রেফতার করেছিল তারা? সমস্ত সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল কী ভাবে চিকিৎসক-ছাত্রীর মৃত্যুর দিন সকাল থেকে প্রথমে সেটিকে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা এবং তার পর সারা দিন ধরে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ লোপাট করার কাজে গোটা হাসপাতাল-প্রশাসন যুক্ত হয়ে পড়েছিল, নিয়মবিরুদ্ধ ভাবে ময়নাতদন্ত হয়েছিল। লোপাট হওয়া তথ্যপ্রমাণ উদ্ধার করতে ফরেন্সিক ল্যাবরেটরির সাহায্য নিতে হয়েছিল সিবিআইকে। এই গোটা কাজটি করা হয়েছিল নিখুঁত পরিকল্পনা মাফিক। অভিযোগ ছিল, এই গোটা কর্মকাণ্ডের পিছনে মূল ভূমিকায় ছিলেন আর জি করের তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার ওসি। এ ছাড়াও তদন্তে সিবিআই বহু জনকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং জানায় তথ্যপ্রমাণ লোপাটে এবং খুন-ধর্ষণে জড়িত থাকার অনেক প্রমাণ তারা জোগাড় করতে পেরেছে। তা হলে তো তাদের চার্জশিট জমা দিতে না পারার কথা নয়। জনমনে সন্দেহ জেগেছে যে, অভিযুক্ত দু'জনকে জামিন করিয়ে দিতে সিবিআই ইচ্ছাকৃত ভাবে চার্জশিট জমা দিল না। অতীতে অনেক মামলাতেই সিবিআইয়ের ভূমিকা দেখে বিচারকরা পর্যন্ত তাদের 'খাঁচার তোতা' বলে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। এ বারও কি সিবিআই তার আচরণের দ্বারা সেটাই প্রমাণ করল?

শব্দবাণ-১৫৭

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. নারী, নারীজাতি ২. কোঁড়ক, ব্যাঙের ছাতা ৫. নাগালের বাইরে ৮. পদ্ম, কমল ৯. চাবি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. পৃথিবী ৩. পটোল ঝিঙে থোড় ইত্যাদির ব্যঞ্জনবিশেষ ৪. উষ্ণীষ, মাথায় জড়াবার কাপড় ৬. মৃত্যুকালীন ৭. নিশ্চিহ্ন, লুপ্ত।

সমাধান: শব্দবাণ-১৫৬

পাশাপাশি: ১. ভিত্তিস্থাপন ৪. রোড ৫. লড়াই ৭. মলম ৯. যুব ১১. রম্যরচনা।

উপর-নীচ: ১. ভিন্দিপাল ২. স্থায়ী ৩. নরোত্তম ৬. ইন্দিবর ৮. মরদানা ১০. ঢের।

জন্মদিন

আজকের দিন

মহেন্দ্র কাপুর

১৯৩৪ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মহেন্দ্র কাপুরের জন্মদিন।
১৯৫৫ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুব্রহ্মনম জয়শঙ্করের জন্মদিন।
২০০০ বিশিষ্ট অ্যাথলিট হিমা দাসের জন্মদিন।

চা 'চুমু-কে' যেন ভেজাল না ধরে

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

নাহ্। এই চা-টা ঠিক তেমন জমল না। কিন্তু দার্জিলিং চা' ই তো কিনেছি। আস্ত পাতা, যথেষ্ট প্রসিদ্ধ দোকান। যে দোকান জানে একজন চা-তাল কতটা মাতাল। সাধারণত প্রসিদ্ধ চা আউটলেট জেনে বুঝে চা-তাল দের গুণগত মান সমঝতা করে চা বিক্রি করেন না। অনেক সময়ই আউটলেটের সাথে চা পিপাসু-র, চা প্রিয়ের সম্পর্ক এতটাই ধোঁয়া ওঠা উষ্ণ হয় যে, বিক্রেতা এও বলেন- যদি তেমন ভাল না লাগে, অবশ্যই ফেরত দেবেন। চা তো বন্ধুত্ব তৈরির সাঁকো, এ নিয়েও দ্বিমত থাকে না। যিনি বিক্রি করছেন, যথেষ্ট অভিজ্ঞ তিনি। তার চেয়েও বড় কথা তিনি একজন ক্রেতার চা ভক্তি চা প্রিয়তা এবং চা বিশুদ্ধতার বিশ্বাসে এক ফার্স্ট ফ্লাস আবেদন আনেন। বলেন এটা নিন। এখন প্রায়ই দেখা যাচ্ছে যে আশায় টি পটে পাতা ফেললাম, পাতা ভিজল, খুলল; কিন্তু চা সেভাবে রঙে গন্ধে আবেদনে প্রতিভূত হল না। আমরা টের পাচ্ছি না অনেক সময়ই দার্জিলিং চা ভেবে যেটা কিনছি খাচ্ছি তা সবসময়ই যে দার্জিলিং এমন নাও হতে পারে। চ্যাম্পিয়ন অফ টি সেই দার্জিলিং চা কে ভুল পথে ফাঁকি দিয়ে প্রতিযোগিতায় আসছে নেপাল চা। যা দার্জিলিং এর ধারেকাছেও না। রঙ রূপ গন্ধ গুণগত মান সবেতেই ও অনেক ধাপ পিছিয়ে। নেপাল চা চা- প্রিয়দের বিভ্রান্ত করছে অনেক সময়ই। কারণ যতক্ষণ না তা প্রস্তুত করা হচ্ছে ততক্ষণ তার আসল রূপ টের পাওয়ার উপায় নেই। মুখে তুললে মুখ ব্যাজার হলে বোঝার উপায় হতেও পারে; আরে ! এ যে নকল দার্জিলিং। নকল দার্জিলিং মানেই আসল নেপালী। জিওগ্রাফিক ইন্ডিকেটর (জি আই ট্যাগ) হিমালয়ান টি হিসেবে কিন্তু দার্জিলিং চা' ই পেয়েছিল। তাই নেপাল- দার্জিলিং কোনো যুক্তিতেই এক না। নেপাল যেভাবে আমাদের রাজ্যে বেপথে বেনিয়মে চা আনছে তাতে দার্জিলিং আসল চা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত। ২০২০ র পর থেকেই এই চোরা বানিজ্য ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বিশেষত (অক্টোবর) ২০২০-২১ এ এই জাঁতাকলে দার্জিলিং চা রপ্তানি কমপক্ষে ৫ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত। নেপাল চা দামেও ৫০ শতাংশ কম, স্বাদেতো বটেই। একটা দার্জিলিং এর গুণগত মানের যথাযথ চা গড়ে ৩৪ বার পরীক্ষিত হয়। তারপর তা বাজারে ধোঁয়া তোলার যোগ্য হয়। কিন্তু নেপাল! একতো

দ্বি- পাক্ষিক মুক্ত বানিজ্য ভারত - নেপালে চলে। সেই ফাঁকেই নেপাল চা দার্জিলিং এর ছদ্মনামে চলছে। এই চা মেরেকেটে ৩ থেকে ৪ বার পরীক্ষা হয়। কীটনাশক ব্যবহার অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয় নেপালী চা এ। আমি অতিরিক্ত আশা ও অর্থ ব্যয় করছি অরগ্যানিক জি আই ট্যাগ দার্জিলিং এর জন্য, আর অজান্তেই হয়ত কখনও কখনও কিনছি নেপালী চা। ২০১৭ -১৮ থেকেই নেপাল গুটি গুটি পায়ে সাহস বাড়াল। ২০১৭ র গোর্খা আন্দোলন এবং অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য মুখ থুবড়ে থাকা চা বাগিচা। নেপাল কাজে লাগাতে এক মিনিট সময় নেয়নি সেই সুযোগ। বরং ২০১৭ র পরের বছর যদি কলকাতার চা আউটলেটে চা পেয়ে থাকি তা নেপালী চা ছিল বলেই। দার্জিলিং চা- র বিকল্প তাহলে স্থানীয় বাজারে যে নেপাল হতে পারে তাও বেশ পরীক্ষা হল। নেপাল মোটামুটি নাম্বারে পাশ করলও। আরো এক কারণ, ২০২১ এ দার্জিলিং চা উৎপাদন বেশ কম হয়। যা ছিল ৬. ১৯ মিলিয়ন কিলোগ্রাম। যা রেকর্ড মাত্রার কম উৎপাদন। ২০১৯ এও যেখানে উৎপাদন ছিল ৬.৩৯ মিলিয়ন কিলোগ্রাম! এও এক মওকা নেপালী চা আসার। ডিউটি ফ্রি নিম্ন গুণগত মানের নেপালী চা- দার্জিলিং চা নেশারুদের আবেগে শীতল বাতাস যোগান দিচ্ছে। ঠান্ডা হচ্ছে পেয়ালা। শেষ চুমুকটাতে তৃপ্তি পাচ্ছে না ঠোঁট জিহ্বা। দার্জিলিং টি অ্যাসোসিয়েশন বেজায় চটে। সবচেয়ে বড় কথা নেপাল চা ফুড সেফটি এন্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া-র রিপোর্টের পর্যন্ত তোয়াক্কা করছিল না এতদিন। গত ২৩-৪-২৪ এ এক কড়া বিজ্ঞপ্তি আসে ফুড সিফটি এন্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে, যেখানে কড়া বাঁধনে বলা হয় সব রকম গুণগত মান পরীক্ষার পরেই নেপাল চা দেশে ঢুকবে। জ্বালাতো ওখানেই। নেপাল চা কি সত্যিই পরীক্ষায় পাশ করার যোগ্য? অযোগ্য বলেইতো চোরা পথে আসছে, ছদ্মবেশে মিশে যাচ্ছে দার্জিলিং এর চিত্তাকর্ষক আসল পাতার সাথে। ২০২২ এ নেপাল অফিশিয়ালি ১৭.৪ মিলিয়ন কিলোগ্রাম চা , যার বানিজ্যিক মূল্য আনুমানিক ২৩৪.৯ কোটি টাকা , ভারতে রপ্তানি করে। এবং ওই বছর কিলো প্রতি নেপালী চা এর মূল্য ছিল ১৩৫.২ টাকা যা ২০২১ এ ছিল ১৬৮. ৫ টাকা। এই যে চা , তা জ্ঞাত সিটিসি চা, গুণগত মানে যা তেমন পর্যায় বলে বিবেচিত হয় না। ২০০৬ সাল, যখন বহু টানাপোড়েনের পর নেপাল চা শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হল, তখন যেন একবার বড় অক্সিজেন পেয়েছিল, এক ঘন মেঘ পেয়েছিল দার্জিলিং চা বাগিচা। যাক্। নেপাল তাহলে আর অন্ধকার বাঁক পথে চা পাঠাবে না দার্জিলিং এ। কিন্তু অসাধু চা বিক্রির ঝোঁক আর থামল না। নিয়ম মেনে ইন্ট্রিগ্রেটেড গুডস এন্ড ট্যাক্সে কবেই বা সেভাবে নেপাল থেকে চা এসেছিল শুনি? কত কেজি এসেছিল? বেশীরভাগই আসে চোরা পথে। ২০২২ এর কুয়াশা ভরা রিপোর্ট বলছে- ২কোটি কিলোগ্রাম চা ক্ষুন্ন দার্জিলিং টিক্ষুন্ন স্টিকারে বাজারে এল। অথচ কি ভাবে! দার্জিলিং এর উৎপাদন ক্ষমতা ১ কোটি কিলোগ্রাম। দার্জিলিং চা উৎপাদন নিঃসন্দেহে কমছে। দার্জিলিং টি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের রিপোর্ট বলছে কার্শিয়াং এর তাপমাত্রা ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার সাথে বৃষ্টির পরিমাণ ১৫২ সেন্টিমিটার গড়ে কমেছে। গড়ে উৎপাদন তাই ৩৫ শতাংশ হ্রাসের ঘরে।

যে সময়ে নিবন্ধ লিখছি, ঠিক তার কিছু মাস আগেই ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন এবং ইউনিসেফ এর যৌথ উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের ৩০ টি চা বাগিচায় চোরা কারবার বন্ধের এক কর্মসূচি শুরু হয়। না। সেই চোরাই বন্ধ চা এর জন্য না। শিশু চোরাই বন্ধের পদক্ষেপ কর্মসূচি। ৩০ টি চা বাগিচার আনুমানিক ৫০ হাজার, শিশুকে এই কর্মসূচি সুরক্ষিত জীবনের পথে আনতে চায়। চা বাগান কি দৃশ্যতেই সুন্দর। তা কতটা সুরক্ষা দেয় জীবন ও স্বাদের! এই উদাহরণ এই জন্যই, যেখানে মানুষের চোরাপথ বন্ধ হয় না, সেখানে সামান্য চা পাতা আনা নেওয়ার চোরা পথ বন্ধ সত্যিই কি মুখের কথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানীয় মানুষরা এতটাই অসাধু চক্রে মেতে থাকে, যেখানে তারা ন্যূনতম ন্যায় অন্যায়ের হিসেব করে না। তারা নানান ভাবে বঞ্চিত। বঞ্চনাবোধেও তারা অসাধু পথ নিচ্ছে কখনও। ২০২২ এর অক্টোবরে, দীর্ঘ ১১ মাস বন্ধ থাকার পর, ভারত সিদ্ধান্ত নেয় দার্জিলিং এর সাথে অন্য পাতাও মিশ্রনে বাধা নেই। তার আগে , দীর্ঘ ১১ মাস সিদ্ধান্তে অফিসিয়াল হিসেবে নেপালের ৫ বিলিয়ন চা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নেপালী চা পরীক্ষিত হওয়ার পর অতি অবশ্যই ভারত চা বাজারে গৃহীত। কিন্তু সমস্যা চা ঝাঁকনিটাতে। যে বিপুল পরিমাণ চোরা নেপাল চা আসছে, তারা এ দেশে ঢুকলে আর নেপালী থাকছে না। তাদের উদ্দেশ্যই দার্জিলিং সেজে দার্জিলিং চা-র সাথে বিভ্রান্ত ও বানিজ্যিক বদ প্রভাব ফেলা। নেপাল গড়ে ৭,১৬৮ টন অরথোডক্স টি এবং ১৫,৬৫৪ টন সিটিসি (টিয়ার এন্ড কার্ল) টি উৎপন্ন করে। যার যথাক্রমে ৯০ ও ৫০ শতাংশ ভারতে রপ্তানির জন্য মুখিয়ে থাকে নেপাল। , নেপাল চা উৎপাতে, পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি অ্যান্টি ডাম্পিং ডিউটি ৪০-১০০ শতাংশ করার পরামর্শ দেয়। এবং ১৯৫০ ইন্দো- নেপাল চুক্তির সংস্কার বিষয়েও চর্চা অগ্রসর। প্রণব মুখার্জি রাষ্ট্রপতি থাকা কালীন, দার্জিলিং টি অ্যাসোসিয়েশন অনুরোধ আবেদন করেছিল- নেপালী চা আমদানি বন্ধ হোক। নেপাল ঝাপা জেলার চা, যা মূলত নিম্ন মানের সিটিসি, তা সাধারণত তাদেরই স্থানীয় বাজারের চাহিদা মেটায়। কিন্তু যে অর্থোডক্স চা উৎপন্ন হয় ইলাম, পাঁচতহার, ধানকুটা ও দেরাথুমে- তাই ছদ্মবেশ ধরে দার্জিলিং এর সাথে। এ যে সত্যিই বড্ড জ্বালাতন। চা নিয়ে যে আমোদ আমরা করি, বিশেষ করে যারা চা র গুরুত্বে নেশা রাখি। কিন্তু সেই এক পেয়ালার গুণগত মানের নেপথ্যে যে এত জটিলতা এত কাঠখড়! যারা চা ভক্ত তারা রঙ দেখে বলে কোনটা ফার্স্ট ফ্লাস কোনটা সেকেন্ড। কোনটা ব্ল্যাক টি কোনটা রোস্টেড ফুল লিভস। হন্যে হয়ে কলকাতায় খুঁজি রোহিনী বাগিচার চা। কখনও ঠাঁই দিই গোপালধারা চা বাগিচাকে। এসব নেশার গরমাগরম চুমুক। প্রতি' চুমু-কে' চা চুমুক দেয়। গত বছর শেষে রাজ্যের স্মল টি গ্রোয়ারসরা যৌথ ভাবে আবেদন করে টি বোর্ডের নিকটে। যেন নেপালের চা সব ভাবে ব্যান করা হয়। তারপর টি বোর্ড নির্দেশ দিল- এই শীতে চা পাতা তোলা সম্পূর্ণ বন্ধ কারণ এই সময়ে গুণগত মানের চা পাতা গাছে থাকে না। এবং সিদ্ধান্ত হয়েছে এই শীতে কোনো নেপাল চা আসবে না। যেহেতু ওটিও শীতে গুণগতমানে তথৈবচ হবেই হবে। অপেক্ষা থাকল এই বছরের জন্য। খোঁজ থাকে সারা বছর গোছানো একটা টি পটের রঙ গরম জলের দিকে। চা তো শুরুই হল স্মাগলিং দিয়ে। কি কান্ড বলুন তো! ১৮৪৮ এ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বোটানিস্ট রবার্ট ফরচুনকে কি বলেছিল? বলেছিল যাও বাপু চিন থেকে চা গাছ চোরাই পথে আন। হিমালয়ের ধাপে চোরাই চা গাছ রোপন হল। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৬ হাজার ফুট উচ্চতার যে গাছটা বসল সেদিন তাও নিষিদ্ধ পথে আনা। তারপর কত বাগিচা কত গল্প কত চুমুক জমুক তুফান। কিন্তু চা তার ট্রাক রেকর্ডে চোরা পথ আজকেও ছাড়তে পারল না। নেশা র দ্রব্য মানেই কি তবে তা চুরির পথ খোলা রাখে! এই হাইপোথিসিস না হয় ভালো অরিজিনাল অথেনটিক একটা দার্জিলিং চা নিয়ে আলোচনা করাই যায়। আচ্ছা চা ছাড়া জমানো গল্প হয় বলুন? এত কিছুর পরেও আমাদের বিশ্বাস, আমার খোঁজ করে আনা চা - দার্জিলিং প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এই বিশ্বাসেই চা ' চুমু- কে ' বেঁচে থাকি।

সাংস্কৃতিক, জাতীয় এবং ধর্মীয় পরিচয়ের মেলবন্ধন'ই আমরা ভারতীয়

প্রদীপ মারিক

হিন্দুত্বের নিশান পূর্ণকুম্ভ

হিন্দু পুরাণ অনুসারে , বিষ্ণু কুম্ভ অর্থাৎ পাত্র বহন করার সময় চারটি স্থানে অমৃতের ফোঁটা অর্থাৎ অমরত্বের পানীয় ফেলেছিলেন । প্রয়াগরাজ সহ এই চারটি স্থানকে বর্তমান সময়ের কুম্ভ মেলার স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রয়াগরাজের নদীতীরবর্তী মেলাটি শতাব্দীর পুরানো। প্রয়াগরাজের পুরোহিতরা হরিদ্বার কুম্ভ মেলা থেকে এই ধারণাগুলি নিয়ে তাদের স্থানীয় মাঘ মেলায় প্রয়োগ করেছিলেন। মাঘ মেলা সম্ভবত খ্রিস্টীয় শতাব্দীর প্রথম দিকের, এবং বিভিন্ন পুরাণে এর উল্লেখ করা হয়েছে। মৎস্য পুরাণের প্রয়াগ মাহাত্ম্য অংশে মাঘ মাসে প্রয়াগের উচ্চতর পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কোনো 'কুম্ভ মেলা'র উল্লেখ নেই। বাংলার বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক চেতনা মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব ১৫১৪ সালে প্রয়াগ পরিদর্শন করেন এবং মকর সংক্রান্তিতে স্নানে অংশগ্রহণ করেন । বাংলা ভাষার উৎস চৈতন্য চরিতামৃত উল্লেখ করেছে যে তিনি একটি মাঘ মেলা পরিদর্শন করেছিলেন এখন এটাই সম্ভবত কুম্ভ মেলায় পরিণত হয়েছে। ১৯ শতকের মাঝামাঝি থেকে, উন্নত সড়ক ও রেলওয়ে নেটওয়ার্ক তীর্থযাত্রীদের সাহায্য করেছিল। ঔপনিবেশিক যুগের ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইন্ডিয়া রিপোর্ট করেছে যে ২ থেকে ২.৫ মিলিয়ন তীর্থযাত্রী ১৭৯৬ এবং ১৮০৮ সালে কুম্ভ মেলায় যোগ দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর ১৯৫৪ সালের ৩ রা ফেব্রুয়ারী কুম্ভমেলা পদদলিত হয়ে প্রায় ৮০০ জন নিহত হয়েছিল। সে বছর প্রায় ৫ মিলিয়ন তীর্থযাত্রী এই উৎসবে গিয়েছিলেন। ২০১৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি কুম্ভ মেলায় ইতিহাসে সবচেয়ে বড় শান্তিপূর্ণ জনসমাগম হয়েছিল। এটি প্রায় ১২ বছর পর পর বৃহস্পতির একটি পূর্ণ প্রদক্ষিণের সময় অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলা চারটি নদীতীরবর্তী তীর্থস্থানে পালিত হয়। সে গুলো হল প্রয়াগরাজ (গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী নদীর মিলনস্থল), হরিদ্বার (গঙ্গা), নাসিক (গোদাবরী) এবং উজ্জয়িনী (শিপ্রা)। প্রয়াগরাজ, হরিদ্বার, নাসিক ও উজ্জয়িনীর কুম্ভ মেলা ইউনেস্কো অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। উৎসবের মূল আচার হল নদীতে ডুব দেওয়া, যা পাপ মোচনের উপায় বলে মনে করা হয়। এছাড়াও মেলায় বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম, সাধুদের ধর্মীয় বক্তৃতা, সন্ন্যাসীদের সমাগম এবং বিনোদনের ব্যবস্থা থাকে। ভক্তরা বিশ্বাস করেন, এই নদীগুলিতে স্নান করলে অতীতের ভুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত হয় এবং পাপ মুক্তি পাওয়া যায়। মহা কুম্ভ ১২ বছর পর অনুষ্ঠিত হয়, যা হিন্দু চান্দ্র-সূর্য পঞ্জিকা এবং বৃহস্পতি, সূর্য ও চন্দ্রের জ্যোতিষীয় অবস্থানের উপর নির্ভর করে। হিন্দুত্ব হল একটা মেলবন্ধন। হিন্দুত্ব হল সাংস্কৃতিক, জাতীয় এবং ধর্মীয় পরিচয়ের একটি ধারণা। ভৌগোলিক ভিত্তিক ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় তথা বিশ্ব পরিচয়কে একত্রিত করে হিন্দুত্ব। কুম্ভমেলা হল বিশ্বের বৃহত্তম হিন্দু ধর্মীয় সমাবেশ। ২০১৩ সালে পূর্ণকুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ১২ বছর পরে প্রয়াগরাজে আবার পূর্ণকুম্ভ মেলা আয়োজন হতে চলেছে। ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে কুম্ভ মেলা। প্রতি ৬ বছর অন্তর অর্ধকুম্ভ মেলা আয়োজিত হয়। ২০১৯ সালে ছিল অর্ধকুম্ভ মেলা। এবারের কুম্ভ মেলা ডিজিটাল কুম্ভ মেলা। পুণ্যার্থীদের জন্য 'ডিজিটাল নেভিগেশন' ব্যবস্থা করা হয়েছে। পূর্ণকুম্ভ মেলা প্রাঙ্গণে কোন দিকে কোন ঘাট, মন্দির কিংবা কোথায় কোন সন্ন্যাসীর আখড়া রয়েছে, তা সহজে পুণ্যার্থীরা জানতে পারবেন এই 'ডিজিটাল নেভিগেশন'-এর মাধ্যমে। এ ছাড়া থাকবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন একটি চ্যাটবটও। প্রধানমন্ত্রী জানান, এই প্রথম বার কোনও কুম্ভমেলায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হবে। চ্যাটবটের মাধ্যমে ১১টি ভারতীয় ভাষায় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন পুণ্যার্থীরা। টেক্সট মেসেজ বা মৌখিক প্রশ্নের জবাব মিলবে চ্যাটবটের থেকে। কুম্ভমেলায় নজরদারির জন্য ব্যবহৃত ক্যামেরাতেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, মেলায় ভিড়ের মধ্যে কেউ পরিবারের থেকে আলাদা হয়ে গেলে, এই ক্যামেরার মাধ্যমে তাঁকে সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে। উত্তরপ্রদেশের পর্যটন বিভাগ ' ডিজিটাল কুম্ভ মিউজিয়াম ' নির্মাণ করেছে যা কুম্ভ মেলা ভক্তদের জন্য একটি আকর্ষণ কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠবে। জাদুঘরটি এমনভাবে ডিজাইন করা হবে যাতে এটি মানুষকে আধুনিক কুম্ভের অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এটি অত্যাধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, বায়ুচলাচল, বিশেষ প্রভাব এবং অডিও-ভিডিও সিস্টেমের সাথে সজ্জিত করা হয়েছে। জাদুঘরের গ্যালারির নাম দেওয়া হয়েছে আধ্যাত্মিক এবং কুম্ভ মেলা ব্যাখ্যা গ্যালারি, সমুদ্র মন্থন গ্যালারি এবং আখাদা গ্যালারি। মিউজিয়ামে ইন্টারপ্রিটেশন গ্যালারিতে একটি বড় স্ক্রিনে প্রয়াগরাজের একটি ইন্টারেক্টিভ মানচিত্র থাকবে, যা স্পর্শ মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে অন্বেষণ করা যেতে পারে। এই মানচিত্রে প্রয়াগরাজের ইতিহাস এবং আধুনিক শহর সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হবে। সমুদ্র মন্থন গ্যালারিতে 'সমুদ্র মন্থন'-এর মহাকাব্য ফ্লোর প্রজেকশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে। আখাদা গ্যালারিতে দেশের প্রচলিত আখাড়া সংস্কৃতি তুলে ধরা হবে। এটিতে শঙ্করাচার্যের সাথে সম্পর্কিত একটি ইন্টারেক্টিভ প্রাচীর থাকবে, যা তাঁর ভ্রমণের বর্ণনা দেবে। টেম্পোরাল সিটিতে ভিডিও ওয়াল থাকবে, আর 'ত্রিবেণী সঙ্গমে' মেঝে, দেয়াল এবং ছাদের সমন্বয় থাকবে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন সুশৃঙ্খল ধর্মীয় সমাবেশ দেখা যাবে এই পূর্ন কুম্ভমেলা প্রয়াগরাজে। সাধুর ছদ্মবেশে জঙ্গিরা হানা দিতে পারে মহাকুম্ভে! এই আশঙ্কায় কোনও রকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকার। ভারততীর্থের মহামেলার নিরাপত্তায় তাই মোতায়েন করা হয়েছে এনএসজি কমান্ডো বাহিনী এবং স্নাইপার প্লাটুন। গোয়েন্দা অনুমান, কানাডাবাসী খলিস্তানি জঙ্গিনেতা গুরুপতবন্ত সিং পন্নুন মহাকুম্ভে হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছেন। বেশ কয়েকটি ইসলামি জঙ্গি সংগঠনেরও নিশানায় রয়েছে প্রয়াগরাজের পূর্ণকুম্ভ। এই পরিস্থিতিতে শাহি স্নানের স্থান, মন্দির এবং গাড়ির 'পার্কিং লট'গুলির নজরদারিতে ২৬টি নাশকতা দমন টিম মোতায়েন করা হচ্ছে। থাকছে উত্তরাখণ্ড পুলিশের দু'টি বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিট। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের কমান্ডো বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় আধাসেনার স্পেশাল ফোর্সের। আকাশপথে নজরদারি চালাবে ড্রোন। থাকছে 'বুলেটপ্রুফ আউটপোস্ট'ও। যোগী সরকারর তরফে তৈরি করা হয়েছে 'মহাকুম্ভ ল্যান্ড অ্যান্ড ফেসিলিটি অ্যালোকেশন' অ্যাপ। সেখানে একটা ক্লিকেই জানা যাবে পুণ্যার্থীদের প্রয়োজনের যাবতীয় তথ্য। এই অ্যাপের মাধ্যমেই পরিষেবা দ্রুত মিলবে। মেলায় অংশগ্রহণের আবেদন করা যাচ্ছে অ্যাপেই। মেলাপ্রাঙ্গনে স্থান পাওয়া এবং পরিষেবা সংক্রান্ত অনুমোদন মিলবে এই আপ এর মাধ্যমে। প্রয়াগরাজে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে ৪০ কোটি পুণ্যার্থীর জন্য গড়ে তোলা হচ্ছে এক অস্থায়ী নগরী। ১৫ বর্গমাইল এলাকায় গড়ে তোলা সেই অস্থায়ী নগরীর আয়তন নিউইয়র্ক নগরের ম্যানহাটান বরো এলাকার দুই,তৃতীয়াংশ। ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলা পূর্ণ কুম্ভমেলা ভারতে হিন্দু পুণ্যার্থীদের সবচেয়ে বড় সমাবেশ। ২০১৯ সালের অর্ধ কুম্ভ মেলায় ২০০ মিলিয়নেরও বেশি হিন্দু একত্রিত হয়েছিলেন, যার মধ্যে সবচেয়ে ব্যস্ত দিনে প্রায় ৫ কোটি মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এটি বিশ্বের বৃহত্তম শান্তিপূর্ণ জনসমাগমগুলোর একটি এবং 'বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় তীর্থযাত্রীদের সমাবেশ' হিসেবে বিবেচিত হয়। এই মেলাটি ইউনেস্কোর 'মানবতার অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্বমূলক তালিকা'-তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডিজিটাল কুম্ভ মেলা সপ্ত স্তরীয় নিরাপত্তার বেষ্টনীতে থাকবে যেখানে মোদি এবং যোগীর মিলিত শক্তি দেখিয়ে দেবে প্রয়াগরাজের বিশ্বের বৃহত্তম হিন্দু ধ্মীয় সমাবেশ মহামিলনের পুণ্যক্ষেত্র। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রে হিন্দুত্ববাদই হবে রাষ্ট্রের প্রতীক। ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা, দক্ষিণ পূর্ব রেলের শিয়ালদহ শাখার রেল উন্নয়নের সদস্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনার আর এস এসের হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, রাষ্ট্রীয় জনশক্তি মঞ্চ, সনাতনী সেবক সংঘের কার্যকরী দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্য মহুয়া উপাধ্যায় পাল মনে করেন প্রয়াগরাজ পূর্ণকুম্ভ সাংস্কৃতিক, জাতীয় এবং ধর্মীয় পরিচয়ের মেলবন্ধনে বিশ্ব মৈত্রীর বার্তা বহন করবে।

বালির দামে আগুন, সমস্যায় বাংলা আবাসের উপভোক্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: গত এক দেড় বছর ধরে নদীর বালির দাম সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছে। তার ওপর বালির সংকট দেখা দিয়েছে।

এক বছর আগে যেখানে ১০০ সিএফটি বালি পাওয়া যেত ১৩০০ থেকে ১৫০০ টাকায় বর্তমানে সেই দাম বেড়ে হয়েছে ২৪০০ থেকে ২৫০০ টাকা। ট্রাক্টরে করে বালি সরবরাহ বন্ধ হওয়াই এলাকায় এখ ন বালি পাওয়া হয়ে উঠেছে দুষ্কর। দুর্গাপুর ফরিদপুর (লাউদোহা) ব্লকের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে অজয়, টুমনি নদী। এইসব নদী থেকে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ বালি উত্তোলন করা হয়। তারপর সেই বালি সরবরাহ করা হয় ভিন জেলা এমনকি ভিন রাজ্যেও।

স্থানীয়দের বক্তব্য, 'ঘরের পাশে নদী অথচ আমাদেরই বালি কিনতে হচ্ছে চড়া দামে।' স্থানীয়রা যাতে ন্যায্য মূল্যে বালি পায় সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে সম্প্রতি গণস্বাক্ষর করে বিডিওকে স্মারকলিপি দিল স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর রয়েছে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি পলাশ পান্ডে, দুর্গাপুর ফরিদপুর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ সন্দীপ ব্যানার্জি সহ শাসকদলের আরও অনেকের।

পলাশ পান্ডে, সন্দীপ ব্যানার্জিরা বলেন, বালির দাম আকাশছোঁয়া হওয়ায় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সমস্যার সম্মুখ ীন হতে হচ্ছে বাংলা আবাস যোজনার উপভোক্তাদের। এই প্রকল্পে পাকা বাড়ি তৈরি করার জন্য উপভোক্তারা পান এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। এর একটা বড় অংশ শুধুমাত্র বালি কিনতে তাদের ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। আগের মতো ট্রাক্টারে করে বালি সরবরাহ ও প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় বালির ডিপো করার অনুমতি দিলে সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে তাই এই বিষয়ে পদক্ষেপ করতে বিডিওকে আর্জি জানানো হয়েছে বলে জানান তাঁরা। দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের বিডিও অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায় বলেন, যেসব পদক্ষেপের আবেদন করা হয়েছে তার আইনের দিকটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

মেমারিতে দশটি কচ্ছপ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: ১০টি কচ্ছপ উদ্ধার করলেন বন দপ্তরের কর্মীরা। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার সাতগেছিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত বড় পলাশন এলাকার। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেমারি থানার সাতগেছিয়া ফাঁড়ির পুলিশ অভিযান চালিয়ে বড় পলশনের একটি পুকুর থেকে মোট ১০টি কচ্ছপ উদ্ধার করা হয়। এরপরেই কচ্ছপগুলিকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয় সাতগেছিয়া পুলিশ ফাঁড়ির আধিকারিকের উপস্থিতিতে।

বুধবার মেমারি নদীপুর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় কচ্ছপগুলোকে। অভিজিৎ মাঝি নামের এক বনকর্মী জানিয়েছেন, স্থানীয়রা একটি পুকুর থেকে ওগুলিকে ধরে রেখেছিল। পুলিশ খবর পেয়ে সেগুলিকে নিয়ে এসে তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। কচ্ছপগুলি দেশি প্রজাতির। তবে আপাতত সেগুলি বন দপ্তরে রাখা হবে পরে সেগুলি গভীর জলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

মায়ের জমি বিক্রির টাকা হাতিয়ে বাড়ি থেকে তাড়ানোয় অভিযুক্ত সন্তানরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী: ছোট থেকে সন্তান লালনপালন করে বড় করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার পর সেই সন্তান যখন বাবা মাকে ছেড়ে বিলাসিতার জীবন যাপন করে, সেই সন্তানের কাছে নিজের প্রাপ্য অধিকার পেতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পিতার চরিত্রে অভিনয় করা মিঠুন চক্রবর্তী। শেষে আদালতে গিয়ে কী পরিণতি হয়েছিল তা মিঠুন চক্রবর্তীর অভিনীত বাংলা সিনেমা 'সন্তান' দেখার পর সকলেই দেখেছেন। এবার সেই একই ঘটনা ঘটেছে বাস্তবে। মায়ের জমি বিক্রি করা টাকা হাতিয়ে নিয়ে গর্ভধারিণীকেই বাড়ি থেকে তাড়িয়েছে তাঁর ছেলেমেয়েরা! মঙ্গলবার ছেলেমেয়েদের তাড়া খাওয়া সেই গর্ভধারিণী মা বিচার পেতে হাজির হন মহকুমা শাসকের কাছে। লিখিত অভিযোগ জানান কালনা মহকুমা শাসকের কাছে।

মহকুমা শাসক শুভম আগরওয়াল জানিয়েছেন, যথাশীঘ্র এই ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। ছেলেমেয়ের হাতে বিতাড়িত গর্ভধারিণী মা ভবানী চৌধুরীর বাড়ি পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের সমুদ্রগড় নতুনপাড়া এলাকায়। ৮৫ বছরের ওই বৃদ্ধা জানিয়েছেন, নদিয়ায় তাঁর বাপের সম্পত্তি বিক্রি করে ১৫ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। সেই টাকা ছেলেমেয়েরা হাতিয়ে নিয়ে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। এই কনকনে শীতে তাঁকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মরতে হচ্ছে। তাই তিনি এক সহৃদয় ব্যক্তির সহায়তায় কালনা মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হন।

ওই বৃদ্ধার এক কন্যা কালনা শহরের কোর্টের মোড়ে থাকেন। তিনি মানুষজনের সামনেই মাকে দেখতে পেয়ে শাসাতে শুরু করেন। বলেন, 'তোমাকে যেন এই পাড়ায় আর না দেখি।' এমন কথা শুনেও তিনি পিছু পা হননি। এখ ন নিজের টাকা ও বাড়ি ফিরে পেতে তাই প্রশাসনের দারস্থ হয়েছেন তিনি, যাতে তিনি বিচার পান।

গ্রামীণ চিকিৎসক যৌথ মঞ্চের প্রথম জেলা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান শহরে বর্ধমানের সাংস্কৃতিক লোকমঞ্চে গ্রামীণ চিকিৎসক যোগ্য মানুষের উদ্যোগে প্রথম পূর্ব বর্ধমানের জেলায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো।

এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, রাজ্য সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা পরিষদের স্বাস্থ্যকর্মাধ্যক্ষ, বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান ও গ্রামীণ চিকিৎসক যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক শেখ আলহাজ্ব উদ্দিন ও সংগঠনের সদস্যরা এই মঞ্চ থেকে মূলত বার্তা দেওয়া হয় আগামী দিনে সংগঠন কী ভাবে কাজ করবে। সংগঠনের সঙ্গে যারা যুক্ত আছে তাদের পাশে সংগঠন থাকবে, যদি কেউ কোনও বেআইনি ভাবে কাজ করে তার পাশে কোনও রকম ভাবেই সংগঠন থাকবে না।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, এই অধিবেশনে যে পরিমাণ গ্রামীণ চিকিৎসকরা রয়েছেন, তা সত্যিই ভাবার মতো। যারা গ্রামাঞ্চলে থাকেন চট করে হাসপাতালে পৌঁছাতে পারেন না, এই সমস্ত গ্রামীণ চিকিৎসকরাই কিন্তু প্রথম প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। সংগঠনের এইরূপ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তিনি। স্বপন দেবনাথ আরও বলেন, বর্তমান সময়ে গ্রামগঞ্জ থেকে ডাক্তার উঠে আসছেন। কিন্তু ডাক্তারি পাশ করে যাওয়ার পর তাঁরা আর গ্রামে চিকিৎসা করেন না। তাঁরা সরাসরি শহরে চলে যান এবং বিভিন্ন নার্সিংহোম হাসপাতালে চিকিৎসা করেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন, গ্রামে থেকে মানুষের পাশে দাঁড়ালে এতে মানুষ উপকৃত হবে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু বেসরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার, আহত ৬ পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: স্কুল ভ্যানের সঙ্গে বেপরোয়া প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল বেসরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার। ঘটনায় জখম হয়েছে স্কুল ভ্যানে থাকা ৬ পড়ুয়া। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানার বন কামারপুকুর এলাকায়। দ্রুত আহত পড়ুয়া সহ দুই গাড়ির আহত চালককে উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গেছে মৃত প্রধান শিক্ষিকার নাম রুমা বিশ্বাস।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার জয়পুরের দিক থেকে একটি ওমনি ভ্যান বেশ কয়েকজন পড়ুয়া ও প্রধান শিক্ষিকার রুমা বিশ্বাসকে নিয়ে বিষ্ণুপুরের একটি বেসরকারি স্কুলে যাচ্ছিল। স্কুল পড়ুয়াদের ভ্যানটি আরামবাগ বিষ্ণুপুর রাজ্য সড়ক ধরে বিষ্ণুপুর থানার বন কামারপুকুরের কাছাকাছি আসতেই উলটো দিক থেকে বেপরোয়া গতিতে যাওয়া একটি বেসরকারি গাড়ি সজোরে গিয়ে মুখোমুখি ধাক্কা মারে ভ্যানটিকে। ধাক্কার তীব্রতা এতটাই ছিল যে স্কুল পড়ুয়াদের ভ্যানটির সামনের অংশ সম্পূর্ণ রূপে দুমড়ে মুচড়ে যায়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় ভ্যানে থাকা ৬পড়ুয়া সহ সকলেই। দ্রুত স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে দুর্ঘটনাগ্রস্থ ভ্যান থেকে আহত পড়ুয়া, চালক ও প্রধান শিক্ষিকাকে উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই আহত প্রধান শিক্ষিকাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

উদ্বোধন 'রোল গোপালনগর চিচিঙ্গা ফাটিকা মিলন মেলা'র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের রোল গ্রামে আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন হল ৩৪তম রোল গোপালনগর চিচিঙ্গা ফাটিকা মিলন মেলা। প্রতিবছরের মতো এ বছরও সগৌরবে মেলার শুভ সূচনা হয়। মেলা চলবে আগামী ৬ দিন। প্রত্যন্ত এই গ্রামের মেলা কে কেন্দ্র করে এলাকায় উৎসবের চেহারা। এলাকার হিন্দু-মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের মানুষ একজোট হয়ে এই মেলায় আনন্দ করে ছটা দিন। ঠিক যেন একটি সম্প্রীতির বার্তা বহন করে এই মিলন মেলা। আদিবাসী মহিলাদের ধামসা মাদলের তালে নিত্য এবং শান্তির প্রতীক হিসেবে সাদা পায়রা ও সাদা বেলুন উড়িয়ে মেলার শুভ সূচনা করেন বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক ও বিষ্ণুপুরের এসডিও সহ একগুচ্ছ প্রশাসনিক আধিকারিক ও বিশিষ্ট সমাজসেবীরা।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুরের মহকুমাশাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ, এসডিপিও সুপ্রকাশ দাস, সোনামুখীর সার্কেল ইন্সপেক্টর, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিক্রমজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ইন্দাসের বিডিও সুরেন্দ্রনাথ পতি, ইন্দাস থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী শেখ হামিম, ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চন্দন রক্ষিত, খণ্ডঘোষ বিধানসভার বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ, বিশিষ্ট সমাজসেবী শেখ আলী ,সহ অন্যান্যরা সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা।

মেলা কমিটি জানান, এই মিলন মেলা আগামী ছ'দিন ধরে চলবে। মেলা উপলক্ষে প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন যেমন থাকছে তেমনই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। একই সঙ্গে এলাকার ১৫০ জন আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়েছে বলেও তাঁরা জানিয়েছেন।

নোটিস

পাটিকাবাড়ি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজিঃ নম্বর- ৪৮০
তাং- ০৮/০৭/১৯৬৬, গ্রামঃ- পাটিকাবাড়ি, পোষ্ট- পাটিকাবাড়ি, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলাঃ- নদীয়া।

স্মারক নং- 01/ELC/PAT-2024-25 তারিখ- ০৮/০১/২০২৫, খসড়া নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা **পাটিকাবাড়ি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের** সমস্ত সদস্য সদস্যাগনকে জানানো যাচ্ছে যে, পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশ হয়েছে। যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হল। উক্ত খসড়া নির্বাচক তালিকা সংশোধনের বিষয়ে বক্তব্য থাকলে ০৮-০১-২০২৫ থেকে ১৫-০১-২০২৫ পর্যন্ত সকাল **১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত** সমিতির অফিসে জমা করা যাবে। লিখিত বক্তব্য ইং **১৬-০১-২০২৫ তারিখে দুপুর ১ টা থেকে বিকেল ৮ টের** পর্যন্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার সমিতির অফিসে শুনানি করবেন। শুনানির সময় আবেদনকারীকে তার আবেদনের পক্ষে লিখিত/ মুদ্রিত প্রমাণাদি দাখিল করতে হবে। ইং- **১৭-০১-২০২৫ বিকেল ৪ টা মধ্যে** চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশ হবে। **অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, পাটিকাবাড়ি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড।**

নোটিস

তৈবিচারা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজিঃ নম্বর- ৩৩২এন
গ্রামঃ- তৈবিচারা, পোষ্টঃ- তৈবিচারা, জেলাঃ- নদীয়া।

স্মারক নং- 01/ELC/T-2024-25 তারিখ- ০৮/০১/২০২৫, খসড়া নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা **তৈবিচারা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের** সমস্ত সদস্য সদস্যাগনকে জানানো যাচ্ছে যে, পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশ হয়েছে। যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হল। উক্ত খসড়া নির্বাচক তালিকা সংশোধনের বিষয়ে বক্তব্য থাকলে **০৮-০১-২০২৫ থেকে ১৫-০১-২০২৫** পর্যন্ত সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত সমিতির অফিসে জমা করা যাবে। লিখিত বক্তব্য ইং **১৬-০১-২০২৫** তারিখে **দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৪ টের** পর্যন্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার সমিতির অফিসে শুনানি করবেন। শুনানির সময় আবেদনকারীকে তার আবেদনের পক্ষে লিখিত/ মুদ্রিত প্রমাণাদি দাখিল করতে হবে। ইং- **১৭-০১-২০২৫ বিকেল ৪ টের** মধ্যে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশ হবে। **অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, তৈবিচারা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড।**

নোটিস

সোলি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
সাং- সোলি, পোঃ- বিক্রমপুর, থানা- নাকাশীপাড়া, জেলা-নদীয়া

স্মারক নং- 01/ELC/S-2024-25 তারিখ- ০৭/০১/২০২৫, খসড়া নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা **সোলি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের** সমস্ত সদস্য সদস্যাগনকে জানানো যাচ্ছে যে, পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশ হয়েছে। যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হল। উক্ত খসড়া নির্বাচক তালিকা সংশোধনের বিষয়ে বক্তব্য থাকলে **০৭-০১-২০২৫ থেকে ১৪-০১-২০২৫** পর্যন্ত সকাল **১১টা থেকে বিকেল ৩টা** পর্যন্ত সমিতির অফিসে জমা করা যাবে। লিখিত বক্তব্য ইং **১৫-০১-২০২৫** তারিখে **দুপুর ১ টা থেকে বিকেল ৪ টের** পর্যন্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার সমিতির অফিসে শুনানি করবেন। শুনানির সময় আবেদনকারীকে তার আবেদনের পক্ষে লিখিত/ মুদ্রিত প্রমাণাদি দাখিল করতে হবে। ইং- **১৬-০১-২০২৫ বিকেল ৪ টা** মধ্যে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশ হবে। **অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, সোলি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড।**

নোটিস

দোগাছিয়া ইউনিয়ন লাজ সাইজড প্রাইঃ কোঃ অপারেটিভ এগ্রিল ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজিঃ নম্বর- ১৪৩এন
তাং- ০৯/১২/১৯৪৮, গ্রামঃ- মুন্ডুমালাপাড়া, পোঃ- সুখসাগর, জেলাঃ- নদীয়া।

স্মারক নং- 01/ELC/D-2024-25 তারিখ- ০৭/০১/২০২৫, খসড়া নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা **দোগাছিয়া ইউনিয়ন লাজ সাইজড প্রাইঃ কোঃ অপারেটিভ এগ্রিল ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ** সমস্ত সদস্য সদস্যাগনকে জানানো যাচ্ছে যে, পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশ হয়েছে। যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হল। উক্ত খসড়া নির্বাচক তালিকা সংশোধনের বিষয়ে বক্তব্য থাকলে **০৭-০১-২০২৫ থেকে ১৪-০১-২০২৫ পর্যন্ত সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা** পর্যন্ত সমিতির অফিসে জমা করা যাবে। লিখিত বক্তব্য ইং **১৫-০১-২০২৫ তারিখে দুপুর ১ টা থেকে বিকেল ৪ টের** পর্যন্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার সমিতির অফিসে শুনানি করবেন। শুনানির সময় আবেদনকারীকে তার আবেদনের পক্ষে লিখিত/ মুদ্রিত প্রমাণাদি দাখিল করতে হবে। ইং- **১৬-০১-২০২৫ বিকেল ৪ টা** মধ্যে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশ হবে। **অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, দোগাছিয়া ইউনিয়ন লাজ সাইজড প্রাইঃ কোঃ অপারেটিভ এগ্রিল ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ।**

নোটিস

বিক্রমপুর গোয়ালচাঁদপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজিঃ নম্বর- ২০এন
তাং- ২১/০৪/১৯৭১, গ্রামঃ- বিক্রমপুর, জেলাঃ- নদীয়া।

স্মারক নং- 01/ELC/BIKG-2024-25 তারিখ - ০৮/০১/২০২৫, খসড়া নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা **বিক্রমপুর গোয়ালচাঁদ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের** সমস্ত সদস্য সদস্যাগনকে জানানো যাচ্ছে যে, পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশ হয়েছে। যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হল। উক্ত খসড়া নির্বাচক তালিকা সংশোধনের বিষয়ে বক্তব্য থাকলে ০৮-০১-২০২৫ থেকে ১৪-০১-২০২৫ **পর্যন্ত সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা** পর্যন্ত সমিতির অফিসে জমা করা যাবে। লিখিত বক্তব্য ইং **১৭-০১-২০২৫ তারিখে দুপুর ১ টা থেকে বিকেল ৪ টের** পর্যন্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার সমিতির অফিসে শুনানি করবেন। শুনানির সময় আবেদনকারীকে তার আবেদনের পক্ষে লিখিত/ মুদ্রিত প্রমাণাদি দাখিল করতে হবে। ইং- **১৮-০১-২০২৫ বিকেল ৪ টা মধ্যে** চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশ হবে। **অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, বিক্রমপুর গোয়ালচাঁদপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড।**

নোটিস

গিরিধারীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজিঃ নম্বর- ৫২এন
তাং- ১১/০৭/১৯২১, গ্রামঃ- গিরিধারীপুর, সেনপুর, থানা- নাকাশীপাড়, জেলাঃ- নদীয়া।

স্মারক নং- 01/ELC/G-2024-25 তারিখ- ০৮/০১/২০২৫, খসড়া নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা **গিরিধারীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের** সমস্ত সদস্য সদস্যাগনকে জানানো যাচ্ছে যে, পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশ হয়েছে। যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হল। উক্ত খসড়া নির্বাচক তালিকা সংশোধনের বিষয়ে বক্তব্য থাকলে **০৮-০১-২০২৫ থেকে ১৬-০১-২০২৫ পর্যন্ত সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা** পর্যন্ত সমিতির অফিসে জমা করা যাবে। লিখিত বক্তব্য ইং **১৮-০১-২০২৫ তারিখে দুপুর ১ টা থেকে বিকেল ৪ টের** পর্যন্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার সমিতির অফিসে শুনানি করবেন। শুনানির সময় আবেদনকারীকে তার আবেদনের পক্ষে লিখিত/ মুদ্রিত প্রমাণাদি দাখিল করতে হবে। ইং- **২০-০১-২০২৫ বিকেল ৪ টা** মধ্যে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশ হবে। **অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, গিরিধারীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড।**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪-ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের জন্য প্রেমিসেস লিজ দেওয়ার জন্য টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
চিংড়িপোতা শাখা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, চিংড়িপোতা এলাকায়, কলকাতা শহরে, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় পরিমাণ ১১০০ বর্গফুট থেকে ১২০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া, অগ্রাধিকার একতলায় পার্কিং সুবিধা সহ শাখা অফিস স্থাপনের জন্য ১৫ বছরের লিজের মেয়াদে এবং ১০০ বর্গফুট এটিএম এর জন্য মালিকগণের কাছ থেকে অফিস প্রেমিসেস লিজের ভিত্তিতে (তৈরি/নির্মীয়মান প্রেমিসেস) এর জন্য ২ ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল ডাক) ভিত্তিতে টেন্ডার আহ্বান করছে। প্রেমিসেস জলাজমা মুক্ত এলাকায় হতে হবে।

নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে টেন্ডার ফর্ম ০৯.০১.২০২৫ তারিখ বেলা ১২টা থেকে ২৭.০১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত ২৫০ টাকা (অফেরতযোগ্য) ডিডি- আকারে/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুকূলে আদায় দিয়ে সংগ্রহ করা যাবে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ২৭.০১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত। টেন্ডারের বিস্তারিত ওয়েবসাইট **www.indianbank.in.** থেকে পাওয়া যাবে।

ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব বাতিলের অধিকার রাখে।

স্বা/-
জোনাল ম্যানেজার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | Central Bank of India

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)]
পরিশিষ্ট IV

রিয়াপাড়া শাখা
পো. রিয়াপাড়া, থানা - নন্দীগ্রাম, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৬৫০

যেহেতু :

নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হলদিয়া শাখার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) এবং ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **৩০.১০.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী অমর শাহু** পিতা প্রয়াত শ্রী মন্টু চরণ শাহু এবং **সহ-ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী অর্চনা শাহু,** স্বামী শ্রী অমর শাহু কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৬,১৭,৩২৭.০০ টাকা** (যোলো লাখ সতের হাজার তিনশ সাতাশ টাকা) **৩০.১০.২০২৪** থেকে কার্যকর মতে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া আদায়ের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৬ জানুয়ারি ২০২৫** তারিখে।

ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র নিকট বকেয়া পরিমাণ **১৬,১৭,৩২৭.০০ টাকা** (যোলো লাখ সতের হাজার তিনশ সাতাশ টাকা) (যা ৩০.১০.২০২৪ থেকে মূল এবং সুদ সহ বকেয়া), **৩০.১০.২০২৪** থেকে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদাতার নাম : শ্রী অমর সাহু, পিতা প্রয়াত মন্টু চরণ সাহু, ঠিকানা : গ্রাম : আমড়াতলা, পো : আমড়াতলা (আমড়াতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট), প্লট নং ৯০৯, (আরএস) ৯৭২ (এলআর), খতিয়ান নং ৪৮৬৭ (এলআর),জেএল নং ১২৫, থানা : নন্দীগ্রাম, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১৬৫৬। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : কমল সাহুর ভবন; প্লট নং ৯০৯; দক্ষিণে : চিন্তামণি সাহুর খালি জমি, প্লট নং ৯০৯; পূর্বে : পঞ্চায়েত সড়ক পশ্চিমে : নিজ জমি।

তারিখ : ০৬.০১.২০২৫
স্থান : রিয়াপাড়া

অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

ফর্ম নং. ইউআরসি-২
আইনের XXI অধ্যায়ের প্রথম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, এখন থেকে পনের দিন পরে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রেজিস্ট্রার সমীপে, যে **'ফেমি ফেবরিক সলিউশনস এলএলপিএ'** লিমিটেড কোম্পানি এক্ট ২০১৩ এর অধ্যায় XXI এর প্রথম অংশ এর অধীনে শেয়ার দ্বারা **'ফেমি ফেবরিক সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড'** হিসাবে নথিভুক্তির জন্য একটি আবেদন দাখিলে প্রক্রিয়াধীন।

২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:-

ক) নির্মাণ, প্রক্রিয়াকরণ, উৎপাদন, ডিজাইন, ক্রয় বিক্রয়, আমদানি রপ্তানি, বণ্টন এবং অন্যভাবে সংশ্লিষ্ট সকল দ্রব্য এবং বিভিন্ন পরিবেশ বান্ধব দ্রব্যাদি, বায়ো-ডিগ্রেডেবল, পুনর্ব্যবহৃত স্যানিটারি প্যাড এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবসায় লেনদেন।

খ) ভারতে অথবা অন্য কোথাও নির্মাণ আমদানি, রপ্তানি, ক্রয়কারি, বিক্রয়কারি, মজুতকারি প্রতিনিধিত্বকারি, ঠিকাদারি, লেনদেনকারি ব্যবস্থাকারি বণ্টনকারি যোগাযোগকারী পরামর্শকারী, পরিবহণকারী, সরবরাহকারী এবং সংশ্লিষ্ট সকল পরিবেশ বান্ধব দ্রব্যাদি, বায়ো-ডিগ্রেডেবল, পুনর্ব্যবহৃত স্যানিটারি প্যাড এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির বণ্টনকারী হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা।

গ) সংশ্লিষ্ট নির্মাণ, প্রক্রিয়াকরণ, উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, সম্মিলন, তৈরি, গবেষণা, উন্নয়ন এবং স্যানিটারি প্যাড এবং অন্যান্য বিষয়ে লেনদেন, মধ্যস্থতাকারি এবং তাদের কাঁচামাল এবং মহিলাদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যরক্ষার পণ্যাদি ব্যবসা পরিচালন।

৩. খসড়া স্মারকলিপির একটি অনুলিপি এবং প্রস্তাবিত কোম্পানির অ্যাসোসিয়েশনের আর্টিকেলগুলি **২৬ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বৌবাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০১২** ঠিকানায় পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), ১/৩, ব্লক বি, ব্লক ডি, বাঙ্গুর লেক টাউন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৫৫ ঠিকানায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে **২৬ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বৌবাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০১২** ঠিকানায় জানাতে পারেন কোম্পানিকে একটি কপি সহ।

তারিখ- ১২ ডিসেম্বর ২০২৪

আবেদনকারীগণের নাম
১. শ্রীপ্রিয়া খেলিয়া
২. শ্রীমঙ্গলা খৈতান

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : **sbi.05171@sbi.co.in**

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : **sbi.05171@sbi.co.in,** মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৮.০১.২০২৫
সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৮.০১.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৩,৫৫,১৫,৮০২.০০ টাকা** পরবর্তী সুদ সহ বকেয়া পরিমাণ, এনপিএ তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স ক্রিসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রা. লি. রেজি. অফিস - ১৩/৩, মহেন্দ্র রায় লেন, কলকাতা - ৭০০০৪৬, ডিরেক্টর, জামিনদাতা এবং আইনি উত্তরাধিকারীগণ - জৈনাব খালিদ (প্রথম স্ত্রী),** স্বামী প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **আইনি উত্তরাধিকারীগণ - ১) খালিকোয়া এবাদুল্লাহ** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **২) মদীহা এবাদুল্লাহ** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **৩) শিফা এবাদুল্লাহ** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **সকলের ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ১২সি, টাওয়ার ১, হার্টেজ সৃজন পার্ক, ৭২এ, তিলজলা রোড (ডন বসকো স্কুলের নিকট, থানা - বেনিয়াপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **৪) মহ. সানাউল্লাহ,** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, মুসলিম বস্তি, যতীনগড়, থানা - জগন্নাথপুর, পশ্চিম সিংভূম, ঝাড়খন্ড - ৮৩৩২১৪ **এবং** ৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন, থানা - তপসিয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **৫) সাবিয়া রহমান,** স্বামী প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, ১৯, উস্তাদ এনায়েত খান এভিনিউ, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৭ **৬) সিদ্দিকা বানু,** প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ-র মা, **ঠিকানা** - মৌলানাগোদা, পো. এবং থানা - ছামপুয়া, কেওনঝর, ওড়িশা - ৭৫৮০৪১ **এবং** ৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন, থানা - তপসিয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা - তানবীর এবাদুল্লাহ,** মেসার্স ক্রিসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রা. লি., ৩, মেহের আলি রোড, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০১৭ কাছ থেকে।

ক্রম নং	(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত)	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
১.	বসবাসের ভবন : হোল্ডিং নং ১০৬, মৌজা : গোবরা, ৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন, ওয়ার্ড নং ৫৯, কেএমসি অধীন, থানা : বেনিয়াপুকুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৪৬ , (মেট্রো), এরিয়া ২ কাঠা ২ ছটাক ২১ বর্গফুট, এবং তদস্থিত নির্মাণ ঢাকা এরিয়া ১৩০ বর্গফুট দলিল অনুযায়ী (বর্তমানে চার তলা ভবন সমন্বিত), মালিকানা : শ্রীমতি জৈনাব সুলতানা, স্বত্বাধিকারী, স্বত্ব দলিল নং ১-০৬৬০/২০০৪,রেজিস্ট্রিকৃত তারিখ ১৮ ফেব্রুয়ারি ০৪, অতিরিক্ত সাব রেজিস্ট্রার -৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ।	ক) ১,৭৬,২৭,০০০.০০ টাকা খ) ১৭,৬২,৭০০.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা
২.	বসবাসের ফ্ল্যাট : একতলায় প্রেমিসেস নং ৪১, তালপুকুর, বাঘাযতীন রোড, থানা : যাদবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬(মেট্রো), ১০২০ বর্গফুট, স্বত্বাধিকারী মেসার্স ক্রিসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রা লি, কোম্পানি, **স্বত্ব দলিল নং : ১-০৪৭৭,** রেজিস্ট্রিকৃত তারিখ ০৪ মার্চ ০৪,জেলা সাব রেজিস্ট্রার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ।	ক) ১৮,৬৬,০০০.০০ টাকা খ) ১,৮৬,৬০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা
৩.	বসবাসের ফ্ল্যাট : প্রেমিসেস নং ৪১, ৩য়তল, তালপুকুর,থানা : যাদবপুর, বাঘাযতীন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬, ১২০০ বর্গফুট, খালিদ এবাদুল্লাহ (প্রয়াত), নামে, **স্বত্ব দলিল নং ১-১৫২৫০/২০০৬,** রেজিস্ট্রি তারিখ ১৩ নভেম্বর ০৬, জেলা সাব রেজিস্ট্রার : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ।	ক) ২২,৯০,০০০.০০ টাকা খ) ২,২৯,০০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা
৪.	বসবাসের ফ্ল্যাট : প্রেমিসেস নং ৪১, ৪র্থতল, তালপুকুর, থানা : যাদবপুর, বাঘাযতীন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬, ((মেট্রো), ৬০০ বর্গফুট, স্বত্বাধিকারী খালিদ এবাদুল্লাহ (প্রয়াত), **স্বত্ব দলিল নং : ১-১৫২৪৯,** রেজিস্টার্ড তারিখ ১৭ নভেম্বর ০৬, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স -১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।	ক) ১১,৪৬,০০০.০০ টাকা খ) ১,১৪,৬০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২১.০১.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১৩২৯৭

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://ebkray.in** এবং/বা **https://BAANKNET.com**

খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে।

তারিখ : ০৯.০১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, পোস্ট এবং জেলা - হুগলি
পিন - ৭১২১০৩, ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০ ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট IV-A
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন রুল ৮(৬)]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন,
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৪.০২.২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে।**

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১	ক) **শ্রীমতি আখতারি বিবি,** স্বামী শ্রী বাবুজান আনসারি, ১৫, চম্পা রোড, রিষড়া, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, ৭১২২৪৮, পশ্চিমবঙ্গ এবং **শ্রী গুলাম জিলানি আনসারি,** পিতা শ্রী বাবুজান আনসারি, ১৫, চম্পা রোড, রিষড়া, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, ৭১২২৪৮ । খ) শাখা : বিষড়া	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ০৪ ছটাক ৪০.৫ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা : রিষড়া, জেএল নং ২৭, আরএস দাগ নং ৪২৫০, এলআর দাগ নং ১৩৫৯৯,আরএস খতিয়ান নং ৩০২২, এলআর খতিয়ান নং ৪৯৭৪, হোল্ডিং নং ৫/এ/১, মসজিদ লেন, রিষড়া পুরসভা অধীন, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শ্রীরামপুর, উল্লেখ্য দলিল নং ০৬০৫০০৮৩১-২০১৬ সালের, তারিখ ০২.০৩.২০১৬, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৫-২০১৬, পৃষ্ঠা ১৯০৭৩ থেকে ১৯০৯৭, শ্রীমতি আখ তারি বিবির নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** রাজিনা খাতুনের সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** প্রসাদ সাউ এর সম্পত্তি; **পূর্বে :** ৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার সড়ক **পশ্চিমে :** অন্যান্যর সম্পত্তি।	**৩,৮৪,০৫০.০০ টাকা (তিন লাখ চুরাশি হাজার পঞ্চাশ টাকা)** (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) ০৮.০১.২০২৫ অনুযায়ী এবং ০৯.০১.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৫,০০,০০০ টাকা **(পাঁচ লাখ টাকা)** খ) ৫০,০০০ টাকা **(পঞ্চাশ হাজার টাকা)** গ) ১০,০০০ টাকা **(দশ হাজার টাকা)** ঘ) IDIB503918111459 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৪.০২.২০২৫, সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন support.ebkray@psballiance.com

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।

দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. অশ্বিন কুমার দাস, অনুমোদিত অফিসার (মোবাইল : ৯৪৩৯৩৩৯৮৫৫), অভিষেক কর, শাখা ম্যানেজার (মোবাইল : ৯৮৩১৭৬০৬৬২)

তারিখ : ০৮.০১.২০২৫
স্থান : ব্যান্ডেল

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

জলাশয়-ভরাটের বিরুদ্ধে অভিযান চালাল ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বেআইনিভাবে জলাশয়-ভরাটের বিরুদ্ধে অভিযান চালাল পুরাতন মালদা ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর। বুধবার দুপুরে পুরাতন মালদার ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের মহাজীবনগর এলাকার একটি জলাজমি ভরাটের কাজ আটকে দেয় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কর্তারা। ওই এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে প্রায় দেড় বিঘা একটি জলাশয় ভরাট করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। সেই সংক্রান্ত তথ্য জানতে পেরেই তদারকি শুরু করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অফিসারেরা। এরপরই এদিন পুরাতন মালদা ব্লকের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক বিপ্লব কুমার মণ্ডলের নেতৃত্বে মহাজীবনগর এলাকায়

অভিযান চালানো হয়। যারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাদের কয়েকজনকে চিহ্নিত করে দ্রুত মাটি তুলে ফেলার নির্দেশ গ্রহণ করা হয়। প্রশাসনের নির্দেশ পেয়ে তড়িঘড়ি জেসিবি দিয়ে খননের কাজ শুরু করে স্থানীয় কিছু মাটি ব্যবসায়ীরা। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজার শহরের মকদমপুর এলাকার এক ব্যক্তির নামেই ওই জলাশয়টি রয়েছে। দেড় বিঘার এই জলাটি মাটি মাফিয়াদের নজরে পড়েছিল। সেটি প্লট করে বিক্রি করার ক্ষেত্রে বেআইনিভাবে রাতের অন্ধকারে ভরাট করার কাজ চালাচ্ছিল স্থানীয় কিছু মাটি মাফিয়ারা। যদিও এব্যাপারে স্থানীয় কিছু মানুষ বেআইনি এই কাজকর্মের বিরুদ্ধেই সোচ্চার হন। অভিযোগ জানানো হয় পুরাতন মালদার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে।

উল্লেখ্য, পুরাতন মালদার ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের মহাজীবনগর এলাকাটি ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে খানিকটা ভেতরে। গ্রামীণ সড়কের পাশেই অবস্থিত ওই জলাশয়টি। পাশাপাশি এই এলাকাটি জনবসতি সম্পন্ন। বর্তমানে ওই এলাকায় জমির দাম অগ্নিমূল্য। জমি মাফিয়ারা এই জলাশয় ভরাট করার পর প্লট হিসেবে বিক্রি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল বলেও জানতে পেরেছে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর। তারপরেই এই বেআইনি কাজে অভিযান চালিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্তারা।

পুরাতন মালদা ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক বিপ্লব কুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, প্রায় দেড় বিঘা এই জলাশয়টি রাতের অন্ধকারে স্থানীয় কিছু জমি মাফিয়ারা। মাটি ফেলে ভরাট করছিল। সেটা জানতে পেরে এদিন অভিযান চালানো হয়। পুনরায় মাটি খনন করিয়ে পুনরায় জলাশয় তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এই জমির প্রকৃত মালিকের বিরুদ্ধেও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রেও ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে।

ভুয়ো ভারতীয় প্রমাণপত্র করে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বাংলাদেশিদের ভারতীয় ভুয়ো প্রমাণপত্র তৈরি করে দেওয়ার অভিযোগে বারাসাত থেকে গ্রেপ্তার ১ প্রৌঢ়। ধৃতের নাম সমীর দাস (৫৯)। তার বাড়ি বারাসাতের নবপল্লি এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরে নিজের বাড়িতেই চলছিল ভুয়ো প্রমাণপত্র তৈরির কাজ। গোপন সূত্রে সেই খবর পাওয়ার পরেই ডেরায় হানা দিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল বারাসত থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম সমীর দাস। তার বাড়ি বারাসাতের নবপল্লি এলাকায়। সমীরের দু'ছেলে। তার মধ্যে একজন পুলিশে চাকরি করেন। অন্য জন দন্ত চিকিৎসক। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নবপল্লিতে একটি বাড়িতে থাকতেন সমীর দাস। ওই বাড়িতে অস্থায়ীভাবে একটি তথ্য মিত্র কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল সে। এ নিয়ে প্রচারও করত সে। বলা হত, স্বল্প টাকা ব্যয় করলেই যে কোনও প্রমাণপত্র পাওয়া যাবে। প্রায় দু'বছর ধরে এই কারবার চলছিল বলেই অভিযোগ। ভুয়ো পাসপোর্ট কাণ্ডে বারাসাতের সমরেশ বিশ্বাস ও তার ছেলে গ্রেপ্তার হতেই পুলিশের পুরোপুরি স্ক্যানারে চলে যায় সমীর। মঙ্গলবার রাতে বাড়িতে হানা

দেয় বারাসাত থানার বিশাল পুলিশ। চলে জোরকদমে জেরা। দীর্ঘক্ষণ জেরার পর অসঙ্গতি মেলায় বুধবার সকালে তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদিনই তাকে বারাসাত আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে ধৃত সমীর। এ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা আরতি ভদ্র বলেন, মঙ্গলবার গভীর রাতে পুলিশ ওদের বাড়িতে আসে। তারপর কি হয়েছে জানি না। ওরা খুব একটা আমাদের সঙ্গে কথা বলত না। প্রায় ২৫ বছর ধরে এখানে থাকে।

আবাসের কাটমানি রুখতে তৃণমূলের মাইকিং আরামবাগের তিরোলে, কটাক্ষ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবাস যোজনার বাড়ি প্রকল্পে গ্রাহকদের টাকা দেওয়ায় কাটমানির কোপে জেরবার শাসক দলের লোকজন। তিতিবিরক্ত মুখ্যমন্ত্রী নিজেও। তাই তিনি কড়া মনোভাব দেখিয়েছে। আর তাই আরামবাগের তিরোল অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে সতর্ক করতে ময়দানে নেমে পড়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। মাইকিং করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, আবাস যোজনার টাকায় বাড়ি করুন, কেউ টাকার ভাগ চাইলে দেবেন না, আবাস যোজনা নিয়ে তোলাবাজি রুখতে এই ভাবেই মাইক প্রচার আরামবাগের তিরোল অঞ্চল তৃণমূলের। এদিন সকাল থেকেই তিরোল পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় মাইক প্রচার করে গ্রাহকদের সতর্ক করছে তৃণমূল নেতারা। তিরোল অঞ্চল তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি কাজী নিজামুদ্দিন ওরফে কাজী কোচন নিজেই মাইক প্রচারে নেমেছেন। তিনি আবার আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পদেও আসীন। তিরোল পঞ্চায়েত এলাকায়

অভিযোগ না উঠলেও অনান্য পঞ্চায়েত এলাকা থেকে আবাস যোজনায় কাটমানি চাওয়ার একাধিক অভিযোগের কথা শুনেই নিজের এলাকায় এই পদক্ষেপ বলে দাবি তিরোল তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি কাজী নিজামুদ্দিনের।

এদিকে এই মাইক প্রচার নিয়ে কটাক্ষ শুরু করেছে বিজেপি। এ প্রসঙ্গে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি বিমান ঘোষের দাবি, মানুষের পাশে দাঁড়াতে নয়, তৃণমূলের যে গোষ্ঠী কাটমানি পায়নি, তারাই মাইক প্রচার করছে যাতে তারা কাটমানি পেতে পারে। এলাকার বাসিন্দারা বলেন, এলাকার প্রাক্তন প্রধান তথা বর্তমান পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নিজামুদ্দিন আমাদের কাছে এসে বললেন, আবাসের টাকা কাউকে দেবেন না। উনি নিজেই প্রচার করছেন। এই বিষয়ে কাজী নিজামুদ্দিন বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার কোনও টাকা দেয়নি। কিন্তু আমাদের নেত্রী তথা জন দরদী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই উদ্যোগ নিয়ে আবাসে টাকা দিয়েছেন। অথচ কিছু দিন যাবত কাটমানি নিয়ে জেরবার এলাকা। তাই আমি নিজেই গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষকে সতর্ক করছি।

ম্যারাথন দৌড়ের মধ্য দিয়ে সূচনা হলো সিউড়ি উৎসবের। সূচনা লগ্নে উপস্থিত সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, সিউড়ি থানার আইসি সঞ্চয়ন ব্যানার্জি সহ সিউড়ি পুরসভার কাউন্সিলর গন। এদিন প্রায় ২০০ জন এই ম্যারাথন দৌড়ে অংশগ্রহণ করে। বৃহস্পতিবার থেকে সিউড়ি ইরিগেশন কলোনির মাঠে অনুষ্ঠান চলবে আগামী ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত।

গণধর্ষণের পর আত্মঘাতী মহিলা, দোষী সাব্যস্ত পাঁচ অভিযুক্তর যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: গণধর্ষণের পর লোক লজ্জার ভয়ে আত্মঘাতী হয়েছিলেন এক মহিলা। সেই গণধর্ষণ ও আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার মামলায় অভিযুক্ত পাঁচ যুবককে বুধবার দোষী সাব্যস্ত করে কৃষ্ণনগর ফাস্ট ট্রাক আদালতের বিচারক দেবদীপ মান্না। ২০২১ সালের ৪ এপ্রিল ঘটনাটি ঘটেছিল কৃষ্ণনগরে। সেই সময় খ্রিস্টানদের বিশেষ উৎসব চলছিল গোটা এলাকা তাতে মেতেছিল। সেই সময় ওই যুবকদের একজন মহিলাকে তার বন্ধুর নাম করে পাশের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়। ফাঁকা বাড়িতে মহিলার বন্ধু ও চারজন মিলে ধর্ষণ করে। গোটা ঘটনা বাড়ি ফিরে তার স্বামীকে জানান। শেষ পর্যন্ত সামাজিক সম্মানহানির ভয়ে নিজের ঘরে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী হয়। বুধবারে জেলা ও দায়রা আদালত থেকে পাঁচজনকে দোষী সাব্যস্ত করে ৩৭৬ ডি এবং ৩০৬ আইটিসিতে দোষীদের সাজা ঘোষণা হল। ৩৭৬ ডি তে যাবজ্জীবন এবং তার সঙ্গে কুড়ি হাজার টাকা ফাইন করা হয়েছে অনাদায়ে আরও ৬ মাসের জেল হেপাজত। ৩০৬ ধারাতে ১০ বছর জেল এবং ১০ হাজার টাকা ফাইন অনাদায়ে আরও ৬ মাসের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন কৃষ্ণনগর জেলা আদালতের বিচারক।

আবেদন না করেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরকারি লোনের টাকা

টাকা তুলতে চাপ দেওয়ার অভিযোগ সিভিকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: আবেদন না করেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরকারি এসসিপি (মহিলাদের স্বর্নিভর করতে) লোনের টাকা , টাকা তুলে দিতে চাপ দিচ্ছেন সিভিক ভলান্টিয়ার, যিনি আবার স্থানীয় পঞ্চায়েতের সুপারভাইজার। রাজ্যে একের পর এক সিভিক ভলান্টিয়ারে বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এবার গরিবের অ্যাকাউন্টে সরকারি প্রকল্পের টাকা ঢুকিয়ে হুমকি দিয়ে জোর জুলুম করে টাকা দিতে হুমকির অভিযোগ এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানার সুটিয়া বারাসাতের বাসিন্দা কবিতা দাস এবং জ্যোৎস্না দাস সহ আরও একাধিক অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা ঢুকেছে গত মাসে। অভিযোগ তারপর থেকে সেই টাকা তুলে দিতে চাপ দিচ্ছেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার। তবে এই ঘটনা এই প্রথমবার নয়। কবিতা দাস ও জ্যোৎস্না দাস নামে দুই মহিলার অভিযোগ এর আগেও তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা করে ঢুকেছিল। সেই টাকা তুলে দিয়ে দিতে হয়েছে এলাকার সিভিক ভলান্টিয়ার তাপস মণ্ডলকে। তারা এর আগে মোট ৩১ হাজার টাকা তাপসকে তুলে

দিয়েছে। তবে এই টাকা কিসের টাকা ছিল তা তারা জানেন না। গত মাসে কবিতা দাসের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ফের ১০ হাজার টাকা ঢুকেছে। তারপর থেকে তাপস মণ্ডল তাদের বাড়িতে গিয়ে ব্যাংক থেকে সেই টাকা তুলে তাকে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন। কবিতা দেবীর দাবি, তিনি ব্যাংকে গিয়ে জানতে পারেন তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এসসিপি লোনের টাকা ঢুকেছে। তবে তিনি কোনও লোনের জন্য আবেদন করেননি। ব্যাংকে টাকা ঢোকার পর থেকে তাপস এবং তার স্ত্রী বারবার তাদের বাড়িতে আসছেন এবং টাকা তুলে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছেন। এই বিষয়ে তাপসের বক্তব্য না পাওয়া গেলেও তার স্ত্রী সরস্বতী মণ্ডল অবশ্য স্বীকার করে নিয়েছেন ওই দুই মহিলার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকানো হয়েছিল। তবে সেই টাকা ১০০ দিনের কাজের টাকা বলে দাবি করেছে তিনি। তার আরও দাবি, অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকানো হবে সেই কথা ওই মহিলারা জানতেন। তারা সব জেনে টাকা ঢোকানোর জন্য ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়েছিলেন। সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা আনন্দ কুমার বালার দাবি তাপসের স্ত্রী তৃণমূলের স্থানীয় মহিলা সমিতির দায়িত্ব রয়েছেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে এই সমস্ত মহিলাদের দিয়ে কাগজ স্বাক্ষর করে নিতেন। তারপরে ব্যাংকে টাকা ঢোকানো হত। যা এই মহিলারা জানতেন না। সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে এই সমস্ত কাজ করিয়ে তার ফায়দা লুটত তৃণমূলের নেতারা। সিভিক ভলান্টিয়ারের কাজ করার পাশাপাশি পঞ্চায়েতের সুপারভাইজারের কাজ করে তাপস। তবে বিজেপির তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাগচি। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন গাইঘাটার বিডিও নীলাদ্রি সরকারও।

কালনা-শান্তিপুর ব্রিজের কাজ আটকে জমিজটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: জমিজটে আটকে কালনা-শান্তিপুর ব্রিজ নির্মাণের কাজ। পর্যাপ্ত জমি না মেলায় শুরু হয় নি ব্রিজের কাজ।বহু জমির মালিক জমি দিলেও অনেকেই সঠিক দাম না পাওয়ায় জমি দিতে চাননি। যদিও বিধায়কের দাবি, ব্রিজ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গিয়েছে, বাকি অনিচ্ছুকরা জমি না দিলেও সমস্যা হবে না। পূর্ব বর্ধমানের কালনা ও নদিয়া জেলার শান্তিপুরের মাঝ দিয়ে বয়ে গিয়েছে ভাগীরথী নদ। সারাদিনে কয়েক হাজার যাত্রী, যানবাহন পারাপার করে কালনা ও শান্তিপুর ফেরিঘাট দিয়ে। দুই পারের যাতায়াত নদীপথে লঞ্চের ওপর নির্ভরশীল।কয়েক বছর আগে নৌকা ডুবিতে প্রাণ হারায় যাত্রীরা। এছাড়াও কুয়াশা ও নদীতে জল বাড়লেই বন্ধ থাকে দুই পাড়ের লঞ্চ পরিষেবা। সমস্যায় পড়ে যাত্রীরা। দুই পারের মানুষজনের দাবি মেনেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন ২০২২ সালে ব্রিজ নির্মাণ করার।

ঘোষণার কয়েক বছর পেরিয়ে গেলেও আজও ব্রিজ নির্মাণ হয়নি। জমিজট প্রধান সমস্যা। কালনার পূর্ব সাতগাছিয়া পঞ্চায়েতের কয়েকটি মৌজার এসটিকেকে সংযোগকারী রাস্তার দু'পাশের শতাধিক জমি মালিকদের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয় প্রশাসনের। অনেক সরকারী নির্ধারিত মূল্যে জমি দিলেও এখনও কয়েকজন জমি মালিক এই নির্ধারিত মূল্যে জমি দিতে নারাজ। আরও বেশি দাম দিলে জমি বিক্রি করবেন বলে জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, এই কয়েকটি মৌজায় সরকারের চিহ্নিত জমিতে রয়েছে ফসলের জমি,বাগান,বসত বাড়ি।জমির চরিত্র নির্ণয় করে দাম নিধারণ করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী এখনও কয়েক জন দাম কম পাওয়ায় সরকারকে জমি দিতে নারাজ। তারা এলাকায় পোস্টার দিয়ে হয় পুনর্বাসন নয় বেশি ন্যায় মূল্য দাবি জানিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, কয়েকজন জমি না দেওয়ায় সমস্যা রয়েছে,আগামী দিনে মিটে যাবে। কালনার বিধায়কের বক্তব্য, ব্রিজের প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গিয়েছে, কয়েকজন অনিচ্ছুকরা জমি না দিলেও ব্রিজ তৈরিতে সমস্যা হবে না। দ্রুত কাজ শুরু হবে।

উদ্ধার বিপুল পরিমাণ চোলাই মদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ফের হানা দিয়ে অবৈধ চোলাই মদ বাজেয়াপ্ত করল আবগারি দপ্তর ও সাঁকরাইল থানার পুলিশ। সাঁকরাইল থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫০ লিটার ও ১৬০০ লিটার চোলাই মদ তৈরির উপকরণ-সহ উদ্ধার করে নষ্ট করে দেয় আবগারি দপ্তর ও সাঁকরাইল থানার পুলিশ। এদিন অভিযান চালানো হয় সাঁকরাইল ব্লকের বেনাগেড়িয়া,ভালুকবাসা, কুলটিকরী সহ সাঁকরাইলের বিস্তীর্ণ এলাকায়। সাঁকরাইল থানার ওসি নীলমাধব দলাই জানান, অভিযোগ পেয়ে ওই গ্রামগুলিতে গিয়ে অভিযান চালিয়ে ৫০ লিটার চোলাই মদ ও ১৬০০ লিটার চোলাই মদ তৈরির উপকরণ বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বাজেয়াপ্ত করা হয় পাঁচটি অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি। পুলিশ ও আবগারি দপ্তর এলাকায় অভিযান চালাতে গেলে চোলাই মদ ব্যবসায়ীরা পালিয়ে যায়। যার ফলে কাউকে পুলিশ আটক করতে পারেনি। আবগারি দপ্তর ও পুলিশের পক্ষ থেকে যদি সঠিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে এই এলাকায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে না। এদিন আবগারি দপ্তর ও সাঁকরাইল থানার ওসি নীলমাধব দলাইয়ের নেতৃত্বে চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযানে খুশি এলাকার মানুষজন।

উদ্ধার ২৪৫ কেজি শব্দবাজি, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: নিষিদ্ধ শব্দবাজির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশের। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের অন্তর্গত বেলিয়াবেড়া থানার ফেঁকো হাটে বেলিয়াবেড়া থানার ওসি সুদীপ পালোধীর নেতৃত্বে এক ব্যক্তির কাছ থেকে প্রায় ২৪৫ কেজি নিষিদ্ধ শব্দ বাজি উদ্ধার করল বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। সেই সঙ্গে ওই বাজি বিক্রেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধৃত বাজি বিক্রেতার নাম হুকুমত খান (৩৫)। সূত্রের খবর, সামনেই মকর পরব তাই বাজি বিক্রি করার জন্য ওই বাজি বিক্রেতা ফেঁকো হাটে গিয়েছিল। ধৃত ওই ব্যক্তিকে বুধবার ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে পেশ করে বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) সৈয়দ মহম্মদ মামদুল্লা হাসান বলেন, 'সব নিষিদ্ধ বাজি ছিল, পাশাপাশি নিষিদ্ধ বাজিগুলি সব নষ্ট করে দেওয়া হবে।'

গোরু চোর সন্দেহে খুঁটিতে বেঁধে মার উত্তেজিত জনতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: গোরু চোর সন্দেহে গণপ্রহার। খুঁটিতে বেঁধে রাখা হল সন্দেহভাজনকে। উত্তেজনা উত্তেজিত জনতার রোষ থেকে সন্দেহভাজনকে বাঁচাতে হিমশিম খেতে হল পুলিশকে।

জামুড়িয়ার বিজয়নগরে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার বুধবার। পিকআপ ভ্যান সহ গোরুটি ধরে ফেলে গ্রামবাসীরা। ঘটনাস্থলে জামুরিয়া থানার পুলিশ পৌঁছে উদ্ধার করে গোরুটি ও জনতার হাত থেকে সন্দেহভাজনকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ধৃত পাপু আনসারির দাবি, তাঁর বাড়ি আসানসোলের রেলপার এলাকায়। তিনি গাড়িচালক। সঙ্গে তিনজন এসেছিলেন। স্থানীয় গরিব কাজির কাছে ওই গোরুটি কিনেছেন। তাঁরা

চুরি করেননি। গ্রামবাসী জয়দেব ঘোষ জানান, গ্রামে গত কয়েকমাসে ৫০টির বেশি গোরু চুরি গিয়েছে, কয়েকদিন আগে তাঁরও একটা গোরু চুরি যায়। পুলিশকে জানিয়েও কোনও কাজ হচ্ছে না বলে জানান তিনি। এলাকায় গোরু চুরি নিয়ে উদাসীন পুলিশ। ফলে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসলে উত্তেজনা বাড়ে। শেষমেশ গোরু চোর সন্দেহে ধৃত ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রাইমারি স্কুলে খাদ্যমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিভিন্ন প্রাইমারি স্কুলে খাদ্য মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পড়াশোনার ফাঁকে রন্ধন এবং খাদ্য নিয়ে বিনোদনের মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের কিছু শেখানোই এর উদ্দেশ্য। বুধবার হাওড়ার শ্যামপুরের মজ্জেত হরিজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল এমনই এক খাদ্য মেলা। পিঠে পুলি থেকে শুরু করে ফুচকা, পাস্তা, চাউমিন, ঘুগনি সব কিছুর স্টল ছিল। ক্রেতা ছিলেন স্কুলে আসা প্রাক্তনী, অভিভাবক ও শিক্ষকরাও। এদিন দেখা গেল পাস্তা নামক খাবারের চাহিদা ছিল তুঙ্গে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক কুন্তল বেরা জানান, 'এই ধরনের কর্মসূচি ছাড়া ও মিড ডে মিলে সবজির সংকুলান করতে শিক্ষকরা নিজেদের খরচায় সবজি বাগান ও করেছেন।' পরিদর্শনে আসেন এসআই মধুরিমা দাস।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় বালুরঘাটে শুরু সবলা মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের উদ্যোগে এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় বালুরঘাটে শুরু হল সবলা মেলা। বালুরঘাট হাইস্কুল ময়দানে শুরু হওয়া এই মেলা চলবে, আগামী ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। বুধবার এই মেলার শুভ সূচনা লগ্নে উপস্থিত ছিলেন, রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিণ কৃষ্ণা, জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা ম্যাকিনটোশ বার্ণ লিমিটেডের চেয়ারম্যান শংকর চক্রবর্তী, অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) শুভজিৎ মণ্ডল সহ আরো অনেকে। জানা গিয়েছে, আগামী কয়েকদিন ধরে শুধুমাত্র মেলা নয়, মেলার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠানও চলবে মেলা প্রাঙ্গণে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি হস্তশিল্প, বস্ত্রের প্রদর্শনী ও বিক্রির ব্যবস্থা রয়েছে এই মেলাতে। মেলা প্রতিদিন দুপুর ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে। এই মেলায় থাকছে রকমারি শাড়ি, রেডিমেড পোশাক, ঘর সাজানোর জিনিস, পাটজাত সামগ্রী, উন্নত মানের তুলাইপাঞ্জি চাল ইত্যাদি।

এবিষয়ে জেলা শাসক বিজিণ কৃষ্ণা জানান, সবলা মেলা প্রত্যেক বছরই করা হয়। যেখানে স্বনির্ভর দলের তৈরি হস্তশিল্প ও বস্ত্রের প্রদর্শনী ও বিক্রির ব্যবস্থা থেকে। এ বিষয়ে রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র জানান, মেলার মধ্যে দিয়ে বিশেষত মহিলারা যাতে অন্তত কিছু উপার্জন করার ব্যবস্থা খুঁজে পেতে এই আয়োজন।

আলুতে হতাশ চাষিরা, সরিষা সহ বিকল্প চাষে নজর

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: আলু চাষ নিয়ে হতাশ বাঁকুড়ার চাষিরা। এ জেলায় আলু চাষ লাভজনক হলেও, চাষিরা রয়েছেন দোটানায়। অনেক চাষি আলু কমিয়ে সরিষা সহ অন্য ফসল চাষের কথা ভাবছেন। বুধবার অযোধ্যা, আমরাল, লায়েকবাঁধ, পাঁচাল ও ভড়ার চাষিদের সঙ্গে কথা বলে এমনটাই জানা যায়।

আলু চাষি ও সংরক্ষণকারীদের বক্তব্য, আলু নিয়ে রাজ্য সরকার সুনির্দিষ্ট নীতি না নেওয়ায় একদিকে যেমন বছরের অধিকাংশ সময় জেলাবাসীরা বেশি দামে আলু কিনে খেতে বাধ্য হয়ে আলু খরচ কমাচ্ছেন। অন্যদিকে, আলুর পাহাড় জমে থাকছে জেলার হিমঘরগুলিতে। ভিন রাজ্যে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও রপ্তানি করতে পারছেন না সরকারি নির্দেশে। এদিকে গত ডিসেম্বর ২০২৪ এর শুরু থেকেই নতুন আলু বাজারে চলে আসায় কমতে শুরু করে পুরানো আলুর দর ও চাহিদা। পুরানো আলুর দর ৩০ -৩৫ টাকা কিলো থেকে নেমে ২২ থেকে ২৫ টাকা হয়েছে।

চাষিদের কথায় পঞ্জাবের আলু সেভাবে আসে না বাঁকুড়ার

বাজারগুলিতে। জেলায় এই আলুর চাহিদাও কম। তাই কিছুটা হলেও এটা তাদের কাছে স্বস্তির কারণ। তবে অন্য একটা সমস্যাও রয়েছে। রক্তে সুগার বাড়ার ভয়ে অনেকে আলু খাওয়া কমাচ্ছেন। এসবের মাঝে পড়ে তাঁরা আলু চাষ নিয়ে দোটানায় রয়েছেন। এ রাজ্যে সব থেকে বেশি চাষ হয় জ্যোতি আলু। এছাড়াও পোখরাজ, কে বাইশ ও চন্দ্রমুখী আলুর চাষ হয়। বাঁকুড়া জেলায় জ্যোতি, কে বাইশ ও পোখরাজ আলুর চাষ বেশি হয়।

এ রাজ্যে কে বাইশ ও পোখরাজ আলুর তেমন চাহিদা নেই। তাই এই প্রজাতির বেশির ভাগ আলু রপ্তানি করা হয় পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড, বিহার ও ওড়িশা সহ বিভিন্ন রাজ্যে। কিন্তু, গত অক্টোবর থেকে সরকারি নির্দেশে এ রাজ্যে আলু রপ্তানি বন্ধ রয়েছে। এতে জেলার হিমঘরগুলিতে জমে যায় লক্ষ লক্ষ বস্তা আলু। প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির হিসাবে বাঁকুড়া জেলাতে জমে রয়েছে ৫ লক্ষ বস্তা আলু। এই জমে থাকা আলু নিয়েই চাষি ও সংরক্ষণকারীরা সংকটে।

চাষি ও সংরক্ষণকারীদের বক্তব্য,গত বছর বাঁকুড়া সহ রাজ্যে আলুর উৎপাদন কম হয়নি। সেই আলুর একটা বড় অংশই হিমঘরগুলিতে এখনও জমা রয়েছে। তারপরেও রাজ্যে আলুর ঘাটতির কারণ দেখিয়ে ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানি বন্ধ করে রেখেছে রাজ্য সরকার। অন্যদিকে মেয়াদ শেষ হলেও বাঁকুড়া জেলার হিমঘরগুলিতেই মজুত রয়েছে প্রায় ৫ লক্ষ প্যাকেট আলু। চাষিদের বক্তব্য, রাজ্যে আলুর চড়া দর ধরে রাখায় প্রকৃতপক্ষে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। এতে কালোবাজারি ও মজুতদারদের সুবিধা হচ্ছে। এখন পুরনো আলু হেলায় বিক্রি করা ছাড়া উপায় নেই।

এ প্রসঙ্গে ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য, গত মরসুমে রাজ্যের প্রায় ৫০০ হিমঘরে ১২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৪ হাজার ২৪৩ বস্তা আলু সংরক্ষণ করা হয়েছিল যা রাজ্যের চাহিদার তুলনায় অনেকটাই বেশি। অথচ সারা বছর রাজ্যের খোলাবাজারে আলুর দাম ছিল স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই বেশি। গড়ে ৩০ থেকে ৩৫ টাকা কিলো। ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানি হওয়ায় রাজ্যের বাজারগুলিতে জোগান কমছে বলেই বাড়ছে দাম! সেই যুক্তি তুলে ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে রাজ্য সরকার। এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকারের কাছে আবেন করে আসছেন আলু সংরক্ষণকারী ও ব্যবসায়ীরা। আলুর দর নিয়ন্ত্রণ ও পরিস্থিতি মূল্যায়নে নামানো হয় টাস্ক ফোর্স। তারপরেও রপ্তানি নিয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত বদল হয়নি এমনকি রাজ্যের বাজারগুলিতে কমেনি আলুর দাম। সেকারণে আলুর চাষ কমিয়ে সরিষা চাষে ঝুঁকছেন চাষিরা।

চাকরি দিয়ে ফুটবলের উন্নতিতে দৃষ্টান্ত রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী: সৃঞ্জয় বসু

ময়দানে সবার প্রথম বাংলার ফুটবলারদের সংবর্ধনা ভবানীপুর স্পোর্টিং ক্লাবে

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

সন্তোষ জয়ী বাংলা দলকে ভবানীপুর স্পোর্টিং ক্লাবের সংবর্ধনা। ডানদিকে ভবানীপুর ক্লাবের প্রাণপুরুষ স্বপন সাধন বসু (টুটু)।

ভবানীপুর ক্লাব। ময়দানের মধ্যমণি। তিন প্রধানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফুটবল উন্মাদনার 'প্রাণ' ধরে রেখেছে এই ক্লাব। সেই ক্লাবেই গর্বের উৎসব। সংবর্ধিত করা হল সন্তোষজয়ী বাংলা দলকে। মোহনবাগান- ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান যেখানে পিছিয়ে, সেখানেই যেন এগিয়ে থাকল টুটু বসু-সৃঞ্জয় বসুদের ভবানীপুর স্পোর্টিং ক্লাব। ময়দানের প্রথম ক্লাব যারা বাংলার সাফল্যে উৎফুল্ল। আয়োজন হল উৎসবের। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে চাঁদের হাটে উপস্থিত হয়েছিলেন মোহনবাগানের সভাপতি ও ভবানীপুর ক্লাবের প্রাণপুরুষ স্বপন সাধন বসু (টুটু বোস)। ভবানীপুরের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান দেখে তিনি স্বাভাবিকভাবেই আবেগতাড়িত। সুনামে ভাসালেন তাঁরই ছেলে সৃঞ্জয় বসুকে (টুম্পাই)। সৃঞ্জয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমেই যে ভবানীপুর ক্লাব আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। টুটু বসু বললেন, 'আমি যখন এই ক্লাবকে দেখেছিলাম তখন পঞ্চম ডিভিশনের ফুটবল খেলত। সন্তানের মতো করেই যত্ন করব বলে দত্তক নিয়েছিলাম। দায়িত্ব দিয়েছিলাম ছেলে সৃঞ্জয়কে। নিজের ছেলে বলে বলছি না, ও যে এত বড় সংগঠক তা বুঝিনি তখন। আজ এই ভবানীপুর ক্লাব পঞ্চম ডিভিশন থেকে প্রিমিয়ার ডিভিশনের উন্নীত করেছে সৃঞ্জয়। এরচেয়ে বেশি কিছু চাইনি। না হলে যে মোহনবাগানকেও টেক্কা দিয়ে দিত। কিন্তু মোহনবাগান আমার প্রাণ'।

শুধু তো এই সন্তোষ জয়ীদের সংবর্ধনাই নয়, গোটা বছরই ফুটবলার ও ক্রিকেটারদের পাশে থাকতে ভালবাসেন সৃঞ্জয় বসু। ভবানীপুরের খেলা থাকলেই সৃঞ্জয় সময় বের করে চলে আসেন মাঠে। ভাল খেললে পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিতও করেন। খেলোয়াড়দের আপদে-বিপদে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। আসলে, গুণীদের কদর করতে জানে সৃঞ্জয় বসুর হাত ধরে সাবালক হয়ে ওঠা ভবানীপুর ক্লাব।

এই ভবানীপুর স্পোর্টিং ক্লাব বছরের পর বছর বাংলার ফুটবল মাতিয়ে রেখেছে। প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে উন্মাদনার। এই যে সন্তোষ জয়ী বাংলা দল, তাতেও এই ক্লাবের রয়েছে ৪ ফুটবলার। শুধু তাই নয়, গত ৩ মরসুমে এই ক্লাবেই খেলেছেন এবারের সন্তোষ জয়ী দলের সবমিলিয়ে ৯ ফুটবলারও। খেলোয়াড় তুলে আনতে, ফুটবলারদের বড় হয়ে ওঠার আশ্রয়স্থলই ভবানীপুর স্পোর্টিং ক্লাব। সৃঞ্জয় বসু মঞ্চে গর্ব করেই জানিয়েছেন এইসব কথা। তবে বাংলার ফুটবলের উন্নতিতে কৃতিত্বের ষোলভাগ তিনি দিতে চান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সৃঞ্জয় বসু বলেন, 'এর আগে এমন জয়ের কৃতিত্বে রাজ্য সরকারকে সংবর্ধনা, আর্থিক পুরস্কার অনেকবারই দিতে দেখা গেছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে সবাইকে চাকরি দিয়ে উৎসাহিত করলেন তা বাংলার ফুটবলে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল। শুধু তো একটা চাকরি নয়, তাদের পরিবারও পরোক্ষে উপকৃত হবে। আরও মন দিয়ে খেলতে পারবে তারা।' ভবানীপুরের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেই উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তাঁর সামনেই সৃঞ্জয় বসু বলেন, 'রাজ্য সরকার ক্রীড়া উন্নতিতে, পরিকাঠামোর জন্য ঢেলে সাজাচ্ছে। কিশোর ভারতীর মতো স্টেডিয়ামও এখন আইএসএল খেলার ছাড়পত্র পাচ্ছে। এটা সত্যিই গর্বের।'

রবি হাঁসদা ব্যক্তিগত কাজে আটকে যাওয়ায় আসতে পারেননি। বাকিরা সবাই হাজির। ভবানীপুরেও একেবারে চাঁদের হাঁট। হাজির প্রাক্তন ফুটবলাররা। ডেনসন দেবদাস, শিল্টন পাল থেকে সুব্রত ভট্টাচার্য, শিশির ঘোষ, কম্পটন দত্ত কে ছিলেন না অনুষ্ঠানে। আইএফএ'র চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, সচিব অনির্বাণ দত্ত সহ সহসভাপতি সৌরভ পাল, স্বরূপ বিশ্বাস, সহসচিবরাও হাজির হয়েছিলেন।

ভবানীপুর ক্লাবের পক্ষ থেকে টুটু বসু ৩ লাখ টাকা আর্থিক পুরস্কার তুলে দেন গোটা সন্তোষের দলকে। এছাড়াও প্রত্যেককে হাতঘড়িও উপহার দেওয়া হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ফুটবল এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই যে লক্ষ্য সবায়ের। তবে তাল কেটেছে জমকালো এই অনুষ্ঠানেরও। সন্তোষ জয়ী দলকে ময়দানে প্রথম ভবানীপুর ক্লাবের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মহমেডান কর্তাকে দেখা গেলেও, দেখা যায়নি মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের কোনও প্রতিনিধিকে। বাংলার স্বার্থে সৃঞ্জয় বসুর উদ্যোগে এমন অনুষ্ঠানেও ময়দানের অঙ্ক কষাকষি নাকি! ময়দানের বটতলায় এ'নিয়ে গুঞ্জন থামার নয়।

আইপিএলের আদলে নিলাম কাঁকুড়গাছি স্বপ্নারবাগান প্রিমিয়ার লিগে, আসছেন সন্দীপ পাটিল

টানা ৯ বছর ধরে চলছে কাঁকুড়গাছিতে স্বপ্নারবাগান প্রিমিয়ার লিগ। প্রতিবছরই কোনও না কোনও তারকা এসেছেন তাদের টুর্নামেন্টে। কার্সন ঘাউরী, মদন লাল, দিলীপ বেঙ্গসরকারের মতো তারকারা এসেছিলেন পুরস্কার দিতে টুর্নামেন্ট সেরাদের।

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের নিলামের টানটান উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ ফিরিয়ে আনল কাঁকুড়গাছির স্বপ্নার বাগান স্পোর্টিং ক্লাব। স্বপ্নার বাগান প্রিমিয়ার লিগে ঠিক একইভাবে তৈরি হল দল। যেখানে আটটি ফ্র্যাঞ্চাইজি তাদের নয় জন ক্রিকেটার নিয়ে দল সাজিয়ে ফেলল। চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ও অতীতের পারফরমেন্স দেখে কিনে নিল আটজন করে পুরুষ ও একজন করে মহিলা ক্রিকেটার। এই নিয়ে নবম বছরের এই টুর্নামেন্ট। তাতেই দ্বিতীয় বছর থেকে নিলামের অভিনবত্বে ব্যাপকভাবে সাড়া ফেলেছে। গতবার টুর্নামেন্টে এসেছিলেন মদন লাল ও দিলীপ বেঙ্গসরকারের মতো তারকা। এসেছিলেন কার্সন ঘাউরীর মতো তারকাও। এবার ২৬ জানুয়ারি এই টুর্নামেন্টে আসছেন সন্দীপ পাটিল। পাঠিয়ে দিয়েছেন শুভেচ্ছাবার্তাও। যারা একসময় ক্রিকেট খেলতেন, সময়ের অভাবে সেভাবে খেলা হয় না। তাদেরকেই নতুন করে মাঠে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে কাঁকুরগাছির স্বপ্নার বাগান স্পোর্টিং ক্লাব। চল্লিশোর্ধদের জন্যই এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হচ্ছে। নিলামে অংশ নিতে শুধু স্থানীয়রাই নয়, নাম লিখিয়েছিলেন কলকাতার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তের ক্রিকেটাররা। এমনকি একসময় প্রথম শ্রেণি খেলা ও ক্লাব ক্রিকেট খেলা ক্রিকেটাররাও নিলামে অংশ নেন। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরকেও ক্রিকেটে ফিরিয়ে আনতে এই অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে স্বপ্নার বাগান। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, নবীন প্রজন্ম প্রচুর ক্রিকেট খেলছে। আমরা চেয়েছি প্রাক্তনদের ফের মাঠে ফেরাতে। সে'কারণেই চল্লিশোর্ধদের নিয়ে এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হচ্ছে।

Howrah Municipal Corporation
Borough Commitee-IV
82, Narasingha Dutta Road, Howrah-711101
E-TENDER
NIT No: E-TN/006/ A.E./Br-IV/ 24-25, Date : 08.01.2025
For details of N.I.T. please refer to Notice Board of Borough-IV & also H.M.C. website i.e. **www.myhmc.in** & **www.wbtenders.gov.in** Bid submission starting date **09.01.2025.** Bid submission closing date **15.01.2025.** Sd/-
Assistant Engineer
Borough-IV, H.M.C.

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
NIT
E-Tender ID: 2024_MAD_797117_1
Tender No. KDHM/39/WS/24-25
Categories of Work: Software Development Last date of Submission of Tender 20.01.2025. Details of notice can be seen at : **www.khardahmunicipality.in** & **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITY
NOTICE INVITING E-TENDAR 1st Call
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-08/24-25, Memo No-07, Date-07/01/2025
Tender Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samity. Bid Submission Start Date- **08.01.2025.** Bid Submission end Date- **14.01.2025.** Bid Submission Closing Date- **17.01.2025.** For Details Please Visit website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samity
Daspur :: Paschim Medinipur

গঙ্গাবক্ষেই রোয়িং, ব্রিটিশ আমলের পরম্পরা বজায় রাখল সিআরসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: শীতের কুয়াশা ঘেরা চাদর। গঙ্গাবক্ষে মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। একঝাঁক দল রোয়িং করে বেড়াচ্ছে সেই গঙ্গায়। দেখার জন্য মুখিয়ে দু'পাড়ের মানুষজন। আসলে, এটাই ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের সিগনেচার ইভেন্ট, ব্যারাকপুর রো। ব্রিটিশ আমলে শুরু হওয়া সেই ধারাই বজায় রেখে চলেছেন ক্লাবের সচিব চন্দন রায়চৌধুরী। বাবুঘাট থেকে ব্যারাকপুর, সূর্যোদয় থেকে গোল্ডেন আওয়ার সূর্যাস্ত পর্যন্ত, টানা রোয়িং চলল গঙ্গাবক্ষে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনার মানুষজন পাড়েতেই ভিড় করে দেখলেন সারিবদ্ধ রোয়িং। ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের সদস্যরা থাকলেন লঞ্চে। সেলিব্রেট করলেন সিগনেচার ইভেন্ট।

ইতিহাস বলছে, এই রোয়িং উৎসব আজকের নয়। সিপাহী বিদ্রোহের একবছর পর, ১৮৫৮ সাল। সেইসময় হুগলী নদীর ধারে গড়ে উঠেছিল ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব। তখন কলকাতাই দেশের রাজধানী। সেইসময়কাল থেকেই শুরু হয় গঙ্গাবক্ষে রোয়িং। পরে নদীর যানবাহন বেড়ে যাওয়ায় আর ক্লাব সরে যাওয়ায় তা নির্দিষ্ট একদিন পালন করা হয় ঐতিহ্য মেনেই। সেই পরম্পরা ধরে রেখেছেন ক্লাবের সচিব চন্দন রায়চৌধুরী। যেখানে রোয়িংয়ের পাশাপাশি সদস্যদের বিশাল বোটে ভ্রমণ করিয়ে তিনি উৎসবের আকার দিয়েছেন। ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের দীর্ঘদিনের সচিব চন্দন রায়চৌধুরী বলেন, 'প্রতিবছরই আমরা এই অনুষ্ঠান করে থাকি ।রোয়াররা যে গঙ্গাতেও রোয়িং করতে পারে তার দৃষ্টান্তও তুলে ধরা হল।'

ব্যারাকপুর রো। বাবুঘাট থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের আয়োজনে গঙ্গাবক্ষে চলল রোয়িং। পাশে লঞ্চে প্রত্যক্ষ করছেন সিআরসির সচিব চন্দন রায়চৌধুরী।

বছরভর ক্লাবে একের পর এক রোয়িংয়ের ইভেন্ট আয়োজন করেন চন্দন রায়চৌধুরী। গতবছরই করেছিলেন আন্তর্জাতিক রেগাটা। এবার জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করেছেন বর্ষশেষ থেকে বর্ষশুরু। এবার গঙ্গাবক্ষে সিগনেচার ইভেন্ট করে তাক লাগিয়ে দিলেন সিআরসির সচিব চন্দন রায়চৌধুরী।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ই-৫৭-ডিওয়াইসিইই-কেজিপিডব্লু-সিডি৫০-২৪-২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (ডব্লুএস), খড়্গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৪টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৪টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের নাম ঃ** ইওজি পাওয়ার কারের কামিনস নির্মিত সিপিসিবি ॥ ডিজেল ইঞ্জিন মডেল নং কেটিএএ১৯জি১০-এর ডি-চেক কর্মসূচি। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৩,২২,৭৩,২৪৭.৮২ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩,১১,৪০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৪টে। **ওয়েবসাইট বিবরণ ঃ www.ireps.gov.in** আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **(PR-991)**

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No. : UKM/PWD/ 029(e)/ 2024-25 dt 07-01-2025. 1. Repairing Of Toilet Block At Bhadrakali High School At Uttarpara-Kotrung Municipality Under PBSSM. **Bid Submission Closing Date – 17/01/2025. e-Tender No. : UKM/ PWD/030(e)/2024-25 dt 07-01-2025 1.** Renovation of 2nd Floor including roof sheeting and other allied works of Phanindra Bhavan Ceremonial Hall in Ward No-05 under Uttarpara Kotrung Municipality. **Bid Submission Closing Date – 24/01/2025. e-Tender No. : UKM/PWD/031(e)/2024-25, dt 08-01-2025. 1.** Repairing & Renovation Works at Outside of Mahamaya Sishu-O-Martimangol Kendra hospital Building in Ward No-09. **Bid Submission Closing Date – 24/01/2025. For Details: - wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

'তুমি' বা 'তুই' নয়, 'আপনি' বলে সম্বোধন করতে হবে

আগ্রার পুলিশকর্মীদের কড়া নির্দেশ

আগ্রা, ৮ জানুয়ারি: থানায় অভিযোগ করতে গেলে অনেক সময়েই পুলিশকর্মী বা ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। আবার অনেক সময় নাগরিকদের তুই বা তুমি বলে ডাকা হয়। কিন্তু এ বার থেকে সেই সম্বোধনে দাঁড়ি পড়তে চলেছে আগ্রায়। পুলিশকর্মীদের এমনই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নাগরিকদের সঙ্গে ভাল আচরণের পাশাপাশি তাঁদের 'আপনি' বলে সম্বোধন করতে হবে। জেলার সব থানাকে এমনই নির্দেশ দিলেন আগ্রার পুলিশ কমিশনার।

পুলিশের এক সূত্রের খবর, আমজনতার সঙ্গে পুলিশের দূরত্ব ঘোচাতেই এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুলিশকর্মীদের আচরণের উন্নতিতে একটি সচেতনতামূলক প্রচার শুরু হয়েছে পুলিশ কমিশনার জে রবীন্দ্র গৌড়ের উদ্যোগে। আর সেই উদ্যোগে

আগ্রার সব থানাকেই শামিল করা হয়েছে। নাগরিকদের সঙ্গে কোনও পুলিশকর্মী যাতে দুর্ব্যবহার না করেন, সেই বিষয়টি নজর রাখা হবে। শুধু তা-ই নয়, নাগরিক বা অভিযোগকারীদের সঙ্গে কোনও ভাবেই তুই বা তুমি সম্বোধনে কথা বলা যাবে না। আবার কেউ যদি কোনও অভিযোগ জানাতে থানায় ফোন করেন, কথার শুরুতে সেই ব্যক্তিকে 'নমস্কার' জানাতে হবে।

পুলিশ আধিকারিক এবং পুলিশকর্মীদের আচরণ শোধরাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আরও বলা হয়েছে, থানায় কেউ অভিযোগ করতে এলে প্রথমে তাঁকে বসিয়ে চা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তার পর তাঁদের অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে শুনতে হবে। পুলিশ অফিসার এবং পুলিশকর্মীরা এই নির্দেশ মানছেন কি না, তা নজরদারির জন্য প্রত্যেক থানায় সিসিটিভি বসানো হবে। যাঁরা এই নির্দেশ মানবেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ এনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

কেরলে মত্ত হাতির তাণ্ডবে আহত ১৭

তিরুঅনন্তপুরম, ৮ জানুয়ারি: কেরলের মালাপ্পুরাম জেলায় উৎসব চলাকালীন আচমকাই মেজাজ হারিয়ে রণমূর্তি ধারণ করল এক হাতি। তার হামলায় অন্তত ১৭ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন গুরুতর আহত।

জানা গিয়েছে, তিরুরে পুথিয়াঙ্গাদি উৎসবে সকলে একত্রিত হন। সেখানে পাঁচটি হাতি নিয়ে আসা হয়। তারা সকলেই সোনালি প্লেটে সজ্জিত ছিল। আচমকাই তাদের মধ্যে একটি হাতি ক্ষেপে যায়। মাহুতও তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। হাতিটি এরপরই হামলা করে সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের।

পক্কথু শ্রীকুট্টান নামের সেই হাতিকে দেখা যায় শুঁড়ে করে একজনকে শূন্যে দোলাতে। জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা সংকটজনক। তবে বাকিদের আহত হওয়ার পিছনে অন্যতম কারণ পদপিষ্ট হওয়া। হাতিটি উন্মত্ত হয়ে পড়ার পর তাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়। চেন দিয়ে তাকে বাঁধার চেষ্টা করা হয়। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক চেষ্টা করার পর তা করা সম্ভব হয়।

ওপেনএআই-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ

ওয়াশিংটন, ৮ জানুয়ারি: ওপেনএআই-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও স্যাম অল্টম্যানের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন তাঁরই বোন। অভিযোগ, দীর্ঘ ৯ বছর ধরে নাকি বোনকে যৌন নির্যাতন করেছেন অল্টম্যান। সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে ওপেনএআই সিইও বলেছেন, 'এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে অভিযোগ।'

ঠিক কী অভিযোগ? অ্যানি অল্টম্যানের অভিযোগ, ১৯৯৭ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তাঁর উপরে নির্যাতন চালিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর দাদা। মিসৌরিতে থাকার সময় নিজেদের বাড়িতেই থাকাকালীন এই

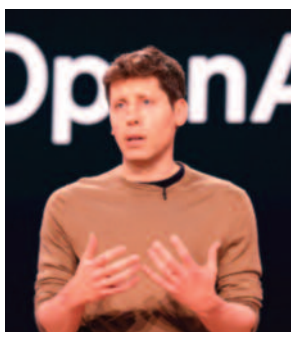

নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। প্রথম যখন তিনি হেনস্তার শিকার হন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র তিন। তারপর থেকে লাগাতার সেই নির্যাতন চলেছিল। বারংবার নির্যাতনের শিকার হওয়ায় মানসিক অবসাদ, অস্থিরতার মতো সমস্যায় ভুগতে হয়েছিল। আদালতের দ্বারস্থ হয়ে ৭৫ হাজার ডলার ক্ষতিপূরণের দাবি করেছেন তিনি।

সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অল্টম্যান। তিনি এক্স হ্যান্ডলে এই প্রসঙ্গে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। সেখানে তাঁকে লিখতে দেখা গিয়েছে, 'আমাদের পরিবার অ্যানিকে ভালোবাসত। এবং ওর সুস্থতা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকত। পরিবারের কোনও সদস্য মানসিক সমস্যায় ভুগলে তার যত্ন করাটা অত্যন্ত কঠিন।' সেই সঙ্গে অল্টম্যানের দাবি, ৯ বছরের ছোট বোনকে তাঁর পরিবারের তরফে মাসিক অর্থসাহায্য করা হত। এবং তাঁর বাড়িভাড়াও দিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু এরপরও অ্যানি আরও বেশি অর্থসাহায্য চাইতেন। এবং তা না পেয়ে স্যাম ও পরিবারের বাকিদের বিরুদ্ধে অদ্ভুত সব অভিযোগ এনেছেন।

এই অভিযোগ অবশ্য নতুন নয়। এর আগে ২০২১ সালের নভেম্বরেও অ্যানি অভিযোগ করেছিলেন, তাঁর দুই দাদা জ্যাক ও স্যাম তাঁকে ছোটবেলায় যৌন হেনস্তার পাশাপাশি মৌখিক, আর্থিক নানা উপায়ে হেনস্তা করেছিলেন।

ঝড়, বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মক্কা ও মদিনার অধিকাংশ অঞ্চল

রিয়াধ, ৮ জানুয়ারি: সৌদি আরব বললেই মনে পড়ে মক্কা-মদিনা ও মরুভূমির কথা। কিন্তু উষ্ণায়নের ধাক্কায় পৃথিবীর এতকালের চেনা চেহারাটাই বিপন্ন। এখন সেখানেই প্রবল বর্ষণের চোখরাঙানি। মক্কা ও মদিনার অধিকাংশ অঞ্চলেই সৃষ্টি হয়েছে ভয়াবহ বন্যা। জেড্ডা শহরের পরিস্থিতিও অত্যন্ত উদ্বেগজনক। পড়ছে বাজ।

বুধবার সকালেও বৃষ্টির খবর মিলেছে। সোশ্যাল মিডিয়া ছড়িয়ে পড়েছে বৃষ্টি-বিপর্যয়ের নানা ভিডিও। গত কয়েক বছরে সৌদি আরবের আবহাওয়ার পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে গিয়েছে। প্রতি বছর বহু মুসলিম হজ ও উমরাহর সময়ে এখানে আসেন। কিন্তু এবার

ভয়ংকর বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত। বহু শহরই জলের তলায়। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, আপাতত আবহাওয়া এরকমই প্রতিকূল থাকবে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় বন্ধ স্কুল-কলেজ। বহু অঞ্চলে যাতায়াত নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জারি করা হয়েছে সতর্কতা। সকলকে ঘরে থাকতে বলা হয়েছে। এবং অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়ানোর পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Supplying, Fitting and Fixing 100mm thick Paver Block over granular Sub-Base Couse and Water Bound Meacadam at Sagarbhanga Truck Terminus, within Ward No.- 29, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-309/24-25
Tender ID : 2025_MAD_796835_1 • Estimated Amount : 1,65,85,774/-
Last Date : 31st January 2025, up to 5:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **wbtenders.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

TENDER NOTICE

NIQ No.	Name of Work
WBMAD/ULB/RSM/ 496/24-25 Dated 08.01.2025	Supply of Autocad 2D 2024-25 commercial new single user ELD for 10 users for the duration of 3 years for Rajpur-Sonarpur Municipality

Bid Submission end date: 25.01.2025 at 11-00 hrs. For more informationplease visit http://www.wbtenders.gov.in.
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-49 of 2024-2025 Dated 07.01.2025
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন প্রকাশ

বৃহস্পতিবার • ৯ জানুয়ারি ২০২৫ • পেজ ৮

আগামী অর্থবর্ষে ভারতের সম্ভাবনা

শুভাশিস বিশ্বাস

২০৩০ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠবে বলে জানিয়েছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ঋণমান নির্ণয়কারী সংস্থা এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল রেটিংস। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ২০৩৫ সালের মধ্যে সেই জায়গা পাকাপাকিভাবে ভারতের হয়ে যাবে। সম্প্রতি 'লুক ফরয়োর্ড এমার্জিং মার্কেটস আ ডিসাইসিভ ডিকেড' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে এসঅ্যান্ডপি এমনই এক পূর্বাভাস দিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এই প্রতিবেদনে তারা এও বলেছে, ভবিষ্যতে উদীয়মান অর্থনীতিগুলো বিশ্ব অর্থনীতিতে মূল ভূমিকা পালন করবে। এখন থেকে ২০৩৫ সালের মধ্যে উদীয়মান দেশগুলোর গড় প্রবৃদ্ধির হার ৪.০৬ শতাংশে উন্নীত হবে, যেখানে উন্নত দেশগুলোর প্রবৃদ্ধির হার ১.৫৯ শতাংশে নেমে আসবে। আর এখানেই ভারতের ভূমিকা হবে নেতৃস্থানীয়। এদিকে এরই মাঝে মঙ্গলবারই রিপোর্ট আসে এনএসও-র। যেখানে বলা হয়, চলতি অর্থবর্ষে দেশে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৬.৪ শতাংশে। এদিকে গত অর্থবর্ষে বৃদ্ধির হার ছিল ৮.২ শতাংশ। অর্থাৎ, গতবারের তুলনায় প্রায় ২ শতাংশ কমছে বৃদ্ধির হার। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষ শেষ হবে মার্চে। তার আগে, ফেব্রুয়ারিতে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হওয়ার কথা। জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তর বা এনএসও'র এই তথ্য বাজেট পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। এদিকেরিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমান ছিল চলতি অর্থবর্ষে আর্থিক বৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৬.৬ শতাংশে। কিন্তু এনএসও তার চেয়েও কম, ৬.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধির অনুমান করেছে।

চলতি অর্থবর্ষের প্রথম অগ্রিম অনুমান রিপোর্ট জানিয়েছে প্রকৃত মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিডিপি বৃদ্ধির হার হবে ৬.৪ শতাংশ। তবে টাকার চলতি মূল্যে হিসেব করলে বৃদ্ধির হার হবে ৯.৭ শতাংশ। আগের অর্থবর্ষ, ২০২৩-২৪, চলতি মূল্যে বৃদ্ধির হার ছিল ৯.৬ শতাংশ। এই হিসেবেও বোঝা যাচ্ছে মূল্যবৃদ্ধির হার দেশে চড়া।

সূত্রে এ খবরও মিলছে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে বাজেট সংক্রান্ত প্রস্তাবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে জোর দিয়েছে কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলি। পাশাপাশি সরকারি শূন্যপদ পূরণ, স্থায়ী চাকরিতে জোর দেওয়ার দাবি তোলা হয়েছে। আর এখানেই

এনএসও'র অনুমান, চলতি অর্থবর্ষে কৃষি এবং কৃষি সম্পর্কিত ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৩.৮ শতাংশে। আগের অর্থবর্ষে এই হার ছিল ১.৪ শতাংশ। নির্মাণ শিল্পে অনুমান ৮.৬ শতাংশ। গত অর্থবর্ষে ছিল ৭.৩ শতাংশ।

আগামী অর্থবর্ষে বেসরকারি ভোগব্যয় বৃদ্ধির হার ৭.৩ শতাংশ হবে বলে অনুমান রিপোর্টে। আগের অর্থবর্ষে এই হার ছিল ৪ শতাংশ। সরকারি ভোগব্যয় বা সামাজিক ক্ষেত্রে পণ্য ও পরিষেবা কেনার জন্য সরকরের ব্যয় বৃদ্ধির হার ২.৫ শতংশ থেকে বেড়ে ৪.১ শতাংশ হবে বলে অনুমান। এর আগে জুলাই-সেপ্টেম্বর, এই তিন মাসে বৃদ্ধির হার কমে ৫.৪ শতাংশে দাঁড়ায়। ফলে বার্ষিক বৃদ্ধির হারের অনুমান রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৭.২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬.৬ শতাংশ করেছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

এনএসও'র অনুমান, প্রকৃত জিডিপি বা মোট জাতীয় উৎপাদন দাঁড়াবে ১৮৪.৮৮ লক্ষ কোটি টাকা। এই হিসেবে টাকার অঙ্কে বৃদ্ধিকে গণনা থেকে বাদ দেওয়া হয়। ফলে পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদনে প্রকৃত বৃদ্ধি বোঝা যায়। টাকার অঙ্ক ধরে জিডিপি হবে ৩২৪.১১ লক্ষ কোটি টাকা।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা তথ্য দিয়ে রাখতেই হয়,

সরকারি উদ্যোগগুলি ব্যবসায়িক পরিবেশের উন্নতি, লজিস্টিক অবকাঠামো বৃদ্ধি, করের দক্ষতার উন্নতি এবং করের হার যৌক্তিককরণের মাধ্যমে উৎপাদন খাতকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছে। এর পাশাপাশি করোনা মহামারির পর থেকে শহুরে বেকারত্ব ধীরে ধীরে উন্নত হয়েছে। বিশেষ করে মহিলা কর্মীদের ক্ষেত্রে এটি ২০২১-২২ আর্থিক বর্ষ-এর ১৪.৩ শতাংশ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৯ শতাংশে নেমে এসেছে তবে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে শহুরে যুবকদের মধ্যে বেকারত্বের শতকরা হার ১৬.৮ শতাংশ নজরে এসেছে।

এরই রেশ টেনে এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক কেমন ছিল ২০২৪ সালে ভারতীয় অর্থনীতি। এই বছর অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারত যে খুব একটা সহজ জায়গায় ছিল তা মোটেই বলা যায় না। উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় মুদ্রাস্ফীতি। মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির কারণে মধ্যম ও নিম্ন আয়ের গোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। এর প্রভাব বিনিয়োগেও দৃশ্যমান ছিল। প্রথম প্রান্তিকে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কারণে সরকারি ব্যয় এখনও পর্যন্ত কিছুটা ধীরগতির। এই কারণে, এই বছর মূলধন ব্যয় (ক্যাপেক্স) লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা কঠিন হতে পারে। অন্যদিকে বৈশ্বিক অর্থনীতিতেও অস্থিরতা রয়েছে, যার কারণে ভারতের রপ্তানির প্রবৃদ্ধি মন্থর ছিল। এই চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, ২০২৫ অর্থবছরে ভারতীয় অর্থনীতি ৬.৬-৬.৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে আশা করা হচ্ছে এই মূল্যস্ফীতি কমে আসবে, যা সাধারণ মানুষ এবং কোম্পানি উভয়কেই স্বস্তি দেবে।

পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, খরিফ ফসল ভালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্ষার পরে জলাধারগুলি কানায় কানায় ভরাট হয়ে রবি শস্যকেও সাহায্য করবে। এতে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, যার সরাসরি প্রভাব পড়বে মানুষের জীবনযাত্রায়। এর ফলে ২০২৪-এ সালে যে চাপ ছিল তা দূর হবে। শুধু তাই নয়, জিডিপি-র ৪.৫ শতাংশ রাজস্ব ঘাটতির যে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে কেন্দ্রের তাও অর্জন করবে।

প্রকৃতপক্ষে, ২০২৫ অর্থবছরে ঘাটতি ৪.৭-৪.৮ শতাংশে নেমে আসতে পারে। এই পরিসংখ্যানটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি আগামী তিন বছরে ৩ শতাংশ লক্ষ্য অর্জনের পথ প্রশস্ত করবে। এত কিছুর পরেও সরকার যে কোনও ঘাটতি পুষিয়ে নিতে মূলধন বিনিয়োগ করতে পারে।

এদিকে ব্রিটেনের সেন্টার ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ (সিইবিআর)-এর রিপোর্টে জানিয়েছিল ২০২৫-এর মধ্যে ভারত বিশ্ব অর্থনীতিতে আবার পঞ্চম বৃহত্তম দেশ হবে, পিছনে ফেলবে ব্রিটেনকে। একইসঙ্গে ওই রিপোর্টে এও দাবি করা হয়েছিল, ২০৩০-এর মধ্যে ভারত উঠে আসবে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি দেশ হিসেবে। সিইবিআর-এর বার্ষিক রিপোর্ট এও বলেছিল, করোনার জেরে ভারতীয় অর্থনীতি কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে ঠিকই, ফলে ২০১৯-এ ব্রিটেন আমাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে। করোনার সময়ে ২০২০-তেও টাকার মূল্য কমে যাওয়ায় তারা এগিয়ে রয়েছে। ২০২৪ পর্যন্ত এভাবেই ব্রিটেন আমাদের আগে থাকবে। তারপর আবার টপকে যাবে ভারত। ২০২১-এ ভারতীয় অর্থনীতি ৯ শতাংশ বাড়বে, ২০২২-এ বাড়বে ৭ শতাংশ। তখন থেকে ধীরে ধীরে কমতে থাকবে আর্থিক বৃদ্ধি। কারণ দেশ যত আর্থিকভাবে উন্নত হবে, তত স্বাভাবিক নিয়মেই বৃদ্ধি কমতে থাকবে। এভাবে চলতে থাকলে ২০৩৫-এ ভারতের বার্ষিক বৃদ্ধি কমে হতে পারে ৫.৮ শতাংশ। ২০৩০-এর মধ্যে ভারত হয়ে উঠবে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। ২০২৫-এ ব্রিটেনকে টপকে যাওয়ার পর ২০২৭-এ টপকে যাবে জার্মানিকে আর ২০৩০-এ জাপানকে, এমনটাই জানিয়েছিল সিইবিআর রিপোর্ট। এই রিপোর্ট আরও বলেছিল যে, ২০২৮-এ চিন আমেরিকাকে টপকে হয়ে উঠবে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি।

এদিকে ট্রেন্ড যা বলছে তাতে চলতি ২০২৪,২৫ অর্থ বছরে ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৬.৭ শতাংশ। মূলত গ্রামাঞ্চলের চাহিদা বৃদ্ধির জেরে দেশটির প্রবৃদ্ধির পালে হাওয়া লাগতে পারে বলে জানিয়েছে ভারতের অর্থ মন্ত্রণালয়। এদিকে গত বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২০২৫ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে জিডিপির সূচক মধ্যম সারিতে থাকলেও তৃতীয় প্রান্তিকের পর থেকে তা উল্লেখযোগ্যহারে বাড়বে। এই হারে জিডিপি বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকলে ভারত দ্রুততম প্রবৃদ্ধির বৃহৎ অর্থনীতির তকমা ধরে রাখতে পারবে বলে আশা বিশেষজ্ঞদের। এদিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলও (আইএমএফ) একই কথা বলেছে। অক্টোবরে তারা এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, চলতি অর্থবর্ষে (২০২৪-২৫) জিডিপি প্রবৃদ্ধির হতে পারে ৭ শতাংশ। পরামর্শক সংস্থা ডেলয়েট ইন্ডিয়া জানিয়েছে, এ বছর ভারতের প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৭ থেকে ৭ দশমিক ২ শতাংশ।

এরপর নভেম্বরে মাসিক পর্যালোচনার পর ভারতের অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গ্রামাঞ্চলের চাহিদায় স্থিতিশীলতা এসেছে। একই সঙ্গে শহরের ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে দুই ও তিন চাকার গাড়ি বিক্রি এবং দেশীয় ট্র্যাক্টর বিক্রির প্রবণতা দেখে এই ধারণা করছে তারা। একইসঙ্গে অর্থ মন্ত্রণালয় এও জানিয়েছে, যাত্রীবাহী গাড়ি বিক্রি অক্টোবর-নভেম্বর মাসে মোট ১৩. ৪ শতাংশ বেড়েছে। অন্যদিকে বিমান পরিষেবার পরিসংখ্যান দিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বিমান পরিবহণে যাত্রী সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে । এতে বোঝা যাচ্ছে, শহরাঞ্চলের মানুষের চাহিদা বেড়েছে। এছাড়াও এবারের বর্ষায় পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হওয়ার প্রভাবে ফলন ভালো হয়েছে। জিডিপির জন্য তা আশাব্যঞ্জক বলে মনে করছে অর্থ মন্ত্রণালয়। চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বরে প্রান্তিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৫ দশমিক ৪ শতাংশে নেমে এসেছিল। এদিকে বিশ্ববাজারেও তেলের দাম আবার বেশ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ভারতের উৎপাদন খাতে গতি এসেছে। এ ছাড়া ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর ভারতের বাজারে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে বলেও ধারণা করা হচ্ছে।

ভারতীয় অর্থনীতি বর্তমানে বৈশ্বিক দৃষ্টিতে অন্যতম দ্রুতগতির অর্থনীতির একটি উদাহরণ। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, এবং শক্তিশালী ভোক্তা চাহিদার কারণে দেশটির জিডিপি ক্রমাগত বাড়ছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ভারতের বিশাল জনসংখ্যা এবং দ্রুতগামী অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে জিডিপি বৃদ্ধির হার আরও ত্বরান্বিত হবে। ভারতের জিডিপি বর্তমানে প্রায় ৩.৭ ট্রিলিয়ন ডলার। জাপানের জিডিপি ৪.৪ ট্রিলিয়ন ডলার। তবে ভারতের বর্তমান বৃদ্ধির হার বজায় থাকলে এটি শীঘ্রই জাপানের বর্তমান স্তর ছাড়িয়ে যাবে। অন্যদিকে, জাপানের অর্থনীতি তুলনামূলকভাবে ধীর গতিতে চলছে। বৃদ্ধির হার কমে যাওয়া, জনসংখ্যা হ্রাস এবং শ্রমশক্তির অভাব জাপানের অর্থনৈতিক গতিকে কমিয়ে দিয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, দীর্ঘমেয়াদে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রবৃদ্ধির গতি ধরে রাখতে পারলে উন্নত দেশগুলির স্থান দখল করা সহজ হবে। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, ভারতীয় তথ্য প্রযুক্তি খাত বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধ। বিশেষ করে যেখানে টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস, ইনফোসিস, উইপ্রোর মতো সংস্থাগুলি ভারতের প্রযুক্তি খাতের নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখছে। এর পাশাপাশি ভারতে একটি বিশাল মধ্যবিত্ত শ্রেণি রয়েছে যা এক স্থায়ী চাহিদা তৈরি করে। এদিকে আবার ভারত সরকার বেশ কিছু উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যেমন 'মেক ইন ইন্ডিয়া', যা দেশের উৎপাদন খাতকে শক্তিশালী করছে। ভারতের বিশাল জনসংখ্যা, বিশেষত তরুণ জনগোষ্ঠী, অর্থনীতির জন্য একটি বড় পুঁজি হিসেবে কাজ করছে। জাপানের বৃদ্ধ বয়সের জনগোষ্ঠীর তুলনায় এটি ভারতের জন্য একটি বড় সুবিধা। তবে ভারতের অর্থনৈতিক উত্থানে কিছু বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ভারত এখনই বিশ্বের বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ। দিনে দিনে জনসংখ্যা আরও বাড়বে সেটাই স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে এসঅ্যান্ডপি বলছে, সেটাই হবে ভারতের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ। ক্রমবর্ধমান নাগরিকদের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিষেবা ও বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। এসঅ্যান্ডপি এটাই মূল চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। যেভাবে ভারতের জনসংখ্যা বাড়ছে, তা দেশটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। পরিষেবা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এটি নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আরেক ঋণমান নির্ণয়কারী সংস্থা মুডিজের বক্তব্য, জনসংখ্যা ও মানুষের জীবনমান বৃদ্ধির কারণে জীবাশ্ম জ্বালানি চালিত গাড়ি বিক্রি বাড়বে। এতে ভারতের কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনার কর্মসূচি চাপে পড়তে পারে। এর পাশাপাশি ভারতের গ্রামীণ এলাকাগুলিতে এখনও অবকাঠামোগত ঘাটতি রয়েছে, যা প্রবৃদ্ধিতে বাধা তৈরি করতে পারে। একইসঙ্গে শিক্ষার অভাব এবং দুর্বল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। শুধু তাই নয়, বৈশ্বিক বাণিজ্য ও কূটনীতিক সম্পর্ক ভারতের অর্থনৈতিক গতিকে প্রভাবিত করতে পারে।

বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের অবস্থান প্রতিনিয়ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই মুহূর্তে ভারতের স্থান পঞ্চম। তবে ভারত জার্মানিকে টপকে খুব দ্রুতই চতুর্থ স্থান অর্জন করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, চিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অর্থনীতির সঙ্গে ভারত নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলে ভবিষ্যতে আরও বড় সুযোগ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। এদিকে গুগল জানাচ্ছে, ক্রয় ক্ষমতার হিসাবে ভারতের অর্থনীতি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম, আর নমিনাল হিসাবে পঞ্চম বৃহত্তম। বিশ্বব্যাংকের ইন্ডিয়া ডেভেলপমেন্ট আপডেট অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারতের জিডিপি ৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

পরিসংখ্যান বলছে, এই মহূর্তে বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের আগে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, জাপান, জার্মানি, এবং যুক্তরাজ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনীতির আকার ২০.৮৯ ট্রিলিয়ন ডলার। চিনের ১৪.৭২ ট্রিলিয়ন ডলার, জাপানের ৫.০৬ ট্রিলিয়ন ডলার, জার্মানির ৩.৮৫ ট্রিলিয়ন ডলার,ব্রিটেনের ২.৭৬ ট্রিলিয়ন ডলার। সেখানের ভারতের ক্ষমতা ২.৬৬ ট্রিলিয়নডলার।

তবে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাঙ্কের একটি রিপোর্টে কপালে ভাঁজ পড়েছে ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে চলেছে ভারতীয় টাকা, এমনটাই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাঙ্কের একটি রিপোর্টে ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমান বিশ্বের একাধিক আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং দেশের আর্থিক পরিস্থিতির কারণে ভারতীয় টাকা চ্যালেঞ্জের সামনে পড়বে।

রিপোর্টে এও উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতীয় টাকা যে বিষয়গুলির জন্য চাপে থাকবে তার মধ্যে রয়েছে, ধীর গতির বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রবাহ, দুর্বল উৎপাদন-রফতানি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি সংকীর্ণ নীতিগত বৈষম্য। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাঙ্কের রিপোর্টে অনুমান করা হয়েছে, পরবর্তী ১২ মাসে মার্কিন ডলার প্রতি ৮৫.৫ টাকার স্তরে পৌঁছবে ।

যদিও ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, আকর্ষণীয় প্রকৃত ফলন, আন্তর্জাতিক বন্ড সূচকে এর অন্তর্ভুক্তির কারণে আর্থিক পরিস্থিতিতে স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য বজায় থাকবে। দ্রব্যমূল্য নিম্নমুখী হওয়া এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (আরবিআই) তরফে গৃহিত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের সিদ্ধান্তের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ টাকার অবমূল্যায়ন প্রবণতার গতিকে ধীর করে দিতে পারে। কিন্তু, তাতে টাকার অবমূল্যায়ন বন্ধ হবে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয় এই রিপোর্টে।

তবে অন্যদিক থেকে দেখলে ওই রিপোর্টটি ভারতীয় ইক্যুইটির জন্য বেশ কয়েকটি ইতিবাচক চালিকা শক্তির উল্লেখ করেছে। এটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি এবং কর্পোরেট আয় বিশ্বের শক্তিশালী অর্থনীতির দেশগুলির রেকর্ড ছাড়িয়ে যেতে পারে।

সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান (এসআইপি) এবং বিদেশি বিনিয়োগের পুনঃপ্রবাহের মাধ্যমে স্থির অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ প্রবাহ উচ্চতর সামষ্টিগত অর্থনৈতিক মৌলিক বিষয়গুলিতে অনুপ্রাণিত, প্রত্যাশিত ভাবে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার হ্রাস করা এবং তুলনামূলকভাবে কম বিদেশি বিনিয়োগ ভারতীয় শেয়ারবাজারের জন্য ভালো ফল দেবে বলে আশা করা হচ্ছে

একইসঙ্গে এই রিপোর্টে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতি পুনরুদ্ধারের পূর্বাভাসও দেওয়া হয়েছে উচ্চতর সরকারি মূলধন ব্যয়, গ্রামীণ অঞ্চলে চাহিদা পুনরুদ্ধার, শহুরে বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর নীতি সহায়তার মতো কারণগুলির ফলে ভারতের অর্থনীতিতে উন্নতি হবে । রিপোর্ট অনুযায়ী, গ্রীষ্ম ও শীতকালীন ফসলের ভাল বপন এবং সরবরাহ সংক্রান্ত উদ্বেগগুলির জন্য সম্ভাব্য সরকারি পদক্ষেপ ও খাদ্যদ্রব্যের দাম কমার কারণে মূল্যবৃদ্ধির হার কম হওয়ার প্রত্যাশা করা হয়েছে। পাশাপাশি, অতীতের নীতি আঁটসাঁট করার ফলে মূল্যবৃদ্ধিজনিত প্রভাব মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। অন্যদিকে আগামী বছর আগামী বছর এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনীতি স্থিতিশীল থাকবে। বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির হারও কিছুটা বাড়বে। ২০২৪ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৩.০১ শতাংশ হলেও ২০২৫ সালে তা ৩.০২ শতাংশে উন্নীত হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে 'দ্য মাস্টারকার্ড ইকোনমিকস ইনস্টিটিউট (এমইআই)'। সেই সঙ্গে কমতে পারে মূল্যস্ফীতি ও সুদের হার। এতে ভোক্তাদের ক্রয় সক্ষমতা বাড়বে, স্বস্তি আসবে তাঁদের জীবনে। বৃহত্তর বৈশ্বিক অর্থনীতিও চলবে এই একই ধারায়।

সপ্তম সিমেন্টিং ইন্ডিয়ার আয়োজনে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স গত ১৯ডিসেম্বর, ২০২৪-এ কলকাতায় সফলভাবে সপ্তম সিমেন্টিং ইন্ডিয়ার আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানটি সিমেন্ট এবং কংক্রিট শিল্পের মধ্যে প্রযুক্তি এবং টেকসই উদ্যোগের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করেছে। এতে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট এবং এই ক্ষেত্রে চাহিদা ও সরবরাহের গতিশীলতার উপর আকর্ষণীয় অধিবেশনও প্রদর্শিত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে মঙ্গলম সিমেন্ট লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট (কর্পোরেট) এবং চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার যশবন্ত মিশ্র, বিড়লা কর্পোরেশন লিমিটেডের ভাইস প্রেসিডেন্ট হেমন্ত কুমার এসএস, এমএপিইআই-এর এশিয়ান প্যাসিফিক আঞ্চলিক প্রধান ডঃ পিয়েত্রো রেচি, টিকেআইএল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও বিবেক ভাটিয়া এবং ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত কৌল উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে এই শিল্পের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁদের

অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা ভাগ করে নেন। সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানটি সিমেন্ট এবং কংক্রিট শিল্পের ক্ষেত্রে জ্ঞান এবং উদ্ভাবনের এক অসাধারণ মিশেল হয়ে ওঠে।

এদিনের অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণে দেওয়ার সময় ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি সিদ্ধান্ত কৌল বলেন, 'ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনে এবং আমাদের বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সিমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর ভিত্তিতেই আমাদের দেশের অর্থনীতি গড়ে উঠছে। প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল স্থানীয় অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু নয়, বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ,বিশেষত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, যেখানে বৈশ্বিক বিনিয়োগ মূল বিষয়। সরকারি মূলধন এবং বেসরকারি বিনিয়োগ আমাদের প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করায় ভারত এক অনন্য অবস্থানে রয়েছে বলেও জানান ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি। সঙ্গে এও জানান, ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধি বার্ষিক ৬.৫ শতাংশ থেকে ৭.৫ শতাংশ অনুমান করা হয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী দ্রুততম ক্রমবর্ধমান প্রধান অর্থনীতি হিসাবে আমাদের অবস্থানের একটি প্রমাণ। এই বৃদ্ধির একটি বড় অংশ মহাসড়ক এবং পরিকাঠামোর চলমান উন্নয়ন থেকে উদ্ভূত। এটি বজায় রাখার জন্য, আমাদের আবাসন ও শিল্প ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের দিকেও মনোনিবেশ করতে হবে, যাতে অর্থনীতির সমস্ত দিকগুলি সমন্বিত হয়।'